উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩০ আশ্বিন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 17 October 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 147

মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ ওমরের

সাতের পাতায়

হ্যাটট্রিকে রোনাল্ডোকে ছুঁলেন মেসি

বারোর পাতায়

বৃদ্ধকে পুলিশে দিলেন সহযাত্রীরা

চলন্ত বাসে শ্লীলতাহানি

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অক্টোবর : দেবীপক্ষে মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছিল গোটা বাংলা। মা দুর্গার বিসর্জন পেরোতে না পেরোতেই এ রাজ্যে ফের শ্লীলতাহানির শিকার হলেন বছর উনত্রিশের পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ তরুণী। তাও আবার চলন্ত বাসে।

মঙ্গলবার রাতে উত্তর দিনাজপুর থেকে কাজ সেরে শিলিগুড়ির বাড়িতে ফিরছিলেন তরুণী। বাসে তাঁরই সহযাত্রী বছর ৬৪'র এক বৃদ্ধ এই কাণ্ড ঘটায় বলে অভিযোগ। পরে, তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ সঞ্জয় সিংহ নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। লোকলজ্জার ভয়ে অবশ্য সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে চাইছেন না তরুণী। তবে, দোষীর কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি চাইছেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত সঞ্জয় বিহারের ভাগলপুরের বাসিন্দা। শ্লীলতাহানির মামলা রুজু করে বুধবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে এখনও রাজ্যজুড়ে হইচই চলছে। রাজধানী কলকাতার রাজপথে মঙ্গলবার বিকেলেই 'দ্রোহের কার্নিভাল' করেছেন প্রতিবাদীরা। ঠিক সেই সময়ই উত্তরবঙ্গের এই ঘটনা অনেকগুলো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বুধবার খবরটি চাউর হতেই কার্যত শোরগোল পড়ে যায় ঘোষপুকুরে।

বাবা মারা গিয়েছেন অনেক আগেই। সংসারের দায়িত্ব তাঁরই কাঁধে। তাই প্রায়ই পেশার টানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে হয় তরুণীকে।

কুকীর্তি

- ডালখোলা থেকে শিলিগুড়ির বাসে উঠেছিলেন তরুণী
- তাঁর পাশে থাকা ফাঁকা সিটে বসেন বছর ৬৪'র বৃদ্ধ
- নানাভাবে তাঁকে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করেন
- তরুণীর শরীরে নানাভাবে স্পর্শ করতে থাকেন
- তরুণী প্রতিবাদ করতেই পাশে দাঁড়ান দু' একজন

অন্যদিনের মতো সেদিনও তিনি গিয়েছিলেন উত্তর দিনাজপুরের একটি অংশে। কাজ সারতে খানিক সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ডালখোলা থেকে শিলিগুড়িগামী একটি বেসরকারি বাসে চড়েন তিনি। ভিড়ে ঠাসা না হলেও বাসটিতে অন্য আরও যাত্রী ছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত বৃদ্ধ তরুণীর পাশেই বসেছিলেন। তিনি নানাভাবে তাঁকে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করেন। প্রথমে অত্যন্ত বিনয়ী হয়ে প্রতিবাদ জানান তরুণী। কিন্তু কে শোনে কার কথা! অভিযুক্ত তরুণীর শরীরে নানাভাবে স্পর্শ করতে থাকেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বেগতিক আঁচ করতে পেরে তরুণী অন্য সহযাত্রীদের সাহায্য নেন।

ঘোষপুকুরের কাছে বাসটি পৌঁছাতেই কয়েকজন সহযাত্রী সহ ওই তরুণী বৃদ্ধকে ট্রাফিকে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারের কাছে নিয়ে যান। এরপর ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ এসে অভিযুক্তকে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন তরুণী। সন্ধে হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় তখন লোকজন কম ছিল। ফলে বিষয়টি নিয়ে তেমন জলঘোলা হয়নি। এদিকে, বাসটিও তরুণী সহ অভিযুক্তকে নামিয়ে চলে যায় বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। ফলে বাসটিকে এখনও ট্র্যাক করা যায়নি।

ঘোষপুকুর মোড় সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী রঞ্জিত মাহাতো বলছেন, 'গতকাল এরকম একটা ঘটনা হয়েছে বলে আজ শুনলাম। সত্যিই অবাক কাণ্ড। চারিদিকে এত প্রতিবাদের মাঝে এসব যে কী করে হয়, কে জানে!'

এদিকে, চলন্ত বাসে এই ধরনের ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে যাত্রী নিরাপত্তা। শ্লীলতাহানি, ইভটিজিংয়ের মতো ঘটনা এড়াতে তাই বেসরকারি বাসেও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর দাবি উঠছে।

এরপর দশের পাতায়

বন্যা সাহারায়

গত দু'দিনের মুষলধারে বৃষ্টিতে সাহারা মরুভূমির কিছু এলাকায় বন্যা দেখা দিয়েছে। একটি গ্রামে একদিনে ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ৫০ বছর ধরে শুকিয়ে থাকা ইরিকুয়ি হ্রদ জলে ভরে গিয়েছে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

অর্ধদগ্ধ দেহ

বুধবার লক্ষ্মীপুজোর দিন কৃষ্ণনগরের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমপাড়া এলাকা থেকে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর অর্ধনগ্ন, অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হল। ঘটনাস্থল পুলিশ সুপারের অফিস থেকে কিছুটা দূরেই।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

এসো মা লক্ষ্মী...

বুধবার শিলিগুড়ির রাস্তায় লক্ষ্মী প্রতিমা দেখে অবাক বিদেশিনী। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

৩ শতাংশ ডিএ বাড়াল কেন্দ্র, রাজ্য পিছিয়ে ৩৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : সরকারি কর্মীদের জন্য দেওয়ালির উপহার মোদি সরকারের। মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বাড়ল ৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বুধবারের সিদ্ধান্তে এই বৃদ্ধি কার্যকর হবে গত ১ জুলাই থেকে। ফলে তিন মাসের বকেয়াও পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা। তাঁদের ডিএ বেড়ে হল বেতনের ৫৩ শতাংশ। এতদিন ওই হার ছিল ৫০ শতাংশ।

কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের সঙ্গে ডিএ-র পার্থক্য বেড়ে হল ৩৯ শতাংশ। যা এতদিন ৩৬ শতাংশ ছিল। রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকরা এখন বেতনের ১৪ শতাংশ ডিএ পান। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের অসন্তোষ আরও উসকে গেল। আন্দোলনের হুমকি শোনাল কর্মী ও শিক্ষক সংগঠনগুলি।

ভাতা-বৈষম্য

- গত এপ্রিলে শেষ বৃদ্ধি বাংলায়
- রাজ্য সরকার ৪ শতাংশ বাড়িয়েছিল
- রাজ্যের কর্মীরা পান বেতনের ১৪ শতাংশ
- কেন্দ্রের কর্মচারীরা ৫৩ শতাংশ পাবেন

রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির নেতা বিজয়শংকর সিনহা বলেন, 'সরকার আমাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। পুজোর ছুটির পর আমরা আন্দোলনে নামব।' বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতা স্বপন মণ্ডল বলেন, 'সরকারি কর্মী ও শিক্ষকদের সঙ্গে অধিগৃহীত সংস্থার কর্মচারীদের এই সরকার পথে বসিয়ে দিয়েছে। ক্ষমতায় আসার আগের রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ছিল, সরকারি কর্মচারীদের সবকিছু কেন্দ্রীয় হারে দেওয়া হবে। এখন ন্যায্য পাওনা চাইতে গেলে উনি বলছেন, ঘেউ ঘেউ করবেন না।'

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের মুখপাত্র ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'বঞ্চনার অন্ধকার আরও গাঢ় হল। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।' কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্য সরকারি কর্মীদের বঞ্চনা ও হতাশা বাড়ল। ডিএ-র দাবিতে আমাদের আইনি লড়াই চলছে সুপ্রিম কোর্টে। আগামী বছরের ৭ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানি।'

মোদি সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো দাবি করেন, 'প্রায় ৪৮ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬৫ লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হলেন। এই পদক্ষেপে মুদ্রাস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি মোকাবিলায় কর্মীদের সহায়তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

এরপর দশের পাতায়

তাহাদের কথা

তদন্তের গতি কমছে, ক্রমে নিভে আসছে আশার আলো

অনুপ দত্ত

গত দু'মাস ধরে আমরা তিলোত্তমার বিচার চাই, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' আওয়াজ তুলছি। তিলোত্তমার বিচার চেয়ে পথে নেমেছেন হাজার হাজার মানুষ। রাজ্য, দেশ ছেড়ে বিদেশের মাটিতেও একই আওয়াজ উঠেছে। বিচারের দাবিতে প্রতিবাদ থেমে নেই। শারদ উৎসবের মাঝেও আন্দোলন থামেনি। জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। একটাই লক্ষ্য, আরজি কর কাণ্ডের বিচার চাই।

কিন্তু কে বিচার দেবে? সত্যিই কি বিচার পাওয়া যাবে? দিন যত এগোচ্ছে, ধীরে ধীরে তত এই প্রশ্ন যেন মনে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। কেন যেন অজান্তেই উঠে আসছে প্রচলিত সেটিং তত্ত্ব। বিরোধী দলগুলিকে এতদিন এসব বলতে শুনেছি। কোথায়, কার সঙ্গে, কী ধরনের সেটিং- সে কি আর বলা যায়? এটা ভিতরের বিষয়, বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। রাজ্য পুলিশের ওপর ভরসা নেই বলে তদন্তের ভার গিয়েছে সিবিআইয়ের ওপর।

নারকীয় ঘটনাটিতে প্রথম থেকেই রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকায় অনেকেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। মনে হচ্ছিল, রাজ্য সরকার কিছু একটা লুকোচ্ছে। এমনও মনে হয়েছে যে, পুলিশ আর পাঁচটা ঘটনার মতো এই ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে চাইছে। এত বড় অন্যায়কে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করছে। যে কারণে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে গোটা রাজ্য, দেশ-বিদেশ। পুলিশের ওপর মানুষের আস্থা না থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন তদন্ত করুক পুলিশই।

কিন্তু জল এত গড়িয়ে যায় যে, তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ খোলা ছিল না। অনেকের ভরসা, আস্থা, বিশ্বাস ছিল সিবিআইয়ের ওপর। প্রতিবাদী আন্দোলনেরও দাবি ছিল সিবিআই তদন্ত। ঘটনার পাঁচদিনের মধ্যে সিবিআই তদন্তভার 'টেকওভার' করায় অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবেই। মামলাটি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সুপ্রিম কোর্টও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যে সিবিআই তদন্ত বারবার চাওয়া হয়েছে, তা সঠিক পথে এগোচ্ছে তো?

সন্দেহ জাগছে এই কারণে যে, এ রাজ্যে সিবিআই তদন্ত নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা খুব ভালো নয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বাম আমল থেকে এ পর্যন্ত বাংলায় ১১২টি মামলার তদন্ত করেছে সিবিআই। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, তাপসী মালিক হত্যাকাণ্ড থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চুরি, আবার সারদা ও নারদ কেলেঙ্কারি থেকে শিক্ষক ও পুরসভায় নিয়োগে এবং র‍্যাশনে দুর্নীতি, গোরু ও কয়লা পাচার থেকে কত যে মামলার তদন্ত করছে সিবিআই, সেই তালিকা সবসময় মনে থাকে না।

অবশেষে যুক্ত হল আরজি করে খুন-ধর্ষণ ও আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত। গত ১৫ বছরে এ রাজ্যে মুড়িমুড়কির মতো সিবিআই তদন্ত হয়েছে। কিন্তু রেজাল্ট কী, প্রশ্ন করলে উত্তরটা হতাশাজনক। এখনও পর্যন্ত একটি মামলারও সুরাহা করতে পারেনি সিবিআই। 'পারেনি' বলা কি ঠিক হল?

এরপর দশের পাতায়

অনশনকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন এক চিকিৎসক। মেডিকেলে। -সূত্রধর

রোগী পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা মেডিকেলে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : দিনের পর দিন চিকিৎসার জন্য এসে ঘুরে যেতে হয়েছে রোগীদের। অবশেষে মঙ্গলবার ধৈর্যর বাঁধ ভেঙেছিল তাঁদের। উত্তেজিত জনতার হাতে মার খেতে হয়েছে নিরাপত্তারক্ষীকেও। বুধবার অবশ্য ছবিটা পালটে গেল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। খানিক স্বাভাবিক হল রোগী পরিষেবা। বহির্বিভাগে ডাক্তারদের পেয়ে মুখে হাসি ফুটল রোগীদেরও।

এদিন নিউরো মেডিসিন বাদে বাকি সমস্ত বহির্বিভাগই খোলা ছিল। প্রতিটি ঘরে যেতেই দেখা গেল সিনিয়ার চিকিৎসকদের। দাসপাড়া থেকে আসা এক রোগীর পরিবারের সদস্য বিনীতা রায় বলছিলেন, 'ক'দিন ধরে যা শুনছি, তাতে একটু চিন্তায় ছিলাম, চিকিৎসা পরিষেবা পাব কি না। তবে ঠিকঠাক ডাক্তার দেখাতে পেরেছি।'

একই কথা শোনা গেল ময়নাগুড়ি থেকে আসা অমলেন্দু ধরের মুখে। তিনি বলছিলেন, 'তিনদিন ধরে মেডিকেল কলেজে রয়েছি। অবশেষে বাবার চিকিৎসা করাতে পারলাম।' এদিন চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেও।

রোগী পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চললেও অনশন চলছে অনশনের মতোই। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের উলটোদিকে থাকা মঞ্চে এদিন প্রতীকী অনশনে বসেছিলেন চিকিৎসক পার্থসারথি সরকার। মেডিকেল কলেজের অর্থোপেডিক বিভাগের এই বিভাগীয় প্রধানের বার্তা, 'আমরা মানুষের সঙ্গেই রয়েছি, মানুষের পাশে রয়েছি। সাধারণ মানুষ যেন আমাদেরকে ভুল না বোঝেন।'

আরজি কর মেডিকেল কলেজের নির্যাতিতার ন্যায়বিচার সহ একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে চলা অনশন ২৪০ ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে অনশন করতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছেন দুই জুনিয়ার চিকিৎসক। তাঁদের মধ্যে অলোক ভার্মার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাঁকে এদিনই হাইব্রিড সিসিইউ থেকে জেনারেল বেডে নিয়ে আসা হয়েছে।

আন্দোলন চলছেই

- বুধবার নিউরো মেডিসিন বাদে সব বহির্বিভাগে চিকিৎসা হয়েছে
- দীর্ঘদিন বাদে পরিষেবা পেয়ে খুশি রোগীরা
- পরিষেবা স্বাভাবিকের চেষ্টা হলেও অনশন অনশনের মতোই চলছে
- অসুস্থ অনশনকারী অলোক ভার্মাকে এদিন জেনারেল বেডে আনা হয়েছে

এরপর দশের পাতায়

রদবদলের জল্পনা

সরতে পারেন একাধিক মেয়র পারিষদ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : কেউ হয়ে উঠছেন 'বিদ্রোহী', কেউ আবার দায়িত্ব পালন করছেন না ঠিকঠাক। অনেকদিন ধরেই তাঁদের ওপর নজর ছিল দলের। এবার সম্ভবত তাঁদের ডানা ছাঁটা হতে পারে। সূত্রের খবর, পুজোর মরশুম কাটলেই রদবদল করা হবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ ও বরো চেয়ারম্যানের একাধিক পদ। অনেকের দপ্তর যেমন অদলবদল হতে পারে, তেমনই আসতে পারে নতুন মুখও। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়েছে পুরনিগমের তৃণমূল কাউন্সিলারদের মধ্যে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বেশ কয়েকটি বিভাগ নিয়ে প্রতিনিয়ত অভিযোগ উঠছে। বিশেষ করে কয়েকজন মেয়র পারিষদ তেমন সক্রিয় ভূমিকা না নেওয়ায় কয়েকটি বিভাগের পুরো দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে মেয়র গৌতম দেবকেই। ক্রীড়া ও ট্রেড লাইসেন্স বিভাগের মেয়র পারিষদের দলবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ে ইতিমধ্যে তৃণমূলের অন্দরে শোরগোল পড়েছে। অনেকেই বলছেন, জেলায় দলের দুই প্রধান কান্ডারি গৌতম দেব ও পাপিয়া ঘোষের মতো নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খোলার পরেও যিনি দিব্যি পার পেয়ে যান, সেখানে সাধারণ মানুষের কাছে দলের ভাবমূর্তি কোথায় পৌঁছাবে?

ওই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন পুরনিগমে নিজের দপ্তরে যেমন নিয়মিত আসেন না, তেমনই বোর্ডসভাগুলিতেও অনুপস্থিত থাকছেন। সেই কারণে তাঁর বিভাগে রদবদলের সম্ভাবনা বেশি। দিলীপ অবশ্য বলছেন, 'আমাকে টিকিট দিয়েছিল কলকাতা থেকে, মেয়র পারিষদ করার সিদ্ধান্ত সেখান থেকে। তাই এখানে কী রটছে, সেসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

পুরনিগমের উদ্যান ও কানন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পার্কিং বিভাগ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। সেই কারণে বর্তমান ওই মেয়র পারিষদদের মধ্যে কয়েকজনের দপ্তর অদলবদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২ নম্বর বরোর চেয়ারম্যান আলম খানের পারফরমেন্স নিয়ে সন্তুষ্ট নয় পুরনিগমের শীর্ষকতারা। কারণ বেশির ভাগ সময় তিনি নিজের বরো অফিস বাদ দিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান অফিসেই এসে সময় কাটান। অথচ বরোর মতো গুরুত্বপূর্ণ অফিসে চেয়ারম্যান নিয়মিত না থাকলে প্রচুর সমস্যায় পড়তে হয় কর্মীদের। কিন্তু ২ নম্বর বরো অফিসের কর্মীরা এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বন্ধ ২৫ বাগান, আশঙ্কা বাড়ছে চা শিল্পে

অর্থনীতিতে অশনিসংকেত

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ অক্টোবর : বন্ধ চা বাগানের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে উত্তরবঙ্গে। এই মুহূর্তে পাহাড়, ডুয়ার্স ও তরাই মিলিয়ে মোট ২৫টি বাগান বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে শেষ ৩ মাসে বন্ধ হয়েছে ৯টি চা বাগান। সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেশের চা শিল্পের আইকন হিসেবে পরিচিত দার্জিলিংয়ের ক্ষেত্রে। সেখানে চলতি বছর বোনাস সমস্যা শুরু হওয়ার আবহে ঝাঁপ পড়েছে ৭টি বাগানে। আগামী ৩০ নভেম্বরের পর থেকে শেষ হতে চলেছে এবছরের উৎপাদনের মরশুম। তার আগে কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলে শীতের শুখা সময়ে বন্ধ বাগানগুলি আদৌ খুলবে কি না তা নিয়ে ঘোরতর সংশয় রয়েছে চা মহলে।

এই মুহূর্তে বাগান বন্ধের তালিকায় রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার ঢেকলাপাড়া, লঙ্কাপাড়া, রামঝোরা, দলমোর, কালচিনি, রায়মাটাং, দলসিংপাড়া, তোর্ষা ও মহুয়া। শেষের দুটি বাগান মাস তিনেক আগে বন্ধ হয়েছে। সবমিলিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলায় বন্ধ বাগানের সংখ্যা এই মুহূর্তে ৯। জলপাইগুড়ি জেলায় বন্ধ রয়েছে রায়পুর ও সোনালি চা বাগান। মোট সংখ্যা ২। পাহাড়ের বন্ধ বাগানগুলি হল ধোতেরিয়া, রংমুক সিডার, মুন্ডাকোঠি, নাগেরি, চংটং, পানিঘাটা, আম্বুটিয়া, সিংতাম, রিংটং, পান্ডাম, পেশক, সুম, কুমাই ও লংভিউ। মোট ১৪টি। পাহাড়ের বন্ধ বাগানগুলি নিয়ে হস্তক্ষেপের দাবিতে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট কেন্দ্রীয় শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গত সোমবার চিঠি পাঠিয়েছেন। দার্জিলিং তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সুরজ সুব্বা বলেন, 'পাহাড়ের কয়েক হাজার শ্রমিক বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।' ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্সের সাধারণ সম্পাদক মণিকুমার দানাল বলেন, 'বাগান বন্ধ হলে ক্ষতি সব পক্ষেরই। মালিকপক্ষকে বারবার বলা হচ্ছে সমস্যা যাই থাক না কেন আলোচনার রাস্তা খোলা রাখুন।' ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তথা আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলছেন, 'চা বাগান নিয়ে রাজ্য সরকারের গা-ছাড়া মনোভাব বরাবরের। বন্ধ বাগানের সংখ্যা যেভাবে বাড়তে শুরু করেছে তাতে উদ্বেগের কারণ যথেষ্ট।'

বন্ধ দলমোর চা বাগানের ফ্যাক্টরির ছন্নছাড়া অবস্থা।

ইউনিয়নগুলির দাবি, কয়েকটি এমন বাগান রয়েছে যেগুলি খোলার পর নতুন মালিক দিয়ে চললেও দুই থেকে তিন বছর হয়ে গিয়েছে তারা জমির লিজ পায়নি। ফলে ওই বাগানগুলিও বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনারের কথায়, 'এবারের সমস্যাগুলিও চিহ্নিত করে সরকার যে পদক্ষেপ করবে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।'

ছুটিতে অনলাইনে পাঠদানের পরামর্শ সংসদের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ অক্টোবর : একেই বোধহয় বলে ছুটিতেও ছুটি নেই। পুজোর ছুটিতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পড়ুয়াদের দ্বিতীয় সিমেস্টারের পড়াশোনায় যাতে কোনও খামতি না থাকে, সেদিকে নজর শিক্ষা দপ্তরের। প্রয়োজনে তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা অনলাইনে করা যেতে পারে বলে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। ২১ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ছাত্র-শিক্ষক উভয় পক্ষের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ওই ক্লাস নেওয়া যেতে পারে বলে সংসদ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য, পঠনপাঠনের সময়ের খামতি দূর করা। তবে শিক্ষা মহলের একাংশ আবার এই নির্দেশিকাকে স্বাগত জানালেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করেছে।

এবিটিএ'র জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'এই উদ্যোগ খারাপ নয়, তবে অনলাইনের পরিবর্তে এসময়ও যদি সরাসরি অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হত তাহলে আরও ভালো হত। মনে রাখতে হবে, বহু প্রত্যন্ত এলাকায় ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের সমস্যা রয়েছে।' চা বলয়ের বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্যও একই কথা বলছেন, 'উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য। তবে ১০০ শতাংশ সফল হওয়া সমস্যাজনক বলেই মনে করি।'

ইতিমধ্যেই স্কুল শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ট্যাব বা স্মার্টফোন কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অনলাইনের ক্লাসের ক্ষেত্রে যন্ত্র না থাকার সমস্যাটি আর নেই। তবে নেটওয়ার্ক সমস্যা, ফোন রিচার্জ করতে না পারা, পুজোর ছুটির সময় ছাত্র বা শিক্ষকদের বাইরে চলে যাওয়া, স্কুলগুলিতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের ঘাটতি এই উদ্যোগের ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি অঞ্জন দাস বলেন, 'এটা করা হলে পড়ুয়ারা দারুণভাবে উপকৃত হবে। তবে এটাও ঘটনা অনেকে এসময় নানা কারণে বাইরে গিয়েছে।'

> এই উদ্যোগ খারাপ নয়, তবে অনলাইনের পরিবর্তে এসময়ও যদি সরাসরি অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হত তাহলে আরও ভালো হত। মনে রাখতে হবে, বহু প্রত্যন্ত এলাকায় ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের সমস্যা রয়েছে।
>
> **প্রসেনজিৎ রায়** সম্পাদক
> এবিটিএ'র জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি

চলতি বছর থেকেই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সিমেস্টারভিত্তিক পড়াশোনা চালু হয়েছে। নয়া পদ্ধতির আওতায় আসা পড়ুয়ারা এবছর একাদশ শ্রেণিতে রয়েছে। ইতিমধ্যেই পুজোর ছুটির আগে তাদের প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। আগামী মার্চ মাসে দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা হবে। আগামী ফেব্রুয়ারি ও মার্চে যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। তার আগে নভেম্বরের শেষে কিংবা ডিসেম্বরের গোড়ায় রয়েছে টেস্ট পরীক্ষা। ওই সমস্ত পরীক্ষার সময় একাদশ শ্রেণির পঠনপাঠন বন্ধ থাকে। উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা শেষ হতেই শুরু হয়ে যাবে একাদশের দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা। একাদশ শ্রেণির পড়াশোনার ক্ষতি যতটা সম্ভব কমিয়ে নিয়ে আসাই পুজোর ছুটির সময় প্রয়োজনে অনলাইন ক্লাস নেওয়ার ওই নির্দেশের পেছনে কাজ করছে বলে শিক্ষামহলের ধারণা। নাগরাকাটা হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টিআইসি মনোহর সুরী বলেন, 'ইতিবাচক ভাবনা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা চেষ্টা করছেন বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করার।'

অ্যাফিডেভিট

কেস রেকর্ডে আমার ও পিতার ভুল নাম উল্লেখ থাকায় 07-10-2024 তারিখে মাথাভাঙ্গা নোটারি অ্যাফিডেভিট বলে আমি প্রাণেশ্বর বর্মন, পিতা শশধর বর্মন এবং প্রাণেশ্বর বর্মন ওরফে পাহালু বর্মন, পিতা গান্দ বাবু বর্মন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম। তৎসহ জানাই আমার সঠিক ঠিকানা - দক্ষিণ আলোকঝাড়ি, থানা- মেখলিগঞ্জ। (B/S)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মানিক সূত্রধর, আমার মা স্বর্গীয় গৌরী সূত্রধর, ঠিকানা ঃ নিরঞ্জননগর, ঘোগোমালি, থানাঃ ভক্তিনগর, জেলাঃ জলপাইগুড়ি। আমার মায়ের জমির পাট্টা (No. 1078, Dt. 09.10.2024) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 9434195222. (C/112966)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএন/২০২৪/এইচজি/০৩, তারিখ : ০৫-০৮-২০২৪ - এর জন্য সংশোধনী নং - ৬

টেন্ডার নং. ঃ সিই/সিওএন/এলটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৯ -এর জন্য সংশোধনী - ৬ জারি করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
সিই/সিওএন/১, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রণাম দিয়ে মানুষের সেবায়

লক্ষ্মীটি। দিনবাজার জলপাইগুড়ি। বুধবার। ছবি ঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মিত্রবাড়িতে অলক্ষ্মী পুজো

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৬ অক্টোবর : প্রাচীন রীতি মেনে লক্ষ্মীর পাশাপাশি অলক্ষ্মীদেবীরও আরাধনা করে আসছে হলদিবাড়ি শহরের মিত্র পরিবার। এর জন্য বাড়িতে স্থায়ী মন্দির ও বিগ্রহ রয়েছে। তবুও বুধবার কোজাগরি লক্ষ্মীপুজোর দিন দেবীর মন্দির ফাঁকা পড়ে রয়েছে। কারণ কালীপুজোর রাতে পুরোনো রীতি মেনে মা-লক্ষ্মীর পাশে অলক্ষ্মীদেবীকে রেখে দুই দেবীকে একত্র পুজো করা হয়। বংশপরম্পরায় এটাই রেওয়াজ মিত্র পরিবারের। হলদিবাড়ি শহরের তালা কোম্পানিপাড়ায় অবস্থিত এই বাড়ির এমন ব্যতিক্রমী রীতি সকলের নজর কেড়েছে।

ঠিক কবে এই পুজোর সূচনা হয়, সে বিষয়ে কেউ সঠিক ধারণা দিতে পারেননি। তবে এই পুজো যে শতবর্ষ প্রাচীন সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই মিত্র পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। তাঁদের আদিবাড়ি নদিয়া জেলার মাজদিয়ায় এই পুজোর সূচনা হয়েছিল বলে সকলেই একমত। পরবর্তীতে কর্মসূত্রে হলদিবাড়ি শহরে চলে আসেন মিত্র পরিবারের সদস্যরা। এখানে এসেও দীপাবলির দিন একত্রে ওই দুই দেবীর আরাধনা হয়ে আসছে। বাড়ির বধূরা সংসারের মঙ্গলকামনায় এই পুজো করেন। এই বাড়িতে আর পাঁচটা পরিবারের মতো দুর্গাপুজোর পর পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন করা হয় না। পরিবারের সদস্য মানস মিত্র বলেন, 'এমন রীতির পুজোর উত্তরবঙ্গে তেমন প্রচলন না থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।'

তালা কোম্পানিপাড়ার মিত্রবাড়িতে একই আসনে দেবী লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী।

পরিবারের গৃহবধূ পারমিতা মিত্র জানালেন, পুরাণ মতে ব্রহ্মার মুখের অগ্নি থেকে মা লক্ষ্মীর সৃষ্টি এবং একই সঙ্গে ব্রহ্মার মুখের পেছনের অন্ধকার থেকে অলক্ষ্মীরও সৃষ্টি হয়েছিল। লক্ষ্মীদেবী সুখসমৃদ্ধির প্রতীক। আর অন্যদিকে অলক্ষ্মী ঈর্ষা, হিংসা, অহংকারের প্রতীক। সব জায়গায় লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী উভয়ই বিরাজ করেন। পুজোর দিন অলক্ষ্মীকে বিদায় করে তবে লক্ষ্মীর স্থাপনা করা হয়।

মিত্র পরিবারের চার ভাই অসীমকুমার মিত্র, সঞ্জয় মিত্র, সব্যসাচী মিত্র ও অরূপ মিত্রের আলাদা আলাদা পরিবার। কিন্তু দীপাবলির রাতে লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে একসঙ্গে মেতে ওঠেন চার পরিবারের সদস্যরা। পুজোর দিনে চার হাঁড়ি এক হয়ে যায়। একসঙ্গেই রান্নাবান্না হয়। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনরাও পুজোকে কেন্দ্র করে মিত্রবাড়িতে মিলিত হন।

মিত্র পরিবারের কন্যা সৌমিতা মিত্র বলেন, 'লুচি, সুজি, নাড়ু, মুড়কি, খই, ডাবের জল দিয়ে পুজোর ভোগ দেওয়া হয়। সিঁদুরদানি, গাছকৌটো, শাঁখা, পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া কড়ি, শালু কাপড় দিয়ে সাজিয়ে দেবী অলক্ষ্মীকে লক্ষ্মীঠাকুরের পাশেই রাখা হয়। পুজো শেষে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।'

টানেলের সুরক্ষা কাজের মেরামত

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৯৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৪-১০-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং ঃ ২৪-এপি-III-২০২৪; কাজের নাম ঃ এসএসই/ডব্লিউ/মালবাজার -এর এখতিয়ারের অধীনে সিভোক-বাগরাকোটের মধ্যে ১ নং টানেলের কিমি ৩১/১-৪ -এ সুরক্ষা কাজের মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ৭,৭৬,৪৭,০৫৪.৯২/- টাকা; বায়না মূল্য: ৫,৩৮,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ০৪-১১-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম দিয়ে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে সিগন্যালিং ও টেলিকমের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এন-২০২৪-কে-২০, তারিখ ঃ ০৯-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং.ঃ এন-২০২৪-কে-২০; কাজের নাম ঃ রাঙ্গাপানি -তে ওয়াটার বুথ, মাস্টি রুম, গুডস অফিস, ড্রেনেজ, বৈদ্যুতিক কাজ এবং সিসিটিভি -এর সুবিধার ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য ইয়ার্ড উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত সিগন্যালিং এবং টেলিকমের কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩০,৪২,৬০২.৬৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৬০,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০১-১১-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-১১-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম দিয়ে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৪১ অব ২০২৪, তারিখঃ ০৮-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনি. ডিইএন/IV/ কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটিহার-তেজনারায়ণপুর সেকশনের মধ্যে মেজর ব্রিজ নং. ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৮ ও ১৯৯ -এর সুরক্ষামূলক কাজ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,২৬,০০,২৫১.৫২ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৪,১৩,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং.ঃ ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার-এসএসই/ ওয়ার্কস/ ইস্ট/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে বাগান করা, জঙ্গল কাটা, ঋতুকালীন ফুল রোপণ সহ ভার্টিক্যাল বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৫০,৬৬,০২৬.০৪ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,০১,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১১-১১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রেলনেট/ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এসঅ্যান্ডটি_ সিওএন_ ২০২৪_০৯। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিএসটিই_সি_এনজেপি_ ২০২৪_০৯_০৮। কাজের নাম ঃ ডিওয়াই. সিই/কন/কাটিহার-I, ডিওয়াই. সিই/কন/কাটিহার-II এবং ডিওয়াই. সিই/কন/কাটিহার-III অফিসগুলিতে সিসিটিভি সিস্টেমের ব্যবস্থার পাশাপাশি নিউ বিল্ডিংয়ে (অফিস কাম রেস্ট হাউস) রেলনেট/ইন্টারনেট সংযোগ ও টেলিকম সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং এসএসই/এসআইজি/কন/নিউ জলপাইগুড়ি স্টোর ও এসএসই/টেলি/কন/নিউ জলপাইগুড়ি স্টোরে সিসিটিভি সিস্টেমের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৯,৭৪,৪৯১.০৩/- টাকা, বায়নার ধন ঃ ৯৯,৫০০.০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিওয়াই. চিফ সিগনাল ও টেলিকম. ইঞ্জিনিয়ার/নির্মাণ, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

আজ টিভিতে

বিপদের সময় স্যান্যাল পরিবারের সবাইকে কি পাশে পাবে অখিল?
মধুর হাওয়া- সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭টায় **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.৪০ সংগ্রাম, রাত ৭.৫৫ গুরু, রাত ১১.৩০ জোর
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ যুদ্ধ, দুপুর ১.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ চ্যাম্পিয়ন, সন্ধ্যা ৭.০০ কর্তব্য, রাত ১০.০০ খিলাড়ি
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ পাপী, দুপুর ২.৩৫ মস্তান দাদা, বিকেল ৫.১০ বন্দী, রাত ৮.২০ লোফার, রাত ১১.৩০ সুবর্ণলতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শত্রুর মোকাবিলা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বিষবৃক্ষ

ব্যাটম্যান বিগিনস বিকেল ৩.৪৬ মিনিটে **সোনি পিক্সে**

ইংলিশ ভিংলিশ দুপুর ১.৩৪ মিনিটে **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে**

লোফার রাত ৮.২০ মিনিটে **জি বাংলা সিনেমায়**

প্রাইমাল সারভাইভার : ওভার দ্য আন্দিজ রাত ৯টায় **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে**

মারধরের পর বিধবার বিয়ে মন্দিরে

বালুরঘাট, ১৬ অক্টোবর : বিধবা মায়ের কীর্তি হাতেনাতে ধরে ফেলল মেয়ে। বুধবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বালুরঘাট পুরসভার একটি ওয়ার্ডে। বুধবার দুপুরে কালিয়াগঞ্জের এক ব্যক্তির সঙ্গে মাকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেন মেয়ে। মেয়ের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। এরপরই ক্ষুব্ধ জনতা তাঁদের মারধর করে স্থানীয় একটি মন্দিরে বিয়ে দিয়ে দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশ দুজনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

ওই মহিলার স্বামী বছর দুয়েক আগে অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েছেন। তাঁর দুই মেয়ের মধ্যে এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে ওই বিধবা মহিলা অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। প্রায়দিনই মহিলার বাড়িতে নতুন নতুন পুরুষ আসত বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে এমনটা হচ্ছিল এলাকায় বলে অনেকের দাবি। বিষয়টির উপর দীর্ঘদিন ধরেই নজর রাখছিলেন স্থানীয়রা।

খবর পেয়ে বুধবার বাড়িতে আসে মেয়েও। এরপর তাঁদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। আটক ব্যক্তির বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে। এরপরই গণরোষ আছড়ে পড়ে বিধবা মহিলা ও পুরুষের ওপর। চলতে থাকে মারধর। চড়, থাপ্পড়ে দুজনেই সামান্য জখম হন। এরপরেই এলাকার সকলে মিলে ওই বিধবা ও কালিয়াগঞ্জ থেকে আসা পুরুষকে একটি মন্দিরে নিয়ে যান। সেখানেই দুজনের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

এবিষয়ে মহিলার মেয়ে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এটা শুনে আসছি। আমার জন্য পাড়া প্রতিবেশীরা কেউ কিছু করতে পারছিল না। আর সহ্য করতে পারছিলাম না। আজ আমি সহ পাড়ার সকলে দুইজনকে হাতেনাতে ধরেছি এবং সকলে মিলে তাদের বিয়ে দিয়েছি। মা যেন আর আমাদের বাড়ি ও পাড়ায় না আসতে পারে, এটা পুলিশকে দেখার জন্য জানিয়েছি।'

এবিষয়ে মহিলার জায়ের মন্তব্য, 'ওর নানা আত্মীয়স্বজন নানা জায়গা থেকে আসে। গতকাল রাতে এক ব্যক্তি এসেছেন। আমরা সকলেই আলাদা থাকি। কথাবার্তাও হয় না। তাই খোঁজখবরও রাখি না। আজ সবাই মিলে ওদের আপত্তিকর অবস্থায় ধরেছে।'

অন্যদিকে, এবিষয়ে ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'খবর পেয়ে দুজনকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

উচ্ছ্বাস পাহাড়ে

কার্সিয়াংয়ে কালো চিতার হদিশ

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : রেড পান্ডা সংরক্ষণে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক, যা নিয়ে উৎসাহের শেষ নেই পাহাড়ে। এরইমধ্যে কার্সিয়াংয়ের রাস্তায় দেখা মিলল কালো চিতার। কিছুদিন আগেই ভুটান সংলগ্ন সিকিম পাহাড়ে অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল রয়েল বেঙ্গল টাইগারের। ফলে পাহাড় কি বন্যপ্রাণীদের বিচরণের ক্ষেত্রে আদর্শভূমি হয়ে উঠছে, শুরু হয়ে গিয়েছে চর্চা। অস্বীকার করছেন না বনকর্তারাও।

কোথাও রয়েল বেঙ্গল টাইগার, কোথাও আবার কালো চিতা, ক্যামেরাবন্দি হচ্ছে একের পর এক বন্যপ্রাণী। সোমবার কার্সিয়াংয়ের বাগোড়ার জঙ্গল সংলগ্ন রাস্তায় মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় বন্দি হয় কালো চিতাটি। জঙ্গল লাগোয়া রাস্তাটি দিয়ে যাওয়ার সময় এক বায়ুসেনা কর্মীর নজরে আসে, ঝোপের মধ্যে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। বিষয়টি ভালো মতো বুঝতে তিনি মোবাইল ফোনের ক্যামেরা সচল করেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে রাস্তা পারাপার করে জন্তুটি। এরপরেই তিনি পরিচিত এক বনাধিকারিককে জানান। পাশাপাশি, ভিডিওটি শেয়ার করেন, যা ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগেনি। সত্যতা যাচাই করতে খোঁজখবর শুরু করে দেন বনকর্তারা। মঙ্গলবার ঘটনাটি সত্য বলে জানানোও হয় কার্সিয়াং বন দপ্তরের তরফে। ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলছেন, 'বিভিন্নভাবে খোঁজখবর করে ভিডিওটির সত্যতা পাওয়া গিয়েছে। একটি না একাধিক কালো চিতা ওই এলাকায় রয়েছে, তারও খোঁজ চলছে। এর আগেও গিদ্দা পাহাড় এলাকায় কালো চিতার দেখা মিলেছিল।' ফলে কার্সিয়াংয়ে কালো চিতার প্রজনন ঘটছে কি না, তা নিয়েও খোঁজ শুরু হয়েছে বন দপ্তরের তরফে।

কয়েক মাস আগেই ভুটান সীমান্ত লাগোয়া পাকিয়ং জেলার পাঙ্গোলাখা অভয়ারণ্যে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এলাকাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৪ হাজার ৪০০ ফুট উচ্চতায়। এই বাঘটি নিয়ে ২০১৮ সালের পর তিনটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। একের পর এক বাঘের সন্ধান মেলায় পাহাড়ি ঠান্ডা বাঘ মানিয়ে নিচ্ছে বলে ওই সময় থেকেই আলোচনা চলছিল। কার্সিয়াংয়ের ডিএফও'র বক্তব্য, 'পাহাড়ে একের পর এক বন্যপ্রাণীর দেখা মেলা এবং তা বিরল প্রজাতির হওয়াটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সে কারণেই প্রজনন ঘটছে কি না, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।'

রেড পান্ডা প্রজনন এবং সংরক্ষণের জন্যই কিন্তু বিশ্বের দরবারে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক। আগামী ৭ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ট্যারোঙ্গা চিড়িয়াখানায় অনুষ্ঠিত হবে ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ জু'স অ্যান্ড অ্যাকোয়ারিয়ামসের ৭৯তম সম্মেলন। সেখানেই দার্জিলিং চিড়িয়াখানার হাতে তুলে দেওয়া হবে সংরক্ষণ স্বীকৃতি।

কার্সিয়াংয়ের রাস্তায় কালো চিতা।

শতাব্দী প্রাচীন বারোয়ারি পুজো

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৬ অক্টোবর : প্রায় একশো বছরের বেশি সময় ধরে পুজো হয়ে আসছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের উত্তর চণ্ডীরঝাড় শালবাড়িতে। সেই গ্রামে একটি মন্দির রয়েছে। সেখানেই পুজোর আয়োজন করা হয়। বুধবার সেই মন্দিরে সম্পদের দেবীর আরাধনায় মেতে উঠলেন স্থানীয়রা।

এই পুজোয় মূলত গ্রামের মহিলারাই অংশ নেন। নিজের নিজের বাড়ি থেকে পুজোর সামগ্রী নিয়ে আসার চল রয়েছে এখানে। বাড়ির পুজো সেরে লক্ষ্মী মন্দিরের পুজোতে অংশ নেন স্থানীয়রা। বধূরা মিলিত হয়ে ফল কাটা, নাড়ু, মোয়া তৈরি করার মতো কাজে হাত লাগান। এদিন সকালে সেই মন্দিরে প্রতিমা আনা হয়। তারপর হয় পুজোর আয়োজন। এক সময় গ্রামের সব বাসিন্দার মঙ্গলকামনায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তখন থেকেই এখানে নিয়মিত লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন করা হয়ে আসছে। অন্নপ্রাশনের সময় শিশুকে লক্ষ্মীর মুখ দেখানোর রীতি মেনে চলেন সকলে। বর ও কনে বরণের আগে লক্ষ্মীকে প্রণাম করার চলও রয়েছে।

কালী দাস নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষ চক্র দাস এই লক্ষ্মী মন্দিরের নামে ১ বিঘা জমি দান করেছিলেন। লক্ষ্মীর পর সেখানে রাধাগোবিন্দের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর লক্ষ্মী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। নবজাতক ও নবদম্পতিকে লক্ষ্মীদেবীর কাছে নিয়ে আসা হয় আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্য।' ওই এলাকায় এই দেবী জাগ্রত বলে পরিচিত। সেই বিশ্বাসে দূরদূরান্তের লোকজন মানত করার জন্য ছুটে আসেন।

এক সময় পুজোর সমস্ত খরচ চালাতেন চক্র দাসের পরিবার। পরবর্তীতে তা সর্বজনীন হয়ে যায়। আগে এখানে লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে মেলায় দূরদূরান্ত থেকে লোক আসত। এক সময় নাটাবাড়ি, ভাটিবাড়ি, দিনহাটা, দেওয়ানহাট, তুফানগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার শহর থেকেও লোকজন সেই মেলায় অংশ নিতেন। সেই মেলায় বর্তমানে স্থানীয়রাই অংশ নেন।

ভিপিএইচ লিজিংয়ের জন্য ই-নিলাম

২ বছরের জন্য রাউন্ড ট্রিপের ভিত্তিতে ডিব্রুগড় থেকে হাওড়া পর্যন্ত এবং ফেরত যাত্রার জন্য টি/নং. ১৫৯৬২/৬১ কামরূপ এক্সপ্রেসের দ্বারা ই-নিলামের মাধ্যমে ভিপিএইচ লিজিংয়ের ঠিকার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। বিবরণ ঃ পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০৬-১১-২০২৪-এর ১০.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৬-১১-২০২৪-এর ১০.৩০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট ঃ প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে)

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ টিএসকে-ভিপি-৪১		
এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এ৫/১	১৫৯৬২-১৫৯৬১-ভিপি-১-ডিবিআরজি-এইচডব্লিউএইচ-২৪-২ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	২০৯

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১৪-১০-২০২৪ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (অইসি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন জমি কেনার সহজ সুযোগ মিলতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **বৃষ :** বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। বাড়িতে আত্মীয় আসায় আনন্দ। **মিথুন :** অফিসে পদোন্নতির খবর পেয়ে আনন্দ। জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। **কর্কট :** নতুন ব্যবসার জন্য ধার করতে হতে পারে। মেয়ের পরীক্ষার সাফল্যে তৃপ্তিলাভ। **সিংহ :** কোনও জটিল কাজ সমাধান করতে পেরে আনন্দ। বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটিয়ে খুশি। **কন্যা :** অফিসের কোনও সমস্যায় মানসিক দুশ্চিন্তা। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। **তুলা :** বাড়তি আয় হতে পারে। অতিরিক্ত খেয়ে শরীর সমস্যায় পড়তে পারে। **বৃশ্চিক :** কোনও কাজের জন্য সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে আনন্দ। পরিবারের সঙ্গে আজ সারাদিন খুব ভালো কাটবে। **ধনু :** কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে তৃপ্তি। মূল্যবান জিনিস হারাতে পারে। **মকর :** সংগীতশিল্পীরা আজ সুখ্যাতি পাবেন। বাড়ির ছোট্ট সদস্যটির শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। **কুম্ভ :** মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। পেটের রোগে ভোগান্তি। **মীন :** অতিরিক্ত চাইতে যাবেন না। রাজনীতিকদের আজ কথাবার্তায় সংযমী হলে ভালো।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৩০ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ২৫ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর ২০২৪, ৩০ আহিন, সংবৎ ১৫ আশ্বিন সুদি, ১৩ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৮, অঃ ৫।৮। বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা সন্ধ্যা ৫।১৯। রেবতীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।৩৭। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৭।২৭ পরে হর্ষণযোগ শেষরাত্রি ৪।২০। বিষ্টিকরণ দিবা ৬।৩১ গতে ববকরণ সন্ধ্যা ৫।১৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, সন্ধ্যা ৫।৩৭ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, সন্ধ্যা ৫। ১৯ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ২।১৫ গতে ৫।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৩ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। সন্ধ্যা ৫।১৯ মধ্যে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১৪ মধ্যে ও ৪।৬ গতে ৫।৩৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাজকীয় বিশ্রাম।। *শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।*

বালি পাচারে অভিযুক্ত প্রধান

ক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অক্টোবর : নদী থেকে বালি পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের। বিজেপির অভিযোগ, রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে বালিবোঝাই লরি থেকে বখরা তুলছেন প্রধান জনরাজন কিনডো। এনিয়ে তৃণমূলের অন্দরেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। যদিও প্রধানের দাবি, সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন।

প্রশাসন সূত্রের খবর, বর্তমানে নদী থেকে বালি-পাথর তোলায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অথচ, ঘোষপুকুর এলাকায় চেঙ্গা এবং মানঝা নদী থেকে বালি-পাথর পাচার হচ্ছে অবাধে। বিজেপির অভিযোগ, এতে সরাসরি মদত রয়েছে প্রধান জনরাজন কিনডোর।

বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব বলছেন, রাত পর্যন্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বালিবোঝাই লরি এবং ট্র্যাক্টর থেকে ৫০০ টাকা করে তুলছেন প্রধান। কখনও নাকি এই টাকার পরিমাণ ১ হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছায়। তাঁর মদতে বিহারে বালি-পাথর পাচার হচ্ছে। ঘোষপুকুরে কুচিয়াজোত সংলগ্ন এলাকায় থাকা ২টি ক্র্যাশার থেকেও প্রধান বখরা তুলছেন বলে অভিযোগ।

এর পাশাপাশি আরও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে প্রধানের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে নিজের পছন্দের লোকদের টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছে বিজেপি। ভারতীয় জনতা তপশিলি মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি নিরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'রাতে প্রধান তাঁর দলবল নিয়ে তোলা আদায় করেন। শাসকদলের প্রচ্ছন্ন মদতে এসব চলছে।'

তাঁর সংযোজন, 'নিম্নমানের কাজের পরও একই সংস্থাকে কয়েক বছর ধরে সোলার লাইটের বরাত দেওয়া হচ্ছে। ঠিকাদারের থেকে টাকা তুলছে। প্রধানের সঙ্গে ওই দলের আরও এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামব।'

এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষপুকুর অঞ্চল সম্পাদক কেলমেন্ট কেরকাট্টা বলছেন, 'আমরাও মানুষের থেকে অভিযোগ পেয়েছি। প্রধানকেও সতর্ক করা হয়েছিল। তিনি শোনেননি বলে আমি আর কিছু বলি না। বিষয়টি জেলা নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। তবে, কোনও পদক্ষেপ হয়েছে বলে জানি না।'

এই অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ কিছুই জানেন না বলে সাফাই দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এরকম কোনও অভিযোগ অন্তত আমার কাছে আসেনি। বিষয়টি সত্যি প্রমাণিত হলে, দলের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে, ঘোষপুকুরের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনরাজন কিনডোর বক্তব্য, 'সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমি কারও থেকে কখনও কোনও টাকা নিইনি।' সোলার লাইট দুর্নীতি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে জন বলেন, 'এমন কোনও দুর্নীতি হয়নি। কারণ সমস্তটাই ই-টেন্ডারের মাধ্যমে করা হয়েছে।'

তবে, প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে দলেরই মুখ পুড়ছে বলে মন্তব্য স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। বিষয়টি নিয়ে দলের অন্দরেও ক্ষোভ বাড়ছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কার বক্তব্য, 'প্রধানের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ আমার কানেও এসেছিল। যদিও তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অস্বীকার করেন। ক্ষমতার অপব্যবহার না করে, সাধারণ মানুষের কাজ করা উচিত বলে আমার মনে হয়।'

তাঁর সংযোজন, 'আমি ফের অভিযোগের সত্যতা জানার চেষ্টা করব। সত্যি প্রমাণিত হলে দল ব্যবস্থা নেবে।'

জানা নেই পাপিয়ার

- নদী থেকে বালি পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের বিরুদ্ধে
- ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের
- বিজেপির অভিযোগ, বালিবোঝাই লরি থেকে বখরা তুলছেন প্রধান জনরাজন কিনডো
- এনিয়ে তৃণমূলের অন্দরেও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে
- যদিও প্রধানের দাবি, সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন

সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, তার পরেই ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি দোকান। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোবাভিটায়। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন দোকান মালিক হামিদা খাতুন। আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেন স্থানীয়রা। শেষমেশ তাঁদেরই প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

বুধবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল, দোকানটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বিমর্ষ হয়ে দোকানের পাশে বসে ছিলেন মালিক হামিদা। একটু ধাতস্থ হয়ে বললেন, 'রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাই। সাড়ে বারোটা নাগাদ আগুন লাগার খবর পাই। এখানে এসে পৌঁছাতে প্রায় দেড়টা বেজে যায়। ততক্ষণে সব শেষ।'

উত্তরকন্যা এলাকায় বাড়ি হামিদার। প্রায় তিনবছর আগে তিনি ছোবাভিটায় একটি খাবারের দোকান খোলেন। সেখানে চা, টিফিন সহ ভাত-তরকারিও বিক্রি হত। সেই কারণে দোকানে রাখা থাকত গ্যাস সিলিন্ডার। তবে হঠাৎ কী করে আগুন লাগল, সিলিন্ডার বিস্ফোরণই বা কী করে ঘটল, তা এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না হামিদা।

ভস্মীভূত দোকান। ছোবাভিটায়।

স্থানীয় বাসিন্দা মনুকুমার রায় ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বললেন, 'রাতে হঠাৎ বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। বেরিয়ে এসে দেখি টিনের চাল, লোহার শাটার সব ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।' পাশেই ছিলেন এক মহিলা। তাঁর বর্ণনা, 'এমন বিকট আওয়াজ জীবনে কোনওদিন শুনিনি। বাইরে এসে দেখি দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। লোক ডাকতে শুরু করি। তারপর প্রতিবেশীরা এসে আগুন নেভান।'

এলাকাটি জনবহুল না হওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে এদিন আলোচনা শোনা গেল দোকান সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আগুন লেগে জিনিসপত্রের ক্ষতির পাশাপাশি একটি বেড়ালেরও মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও একটি সাইকেল পুড়ে গিয়েছে।

কালীপুজোর পর দুর্গাপুজো আমবাড়িতে

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৬ অক্টোবর : রীতি অনুযায়ী সমস্ত জায়গায় দুর্গাপুজো শেষ। কিন্তু চোপড়া ব্লকের আমবাড়ি এলাকায় সবেমাত্র দুর্গাপুজোর ঊষালগ্ন। এমনটাও সম্ভব? মনে প্রশ্ন এলেও এটাই বাস্তব। ওই এলাকায় এখন দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ির বাসিন্দারা প্রতিবছর এই দুর্গাপুজোতেই আনন্দে মেতে ওঠেন। শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর মেলা এবং পালাগানের আসর বসে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

কালীপুজোর পর আসে গোবরধনপুজো। সেই দিনটাতেই এখানে নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গাপুজো আয়োজন করা হয়। এই পুজোয় আশপাশের কয়েকটি গ্রাম থেকে বহু মানুষ শামিল হন। চারপাশে চা বাগান ঘেরা, মাঝে একাংশ জঙ্গল। তারই একপ্রান্তে স্থায়ী মন্দির। সিংহবাহিনীর সঙ্গে 'বিরাজ' করেন কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী।

আমবাড়ি দুর্গামন্দিরে পুজোর তোড়জোড়।

ওই দুর্গাপুজো এবং মেলা কমিটির সদস্য নকুল সিংহ জানালেন, এবার ২ নভেম্বর পুজো হবে। সেদিনই মেলা বসবে। রাতে বসবে পালাটিয়া গানের আসর। পরেরদিন অর্থাৎ ৩ নভেম্বর পর্যন্ত গানের আসর চলবে। এবারে নতুন কমিটি গঠন হয়েছে, যার সভাপতি সাজন সিংহ এবং সম্পাদক অশোক সিংহ। সম্পাদক জানিয়েছেন, আমবাড়ি, হরিনাথগছ, খেরিবাড়ি, নয়াবাড়ি, তিস্তা কলোনি এবং আদিবাসীপাড়ার বাসিন্দারা পুজো কমিটিতে রয়েছেন।

এখানে কেন 'অসময়ে' দুর্গাপুজো? উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই কালীপুজোর পর গোবরধনপুজোর দিন দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। তাঁরা সেই রীতিই পালন করে আসছেন বছরের পর বছর ধরে। এমনকি মেলা এবং পালাটিয়া গানের আসর বসানো হচ্ছে ঐতিহ্য মেনেই।

স্থানীয় চাষিদের একাংশ অবিকল আলুর মতো দেখতে এক ধরনের ফল চাষ করেন। এলাকায় যা 'বাঘচাবা' নামে পরিচিত। শুধুমাত্র এই মেলাতেই বাঘচাবা পাওয়া যায়। তাই ওই ফল কিনতে দূরদূরান্ত থেকে অনেকে মেলায় আসেন। মেলায় বিক্রির উদ্দেশ্যেই চাষিরা প্রতিবছর বাঘচাবা চাষ করেন। নির্দিষ্ট কয়েকটি পরিবার এই ফল চাষ করেন বলে জানা গিয়েছে। প্রতিবছর মেলায় বাঘচাবার চাহিদা থাকে গগনচুম্বী।

তবে এসবের মাঝেও একটা আক্ষেপের বিষয় রয়েছে। আমবাড়ি থেকে মন্দির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত প্রায় এক কিমি রাস্তার হাল শোচনীয়। প্রশাসনের কাছে রাস্তাটি পাকা করার আর্জি জানিয়েছেন পুজো কমিটির সদস্যরা। আরও একটি সমস্যা রয়েছে এখানে। জঙ্গলের এক প্রান্তে মন্দিরটি থাকায় সন্ধ্যার পর গোটা চত্বর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি হাইমাস্ট বাতি বসানোর আর্জি জানাচ্ছেন কমিটির সদস্যরা।

বিমানবন্দরে নিরাপত্তায় জোর

বাগডোগরা, ১৬ অক্টোবর : বাগডোগরা সহ ভারতের সমস্ত বিমানবন্দরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই)-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখেই নিরাপত্তা আরও কঠোর করা হয়েছে। তবে কড়া নিরাপত্তা বলতে ঠিক কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে ব্যাপারে খোলাসা করে কিছুই বলতে চাননি ওই আধিকারিক।

গত ৪ অক্টোবর বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফকে মেল করে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এরপর গত মঙ্গলবার গুয়াহাটি-বাগডোগরা-বেঙ্গালুরু রুটের আকাশা বিমান সংস্থার উড়ান সহ মোট চারটি সেক্টরের উড়ানকে কেন্দ্র করে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করা হয়। যা নিয়ে গোটা দেশে হইচই পড়ে যায়। তারপরেই অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক চরম সতর্কতা জারি করে। দফায় দফায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক করা হচ্ছে বলে খবর।

আকাশা এয়ার কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার বাগডোগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ বুধবার জানিয়েছে, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, কানাডা থেকে ওই পোস্ট করা হয়েছিল।

বাগডোগরা বিমানবন্দর তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই দেশের স্পর্শকাতর বিমানবন্দরগুলির মধ্যে অন্যতম। এর চারপাশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ঘেরা। স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি চাপ রয়েছে এখানে।

মঙ্গলবার গুয়াহাটি-বাগডোগরা-বেঙ্গালুরু রুটের আকাশা সংস্থার বিমান কিউপি-১৩৭৩-তে ১৬৯ জন যাত্রী এবং ছয়জন ক্রু মেম্বার ছিলেন। তাঁদের অক্ষত অবস্থায় বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে নামানো হয়। বিমানে কোনও বোমা না মিললেও পরপর হুমকির ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্তৃপক্ষের কাছে। এদিকে আকাশা বিমানে বোমার হুমকি নিয়ে রাজ্য পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে বিমানবন্দর সূত্রে জানা যাচ্ছে।

নার্সের পোস্টে কুরুচিকর মন্তব্য ক্লার্কের

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : সমাজমাধ্যমে নার্সকে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ উঠল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের প্রধান করণিক উৎপল সরকারের বিরুদ্ধে। বুধবার এই মর্মে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে অভিযুক্ত উৎপল দাবি করেছেন, 'ফেসবুকে আমি ওই নার্সের ফ্রেন্ডলিস্টে আছি। তবে, কোনও কুরুচিকর মন্তব্য আমি করিনি। কে কীভাবে এসব করেছে জানি না। আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে।'

মেডিকেলের ওই মহিলা নার্স মঙ্গলবার ফেসবুকে পুজোর বিসর্জনের কিছু ছবি পোস্ট করেন। তাঁর অভিযোগ, 'সেই ছবির কমেন্টবক্সে উৎপল কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। আমার বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীরা ওই কমেন্ট দেখতে পেয়ে ফোন করে বিষয়টি জানতে চান। যা আমার কাছে অত্যন্ত অপমানজনক।'

এদিকে বিতর্ক শুরু হতেই উৎপল সেই কমেন্ট ডিলিট করে দেন বলে পুলিশকে লিখিত বয়ানে জানিয়েছেন ওই নার্স। এরপরেই তিনি লিখেছেন, 'প্রায় দু'বছর ধরে উৎপল আমাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করতেন।' অন্যদিকে, এই অভিযোগও অস্বীকার করেছেন উৎপল। মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগপত্র মাটিগাড়া থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হচ্ছে।

চাপের মুখে স্টল বণ্টন

শিবমন্দির, ১৬ অক্টোবর : খবর প্রকাশিত হতেই মেলায় ব্যবসায়ীদের স্টল দিতে বাধ্য হল আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত। বুধবার প্রায় ৪০ জন ব্যবসায়ীকে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ডেকে স্টল বণ্টন করা হয়। অভিযোগ ওঠে, ওই স্টলগুলি প্রথমে শাসকদলের লোকজন এবং পঞ্চায়েত কর্তাদের পরিচিতদের মধ্যে বিলি করা হয়। সেই স্টল তাদের থেকে ফেরত নিয়ে প্রতিবছর যে ব্যবসায়ীরা মেলায় বসেন, তাঁদের দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবছর মেলায় স্টল পেলেও এবার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সাইনাথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে এদিন পর্যন্ত স্টল দেওয়া হয়নি। সোসাইটির সভাপতি অনুপ ধর বলেন, 'মেলায় প্রতিবছর স্টল দিই আমরা। সেখান থেকে পানীয় জল, চিকিৎসা পরিষেবা, বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। এবার এখনও পর্যন্ত আমরা স্টল পাইনি।'

প্রতিক্রিয়া জানতে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যূথিকা রায় খাসনবিশকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

টোটো চুরি

ময়নাগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ময়নাগুড়ি বাজার সংলগ্ন রাস্তা থেকে একটি টোটো চুরির ঘটনা ঘটেছে। টোটোর মালিক প্রসেনজিৎ দাস জানান, তিনি টোটোটি তালা দিয়ে চা খেতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, সেখানে টোটো নেই। খোঁজাখুঁজির পর বুধবার সকালে তিনি ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য বাছাই-র উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ানঅয়েল IndianOil | Bharat Petroleum | হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম HP

বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড, ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড ও হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এতদ্বারা জানাচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত স্থান-এর জন্য শহুরে/আরবান/গ্রামীন/দুর্গম ক্ষেত্রীয় বিতরক এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটারের জন্য, নিচে দেওয়া তালিকা অনুসার নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থানে বাছাইপর্ব অনুষ্ঠিত হবে। বাছাইপর্বের জন্য যোগ্য আবেদনকারীদের যে কোন সরকারী দপ্তর দ্বারা ইস্যুকৃত ছবিসহ পরিচিতিপত্র সাথে নিয়ে নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোড	ওএমসি	স্থানের নাম	জেলা	শ্রেণী	ধরন	তারিখ	সময়	স্থান
১	আইওসিএল	ধানতালী	হাওড়া	এসটি	গ্রামীন	২২.১০.২৪	১১.০০-১১.১৫	ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন লিঃ ৪র্থ তল, কনফারেন্স হল, আইবিপি হাউস, ৩৪এ, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০১৩
২	বিপিসিএল	চন্দ্রপুর	হাওড়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২২.১০.২৪	১১.১৫-১১.৩০	
৩	বিপিসিএল	নিশ্চিন্দাঘাট	হাওড়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২২.১০.২৪	১১.৩০-১১.৪৫	
৪	এইচপিসিএল	হাওড়া(ঘুসুড়ি/পিলখানা/বেলুড়)	হাওড়া	অসংরক্ষিত	শহুরে	২২.১০.২৪	১১.৪৫-১২.০০	
৫	এইচপিসিএল	পনবিহাল	হাওড়া	অসংরক্ষিত (ডব্লু)	গ্রামীন	২২.১০.২৪	১২.০০-১২.১৫	
৬	আইওসিএল	হাওড়া (মন্দিরতলা)	হাওড়া	অসংরক্ষিত	শহুরে	২২.১০.২৪	১২.১৫-১২.৩০	
৭	আইওসিএল	ধানতালী	হাওড়া	এসটি	গ্রামীন	২২.১০.২৪	১২.৩০-১২.৪৫	
৮	এইচপিসিএল	কলকাতা (যোদপুর পার্ক/লেক গার্ডেন্স/ঢাকুরিয়া/সেলিমপুর)	কলকাতা	অসংরক্ষিত	শহুরে	২২.১০.২৪	১২.৪৫-১৩.০০	
৯	আইওসিএল	ডাঙাটাঙ্গা চাঙ্গি	উত্তর ২৪ পরগনা	এসসি	গ্রামীন	২২.১০.২৪	১৩.০০-১৩.১৫	
১০	এইচপিসিএল	নোয়াপাড়া	উত্তর ২৪ পরগনা	এসসি	গ্রামীন	২২.১০.২৪	১৩.১৫-১৩.৩০	
১১	এইচপিসিএল	চন্দপুর চম্পাগাছি	উত্তর ২৪ পরগনা	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২২.১০.২৪	১৪.০০-১৪.১৫	
১২	এইচপিসিএল	নিউ টাউন	উত্তর ২৪ পরগনা	ওবিসি(ডব্লু)	শহুরে	২২.১০.২৪	১৪.১৫-১৪.৩০	
১৩	বিপিসিএল	দিঘড়া	উত্তর ২৪ পরগনা	এসসি	গ্রামীন	২২.১০.২৪	১৪.৩০-১৪.৪৫	
১৪	আইওসিএল	বেরাবেরিয়া	উত্তর ২৪ পরগনা	ওবিসি	গ্রামীন	২২.১০.২৪	১৪.৪৫-১৫.০০	
১৫	আইওসিএল	ইছাপুর	উত্তর ২৪ পরগনা	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২২.১০.২৪	১৫.০০-১৫.১৫	
১৬	আইওসিএল	কানমারি	উত্তর ২৪ পরগনা	ওবিসি	গ্রামীন	২২.১০.২৪	১৫.১৫-১৫.৩০	
১৭	বিপিসিএল	এওজনগর	উত্তর ২৪ পরগনা	এসসি	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১১.০০-১১.১৫	
১৮	এইচপিসিএল	দক্ষিণ আখরাতলা	উত্তর ২৪ পরগনা	ওবিসি	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১১.১৫-১১.৩০	
১৯	আইওসিএল	বেনোতা	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১১.৩০-১১.৪৫	
২০	এইচপিসিএল	গোবিন্দপুর	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১১.৪৫-১২.০০	
২১	এইচপিসিএল	পঞ্চখালি	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	এসসি	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১২.০০-১২.১৫	
২২	বিপিসিএল	গনেশপুর	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	অসংরক্ষিত (ডব্লু)	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১২.১৫-১২.৩০	
২৩	বিপিসিএল	গোপালনগর দক্ষিণ, গোপালনগর উত্তর	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	ওবিসি	ডিকেভি	২৩.১০.২৪	১২.৩০-১২.৪৫	
২৪	বিপিসিএল	গড়খালি	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১২.৪৫-১৩.০০	
২৫	বিপিসিএল	পশ্চিম সুরেন্দ্রনগর	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	অসংরক্ষিত	ডিকেভি	২৩.১০.২৪	১৩.০০-১৩.১৫	
২৬	আইওসিএল	ধাপা মানপুর পি	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৩.১৫-১৩.৩০	
২৭	আইওসিএল	ধুরি	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	ওবিসি(ডব্লু)	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৪.০০-১৪.১৫	
২৮	আইওসিএল	দিগম্বরপুর	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	অসংরক্ষিত (ডব্লু)	ডিকেভি	২৩.১০.২৪	১৪.১৫-১৪.৩০	
২৯	আইওসিএল	জেটি-ভীম	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	এসসি	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৪.৩০-১৪.৪৫	
৩০	আইওসিএল	খাইয়ামারা মায়দা	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	এসটি	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৪.৪৫-১৫.০০	
৩১	আইওসিএল	লক্ষীপুর, কারাজালী	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৫.০০-১৫.১৫	
৩২	আইওসিএল	মন্মথনগর	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	এসসি	ডিকেভি	২৩.১০.২৪	১৫.১৫-১৫.৩০	
৩৩	আইওসিএল	বিরানদপুর (সিটি)	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৫.৩০-১৫.৪৫	
৩৪	আইওসিএল	জগন্নাথপুর	বাঁকুড়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১১.০০-১১.১৫	ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন লিঃ (মার্কেটিং ডিভিসন) বি১, বি২, বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, পোঃ জাকপুর, থানা - খড়গপুর (লোকাল), জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৩০১, পশ্চিমবঙ্গ
৩৫	আইওসিএল	লেগো	বাঁকুড়া	এসসি	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১১.১৫-১১.৩০	
৩৬	বিপিসিএল	গৌরবাজার	বাঁকুড়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১১.৩০-১১.৪৫	
৩৭	আইওসিএল	বালিপুর	হুগলি	এসসি	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১১.৪৫-১২.০০	
৩৮	আইওসিএল	বলপাই	হুগলি	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১২.০০-১২.১৫	
৩৯	আইওসিএল	দক্ষিণ গোপালপুর	হুগলি	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১২.১৫-১২.৩০	
৪০	আইওসিএল	গোস্বামি মালিপাড়া	হুগলি	ওবিসি	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১২.৩০-১২.৪৫	
৪১	বিপিসিএল	বালি	হুগলি	অসংরক্ষিত (ডব্লু)	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১২.৪৫-১৩.০০	
৪২	এইচপিসিএল	কানাইডাঙ্গা	হুগলি	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১৩.০০-১৩.১৫	
৪৩	এইচপিসিএল	পাটনা-ভৈরবপুর	হুগলি	এসটি(ডব্লু)	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১৩.১৫-১৩.৩০	
৪৪	এইচপিসিএল	চাঁদরী	ঝাড়গ্রাম	ওবিসি	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১৪.০০-১৪.১৫	
৪৫	বিপিসিএল	ভুলাভেদা	ঝাড়গ্রাম	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১৪.১৫-১৪.৩০	
৪৬	বিপিসিএল	কুলটিকরী	পশ্চিম মেদনীপুর	এসসি	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১৪.৩০-১৪.৪৫	
৪৭	বিপিসিএল	আদুয়া	পশ্চিম মেদনীপুর	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১৪.৪৫-১৫.০০	
৪৮	বিপিসিএল	মোংরোল	পশ্চিম মেদনীপুর	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১৫.০০-১৫.১৫	
৪৯	এইচপিসিএল	বড় মোহনপুর	পশ্চিম মেদনীপুর	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১৫.১৫-১৫.৩০	
৫০	আইওসিএল	দক্ষিণ বাওয়ান	পূর্ব মেদিনীপুর	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৪.১০.২৪	১৫.৩০-১৫.৪৫	
৫১	আইওসিএল	এরাশাল	পূর্ব মেদিনীপুর	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১১.০০-১১.১৫	
৫২	আইওসিএল	কুনারপুর	পূর্ব মেদিনীপুর	ওবিসি	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১১.১৫-১১.৩০	
৫৩	বিপিসিএল	টিকাশী	পূর্ব মেদিনীপুর	ওবিসি	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১১.৩০-১১.৪৫	
৫৪	বিপিসিএল	নিজ মেথুনা	পূর্ব মেদিনীপুর	এসসি(ডিপি)	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১১.৪৫-১২.০০	
৫৫	বিপিসিএল	শীতলপুর	পূর্ব মেদিনীপুর	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১২.০০-১২.১৫	
৫৬	আইওসিএল	কাঞ্চননগর	পূর্ব মেদিনীপুর	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১২.১৫-১২.৩০	
৫৭	এইচপিসিএল	পানিপারুল	পূর্ব মেদিনীপুর	ওবিসি	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১২.৩০-১২.৪৫	
৫৮	এইচপিসিএল	উত্তর দয়ালপুর	পূর্ব মেদিনীপুর	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১২.৪৫-১৩.০০	
৫৯	আইওসিএল	ভুরকুন্ডাবারি	পুরুলিয়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১৩.০০-১৩.১৫	
৬০	আইওসিএল	পিরাহ	পুরুলিয়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১৩.১৫-১৩.৩০	
৬১	আইওসিএল	সড়কদি	পুরুলিয়া	ওবিসি	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১৪.০০-১৪.১৫	
৬২	বিপিসিএল	চাতাম্বরি	পুরুলিয়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১৪.১৫-১৪.৩০	
৬৩	বিপিসিএল	গোবিন্দপুর	পুরুলিয়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১৪.৩০-১৪.৪৫	
৬৪	বিপিসিএল	মনিহারা	পুরুলিয়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১৪.৪৫-১৫.০০	
৬৫	বিপিসিএল	গোবিন্দপুর, ওরফে, আমায়দি	পুরুলিয়া	এসসি	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১৫.০০-১৫.১৫	
৬৬	এইচপিসিএল	সিধি	পুরুলিয়া	এসসি	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১৫.১৫-১৫.৩০	
৬৭	এইচপিসিএল	লতাদহা, কেরায়া, ঘাটবেড়া	পুরুলিয়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১৫.৩০-১৫.৪৫	
৬৮	এইচপিসিএল	লাপাড়া	পুরুলিয়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৫.১০.২৪	১৫.৪৫-১৬.০০	
৬৯	আইওসিএল	ভুজুলা	বীরভূম	এসসি	গ্রামীন	২১.১০.২৪	১১.০০-১১.১৫	এইচপিসিএল বটলিং প্ল্যান্ট পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, গ্রাম -কোটা, জেলা - পূর্ব বর্ধমান
৭০	আইওসিএল	কুকুটিয়া	বীরভূম	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২১.১০.২৪	১১.১৫-১১.৩০	
৭১	আইওসিএল	ফতে সিংনিয়ার	মুর্শিদাবাদ	এসসি	গ্রামীন	২১.১০.২৪	১১.৩০-১১.৪৫	
৭২	আইওসিএল	ঝিল্লি	মুর্শিদাবাদ	এসসি	গ্রামীন	২১.১০.২৪	১১.৪৫-১২.০০	
৭৩	আইওসিএল	রানীনগর	মুর্শিদাবাদ	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২১.১০.২৪	১২.০০-১২.১৫	
৭৪	আইওসিএল	শংকরপুর	মুর্শিদাবাদ	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২১.১০.২৪	১২.১৫-১২.৩০	
৭৫	আইওসিএল	পালশুন্ডা (জিপি পালশুন্ডা-১)	নদিয়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২১.১০.২৪	১২.৩০-১২.৪৫	
৭৬	বিপিসিএল	দাদুপুর	নদিয়া	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২১.১০.২৪	১২.৪৫-১৩.০০	
৭৭	বিপিসিএল	দুনিগ্রাম	বীরভূম	এসসি	গ্রামীন	২১.১০.২৪	১৩.০০-১৩.১৫	
৭৮	বিপিসিএল	মৌগ্রাম	পূর্ব বর্ধমান	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২১.১০.২৪	১৩.১৫-১৩.৩০	
৭৯	এইচপিসিএল	টুপসারা	বীরভূম	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২১.১০.২৪	১৩.৩০-১৩.৪৫	
৮০	আইওসিএল	লঙ্কাপাড়া টি গার্ডেন	আলিপুরদুয়ার	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১১.০০-১১.১৫	মাউন্ট আমারা হোটেল এ্যান্ড স্পা, প্ল্যানেট মল, -এর পাশের বাইলেন, ২ মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৪০০১
৮১	আইওসিএল	সেকেন্দরপুর	দক্ষিন দিনাজপুর	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১১.১৫-১১.৩০	
৮২	আইওসিএল	ঘাসমারি	জলপাইগুড়ি	ওবিসি (ডব্লু)	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১১.৪৫-১২.০০	
৮৩	আইওসিএল	তেসিমিল্লা	জলপাইগুড়ি	অসংরক্ষিত (ডব্লু)	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১২.০০-১২.১৫	
৮৪	আইওসিএল	মানসং সিনকোনা প্ল্যান্টেশন	কালিম্পং	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১২.১৫-১২.৩০	
৮৫	আইওসিএল	পাটেনগড়ক খাসমহল, পারেন ফরেস্ট	কালিম্পং	ওবিসি	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১২.৩০-১২.৪৫	
৮৬	আইওসিএল	আলিনগর	মালদা	অসংরক্ষিত (জিপি)	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১২.৪৫-১৩.০০	
৮৭	আইওসিএল	গোবিন্দপুর	মালদা	ওবিসি	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৩.০০-১৩.১৫	
৮৮	আইওসিএল	রাধিকাপুর	উত্তর দিনাজপুর	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৩.১৫-১৩.৩০	
৮৯	বিপিসিএল	ঢালপাড়া	দক্ষিণ দিনাজপুর	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৪.০০-১৪.১৫	
৯০	বিপিসিএল	ছাবিলপাড়া	মালদা	এসসি	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৪.১৫-১৪.৩০	
৯১	বিপিসিএল	কুমাই টি গার্ডেন	কালিম্পং	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৪.৩০-১৪.৪৫	
৯২	এইচপিসিএল	২০ মাইল	আলিপুরদুয়ার	ওবিসি (ডব্লু)	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৪.৪৫-১৫.০০	
৯৩	এইচপিসিএল	বামনগ্রাম	মালদা	এসটি	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৫.০০-১৫.১৫	
৯৪	এইচপিসিএল	ইমামনগর	মালদা	অসংরক্ষিত	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১৫.১৫-১৫.৩০	
৯৫	আইওসিএল	মাতেলি বাজার	জলপাইগুড়ি	এসসি(ডব্লু)	গ্রামীন	২৩.১০.২৪	১১.৩০-১১.৪৫	

হিমালয়ের হারানো সুর খুঁজছে বর্ণমালা

অনিমেষ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপভোগ্য। এই হিমালয়ে বহু জনজাতি, ভাষাগোষ্ঠীর বসবাস। তাঁদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, বেশভূষা রয়েছে। আর আছে গান। যে গান হিমালয়ের জনজাতিগুলির আত্মগরিমাও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত জনজাতির ভাষা অবলুপ্তির পথে। বিলুপ্তির দিকে ধাবমান জনজাতিগুলির নিজ নিজ ভাষার গানও। সেই গান যাতে টিকে থাকতে পারে এবং বিশ্বমঞ্চে সামান্য হলেও জায়গা করে নেয়, সেই লক্ষ্যে এবার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চলেছে দার্জিলিংয়ের 'বর্ণমালা পরিবার'।

এই প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব, এখানে হিন্দি, ইংরেজি এমনকি নেপালি ভাষার গান গ্রহণ করবেন না আয়োজকরা। শুধুমাত্র হিমালয়ের পিছিয়ে পড়া জনজাতি, ভাষাগোষ্ঠীর নিজ ভাষার গানই গৃহীত হবে। প্রকৃতির মাহাত্ম্য গানের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরতে চাইছে বর্ণমালা পরিবার।

প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্যে কী করতে হবে? বর্ণমালা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দেওআশিস মোথে বলছেন, 'হোয়াটসঅ্যাপ এবং ই-মেলের মাধ্যমে গান রেকর্ড করে পাঠাতে হবে।' তিনি এও জানালেন, এই প্রতিযোগিতায় ভারতের কাশ্মীর থেকে অরুণাচলপ্রদেশ, অর্থাৎ

হিমালয় অংশের জনজাতিরা অংশ নিতে পারবেন। তবে প্রতিযোগিতার চরিত্র আন্তর্জাতিক। কেন? নেপাল, ভুটান থেকেও গান পাঠানো যাবে।

ইন্দো-অস্ট্রেলিয়ান ব্যান্ড থ্রি সিজ মিউজিক এবং দ্য অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অফ ট্যুরিজমের (এসিটি) সঙ্গে যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে সাংস্কৃতিক সংগঠন বর্ণমালা পরিবার। গান পাঠানো যাবে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দেওআশিস জানিয়েছেন, পরের বছর ১০, ১১ ও ১২ জানুয়ারি শিলিগুড়ির সিটি সেন্টারে 'গ্র্যান্ড ফিনালে' অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ যারা অংশ নেবে, তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে কয়েকটি গোষ্ঠী ওই তিনদিন নিজ নিজ সংগীত পরিবেশন করার সুযোগ পাবে। কালিম্পংয়ের বাসিন্দা দেওআশিস বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। সংগীত ভবনে পড়ার সময় থেকেই এই সংস্থা গড়ে তুলতে ব্রতী হন। এসরাজশিল্পী দেওআশিস বলছেন, 'করোনাকালেও আমরা এমন প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছিলাম। সেবার পুরোটাই অনলাইনে ছিল।' শিলিগুড়ি সরাসরি এক অন্যরকমের প্রতিযোগিতা চাক্ষুস করতে চলেছে। বিচারক হিসেবে থাকবেন থ্রি সিজ মিউজিকের ম্যাট কিগান, যিনি অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা। থাকবেন আরও দুজন। ওই ব্যান্ডের সদস্যদের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের ক্যামেরুন দেয়লে যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন শান্তিনিকেতনের রাজুদাস বাউল। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কলকাতার লক্ষ্মীছাড়া ব্যান্ডের গৌরব চট্টোপাধ্যায়। দেওআশিস নিজেও ওই ব্যান্ডের সদস্য। সকলে মিলে ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জায়গায় 'ফিউশনের' মাধ্যমে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে ফেলেছেন। হিমালয়ের কোলে বসবাসকারী জনজাতিদের বেশিরভাগ গান প্রকৃতিকেন্দ্রিক। তাঁর কথায়, 'যাঁরা বিজয়ী হবেন, আগামীদিনে আমাদের ব্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিদেশে গাইতে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি জয়ীদের সঙ্গে একটি গান রেকর্ড করে এবং ভিডিও বানিয়ে রিলিজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।' বর্ণমালা পরিবারের সদস্যরা দার্জিলিং, সিকিম সহ বেশ কিছু জায়গায় একধরনের 'এক্সপেরিমেন্ট' করে চলেছেন। নেপালি ভাষার বর্ণমালা বাচ্চারা যাতে সহজে শিখতে পারে, সেই লক্ষ্যে অ্যানিমেশন, বর্ণ এবং সুরের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তাঁরা। আগামীদিনেও এমন 'এক্সপেরিমেন্টাল' কাজ করে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে বর্ণমালার।

কাজ শেষে মায়ের কোলে বাড়ির পথে। বুধবার কালীপুরে। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

অটল বাগানে গোষ্ঠী বিরোধ

পদ্মের শ্রমিক নেতা যুগল আক্রান্ত

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৬ অক্টোবর : বিজেপি নেতাকে মারধরের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল নকশালবাড়িতে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত অটল চা বাগানে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন অটল চা বাগানে ফ্যাক্টরির সামনেই বিজেপির শ্রমিক নেতা যুগলকিশোর ঝাকে মারধর করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। ঘটনায় নাম জড়ায় কয়েকজন শ্রমিক নেতারও। অভিযুক্তরা সকলেই বিজেপি শ্রমিক সংগঠনের বিরোধী গোষ্ঠীর বলে অভিযোগ।

যুগল বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরাই-ডুয়ার্সের সভাপতি। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন রাতে তিনি বাইকে অটল চা বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। ম্যানেজারের অফিস থেকে বের হতেই তাঁকে ঘিরে ধরেন দলেরই বিরোধী গোষ্ঠীর কিছু শ্রমিক। প্রথমে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযোগ, সেখান থেকে বের হতেই পিছন থেকে তাঁকে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয়। এলোপাতাড়ি কিল, ঘুসি মারতে থাকে বিক্ষোভকারীরা। তাঁর বাইকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মুহূর্তে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায় ঘটনাস্থলে। শেষে স্থানীয় কিছু বাসিন্দার সহযোগিতায় সেখান থেকে বেরিয়ে যান যুগলবাবু।

পরে ফোনে যুগল বলেন, 'নতুন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে এদিন অটল চা বাগানে গিয়েছিলাম। বাগানে যাওয়ার আগে সেখানকার কমিটির সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্টকে ফোন করে ফ্যাক্টরিতে ডেকেছিলাম। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বের হতেই বাগানের ইউনিটের এক কর্মী পিছন থেকে আমাকে আঘাত করে। তবে বড় কিছু হয়নি। সে-ই অন্য শ্রমিকদের মদ খাইয়ে আমার বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছিল। তবে এই কর্মকাণ্ডের পিছনে জন বারলার হাত রয়েছে। তাঁর গোষ্ঠীর লোকই আমাকে এদিন হেনস্তা করেছে। এর আগেও আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা হয়েছে। অটল বাগান থেকে আমাদের কমিটি আমরা ভেঙে দেব। বৃহস্পতিবার নাম উল্লেখ করে নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করব।'

এদিকে ঘটনার খবর পৌঁছায় দার্জিলিং জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিইউসির সভাপতি নির্জল দে-র কাছে। তিনি বলেন, 'ঘটনার পরেই যুগল আমাকে ফোন করেছিলেন। অটল চা বাগানে তাঁর উপর তাঁদের দলের লোকই হামলা চালিয়েছে।'

ক্ষমতার লড়াই

- অটল বাগানের নতুন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে যান যুগলকিশোর
- ফেরার সময় তাঁর উপর হামলা করে বাগানে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী
- ঘটনার পিছনে জন বারলার হাত আছে বলে অভিযোগ যুগলের
- বারলা-যুগল বিরোধ এবার ডুয়ার্স ছাড়িয়ে তরাইয়ে ছড়াল

পাঠকের লেন্সে 8597258697

মনমাঝি রে।। *দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরামে ছবিটি তুলেছেন অরিজিৎ সরকার।*

ঘর থেকে বেরোতেই হাতির মুখোমুখি

বাগডোগরা, ১৬ অক্টোবর : মঙ্গলবার গভীর রাত। একদল হাতি বাগডোগরা বনাঞ্চলের তাইপু বিটের কদমা ব্লক জঙ্গল থেকে অর্ড চা বাগানের সামনের রাস্তা দিয়ে টাটারি জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় ঘর থেকে বেরিয়ে ওই রাস্তায় যেতেই একেবারে হাতির দলটির মুখোমুখি হয়ে যান রেজিনা ওরাওঁ (৫০)। পালানোর একমুহূর্ত সময় না দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায় একটি দাঁতাল। ওই রাস্তাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। রেজিনা অর্ড বাগানের ডারা লাইনের বাসিন্দা ছিলেন।

প্রাণ খোয়ালেন মহিলা

খবর পেয়ে রাতেই পানিঘাটা রেঞ্জ অফিসার সমীরণ রাজ এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রেজিনার দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান। বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সমীরণ বলেন, 'মাঝরাতে হাতির দল যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন রেজিনা গজরাজের ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।' কিন্তু বাইরে আসতেই যা ঘটল, তা দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করছেন তিনি। সমীরণের কথায়, 'ঘরে থাকলে হয়তো এমন পরিণতি হত না।' সরকারি নিয়ম অনুযায়ী মৃতের পরিবার যাতে দ্রুত ক্ষতিপূরণ পায়, তার ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দা রুকমণি ওরাওঁ বলেন, 'হাতির দলটি রাত আড়াইটে নাগাদ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ডারা লাইনের সামনে দলটি আসতেই রেজিনা ঘর থেকে রাস্তায় চলে আসে। এমনই দুর্ভাগ্য, একেবারে হাতির সামনে পড়ে যায়।' এত রাতে রেজিনা কেন ঘর ছেড়ে রাস্তায় চলে এল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাব

তালাবন্ধ শান্তিপাড়া পার্ক

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : বুধবার বিকেলবেলা। তখন সূর্য ডোবার পালা। কামরাঙ্গাগুড়ি ওভারব্রিজের দিকে দুই শিশুকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে আসছিলেন এক তরুণ। শান্তিপাড়া পার্কের সামনে থমকে দাঁড়ালেন। পার্কের গেট বন্ধ। চোখেমুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। শেষমেশ শিশুদের মন ভোলাতে ছুটে যাওয়া রেলগাড়ির দিকে আঙুল দেখালেন তিনি। শিশুদের পার্কে ঘুরতে নিয়ে এসেও ব্যর্থ মনোরথ হয়েই ফিরে যেতে হল তাঁকে। ফেরার পথে তিনি বলে গেলেন, 'এখন স্কুল-কলেজ বন্ধ রয়েছে। শিশুদের খেলাধুলোর জন্য অতিরিক্ত সময় পাওয়া যাচ্ছে। এমন একটা সময়ে পার্কটা বন্ধ রাখা ঠিক হচ্ছে না।'

বিগত কয়েকদিন ধরে তাঁর মতো অনেকেই বাচ্চাদের নিয়ে এসে গেট তালাবন্ধ দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। পার্কের সামনের রাস্তার উলটোদিকে গাছতলায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে পরেশ দাস বললেন, 'দুর্গাপুজোর আগে থেকেই পার্কটা বন্ধ। কারণ জানি না।' তাঁর মতোই বাকিরাও পার্ক বন্ধ থাকার কারণ জানেন না। শুধু যে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, এমনটা নয়। দীর্ঘদিন ধরে পার্কটির রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠছে।

পার্ক থেকে কিছুটা দূরেই বাড়ি অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী বিপ্লব বিশাইয়ের। তিনি বলেন, 'পার্কের ভেতর চারিদিকে আগাছায় ভর্তি। সাপ, পোকামাকড়ের উপদ্রব থাকার সম্ভাবনা প্রবল। পার্ক খোলা হলেও বিপদের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' বিপ্লবের কথা যে

শান্তিপাড়া পার্ক।

অমূলক নয়, তা গেটের বাইরে থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল। পার্কের চারিদিকে আগাছা ভর্তি।

অনেকেই জানালেন, বেশ কয়েকমাস ধরে পার্কটি পরিষ্কার করা হয় না। এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রিতা দেববর্মন। তাঁর কথায়, 'বাসিন্দাদের অনেকেই আমার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। আমিও বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বলেছি। কেন এমনটা হচ্ছে বলতে পারব না।'

গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রের খবর, কয়েক বছর আগে এলাকায় একটি ফাঁকা জমি পড়ে ছিল। গৌতম দেব এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান থাকাকালীন এই পার্কটি তৈরি করা হয়। পরে পার্কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে। সেই থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বরাত দিয়ে পার্কটি চালাচ্ছে। বর্তমানে অম্বিকানগরের এক ব্যক্তি পার্কটি পরিচালনার বরাত পেয়েছেন। পাঁচ টাকা প্রবেশমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তারপরেও কেন পার্কটির বেহাল দশা? প্রশ্ন অনেকের। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত প্রধান সুনীতা রায় চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

মালিকদের বিবাদে বন্ধ বেসরকারি বাস

বিদেশ বসু ও শমিদীপ দত্ত

মালবাজার ও শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : সময়সারণি নিয়ে এক বাস মালিকের সঙ্গে অন্যদের গোলমালের জেরে বুধবার সকাল থেকে ডুয়ার্স-শিলিগুড়ি রুটে বেসরকারি বাস চলাচল বন্ধ রইল। ফলে এদিন কয়েক হাজার যাত্রী বিপাকে পড়েন। তবে ছোট গাড়িগুলি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভাড়া না বাড়ানোয় যাত্রীদের কিছুটা সুরাহা হয়। বিকেল পাঁচটা নাগাদ থানায় দু'পক্ষের আলোচনার পর বাস চলাচল শুরু হয়।

বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বানারহাট এলাকার একটি বাস নির্দিষ্ট সময় না মেনে ডুয়ার্স থেকে শিলিগুড়ি রুটে চালানো হচ্ছিল। এদিন সকাল পৌনে আটটা নাগাদ মাল বাসস্ট্যান্ডের সামনে ওই বাসটি আসার পরই বাদানুবাদ থেকে হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। পিসি মিত্তাল বাস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক বিপ্লব মিত্র বলেন, 'বানারহাট এলাকার এক বাস মালিক নিয়ম না মেনে তাঁর ইচ্ছামতো সময়ে বাস চালাচ্ছিলেন। তাঁকে বারবার এভাবে বাস না চালাতে বলা হয়েছিল। বুধবার মাল বাসস্ট্যান্ডের সামনে থেকে ফের তাঁকে বাস নিয়ে শিলিগুড়ির দিকে যেতে দেখা যায়। তখন আমাদের সংগঠনের বাস মালিক এবং কর্মচারীরা বিষয়টি জানতে চান। ওই বাস মালিক এবং কর্মচারীরা আমাদের ওপর চড়াও হন।'

বিপ্লববাবু বলেন, 'বাধ্য হয়ে আমরা সুবিচার চেয়ে ডুয়ার্স রুটে বাস চালানো বন্ধ রাখি। তবে যাত্রীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য আমরা তাঁদের ছোট গাড়ি এবং এনবিএসটিসি-র বাসে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলাম।'

অভিযুক্ত বাস মালিক মহম্মদ নৌসাদ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর পালটা দাবি, 'বৈধ পারমিট নিয়ে আমি বাস চালাই। বুধবার রিজার্ভ হিসেবেই বাস নিয়ে শিলিগুড়ি যাচ্ছিলাম। আমাকে মাল বাসস্ট্যান্ডের সামনে দেওয়া হয়। ওঁরাই আমাদের উপর চড়াও হয়েছেন।' নৌসাদের অভিযোগ, 'বিভিন্ন বাস সংগঠনের কাছে আবেদন জানানো সত্ত্বেও আমাকে বাস চালানোর সুনির্দিষ্ট সময় দেওয়া হচ্ছে না।'

এদিন গোলমালের পর উভয়পক্ষই দফায় দফায় থানায় আসেন। বিকেলে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেন। বাসটির চলাচলের সময় নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাল থানার আইসি সমীর তামাং বলেন, 'ঘটনার উপর নজর রাখা হয়েছিল। ওঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিষয়টি মিটিয়েছেন বলে শুনেছি। বাস চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বলা হয়েছে।'

সারাদিন বাস চলাচল না করাতে এদিন দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে যাত্রীদের। শিলিগুড়ি থেকে এদিন নাগরাকাটা যাচ্ছিলেন সুজাতা কুমারী। তাঁকে মাল বাসস্ট্যান্ডেই নামিয়ে দেওয়া হয়। সুজাতা বড় লাগেজ নিয়ে কোনওমতে ছোট গাড়ি ধরে নাগরাকাটায় যান। মাল শহরের রামকৃষ্ণ কলোনির বাসিন্দা শোভন রায়ের মা হাসিদেবী অসুস্থ। শোভন মাকে নিয়ে শিলিগুড়ি যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বেসরকারি বাস বন্ধে বিপাকে পড়ে যান তিনি। এনবিএসটিসি-র বাস ধরে তিনি শেষপর্যন্ত শিলিগুড়ি পৌঁছান। শিলিগুড়ি থেকে ঝালং যাওয়ার পথে ঝর্ণা বিশ্বকর্মাকেও মাল বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দেওয়া হয়। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ছোট গাড়িতে চালসা পৌঁছান তিনি। সেখান থেকে আবার আরেকটি ছোট গাড়িতে ঝালংয়ের উদ্দেশে রওনা দেন।

এদিন পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাসে এসে বাস বন্ধ দেখে অনেক যাত্রীই ফিরে যান। মালবাজারে যাওয়ার জন্য এদিন বাসের খোঁজে এসেছিলেন বিশাল দাস। তিনি বলেন, 'সত্যি খুব বড় সমস্যায় পড়লাম। ঠিক সময় কাজে পৌঁছোতে পারব কি না, সেটা জানা নেই।'

বাস মালিক সংগঠনের সম্পাদক বিপ্লব বলেন, 'এদিন সব মিলিয়ে টার্মিনাস থেকে ছাড়া ৫৫ থেকে ৬০ বাস বন্ধ ছিল। তবে সমস্যা মিটে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে পরিষেবা যথারীতি শুরু হয়ে যাবে।'

গোলমালের জেরে বন্ধ বাস চলাচল। বুধবার মাল বাস টার্মিনাসে।

> এদিন সব মিলিয়ে টার্মিনাস থেকে ছাড়া ৫৫ থেকে ৬০ বাস বন্ধ ছিল। তবে সমস্যা মিটে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে।
>
> **বিপ্লব মিত্র,** *সম্পাদক, পিসি মিত্তাল বাস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন*

বাতাসির ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের পুজোমণ্ডপ। ছবি : কার্তিক দাস

ধনদেবীর আরাধনা বাতাসিতে

খড়িবাড়ি, ১৬ অক্টোবর : দুর্গোৎসবের পর এবার ধনদেবীর আরাধনায় মাতলেন খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসির বাসিন্দারা। লক্ষ্মীপুজোই বাতাসির প্রধান উৎসব। বুধবার এখানে বড় মাপের বহু সর্বজনীন ও পারিবারিক পুজো হয়েছে। একাধিক পুজোয় দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা গিয়েছে নারায়ণের উপস্থিতি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এটাই বাতাসির পুজোর বৈশিষ্ট্য। এ উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে 'লক্ষ্মী মিলনমেলা'-র। এবার মেলার ৫২তম বর্ষ। সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে লক্ষ্মী প্রতিমার কার্নিভালও।

বাতাসির শ্যামধনজোত, গৌরশাজোত, আন্ধারুজোত, জামাতুল্লাজোত, পশ্চিম ও পূর্ব বাদরাজোত এলাকায় এবছর ১৫টি সর্বজনীন লক্ষ্মীপুজো হয়েছে। এছাড়া বড় মাপের ৩০টি পারিবারিক পুজোও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শ্যামধনজোত জাতীয় যুবক সংঘ, আন্ধারুজোত যুবক সংঘ, পশ্চিম বদরাজোত ইয়াং স্টার, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, মিলন সংঘ, ইয়াং স্টার ক্লাব, ভাইভাই ক্লাব, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, গৌরশাজোত স্পোর্টিং ক্লাব সর্বজনীন পুজো আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম। বাতাসিতে ৩ দিন ধরে ধনদেবীর পুজো চলে। প্রতিমা, মণ্ডপ ও আলোকসজ্জা দেখতে শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু দর্শনার্থী ভিড় জমান বাতাসিতে।

স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক বিকাশ রায়ের কথায়, 'এখানে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। দুর্গাপুজোর চেয়ে এই এলাকার মানুষ লক্ষ্মীপুজোকে বেশি উপভোগ করে। প্রতিটি বাড়িতে পুজো হয়। আর মিলনমেলায় বাইরে থেকে বহু লোকজন এখানে আসেন।' তিনি জানান, বুধবার পুজো হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন মণ্ডপে পুজো দেখতে মানুষের ঢল নামবে।

শুক্রবার শ্যামধনজোত হাইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে 'লক্ষ্মী মিলনমেলা'। মেলা কমিটির সম্পাদক সত্যবান মণ্ডল বলেন, 'এবারও কার্নিভালের আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার বিভিন্ন সর্বজনীন ও পারিবারিক পুজোর প্রতিমা মেলার মাঠে নিয়ে আসা হবে। এখানে লক্ষ্মী প্রতিমা প্রথাগতভাবে চালন-কুলো দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। থাকবে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও।' বিকেল ৪টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত মেলা চলবে।

বালুরঘাটের বোল্লাকালী শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : ইচ্ছে থাকলেও ব্যস্ততা এবং বার্ধক্যের জেরে অনেকেই বালুরঘাটে গিয়ে বোল্লা মায়ের পুজো দিতে যেতে পারেন না। সেই আক্ষেপ এবার ঘুচে যাবে। বোল্লা মায়ের দর্শন পাওয়া যাবে শিলিগুড়িতে। দক্ষিণ ভারতনগর স্পোর্টিং ক্লাবের এবছরের শ্যামাপুজোয় বিশেষ আকর্ষণ ১৭ ফুটের বোল্লাকালী।

ইতিমধ্যেই পুজোর যাবতীয় তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। মণ্ডপে বিশেষ চমক না থাকলেও প্রতিমায় দর্শনার্থীদের মন জয় করে নিতে চাইছেন উদ্যোক্তারা। এবার ৬৩তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে এই পুজো।

শুধু বাংলা নয়, বোল্লাকালীর পরিচিতি রয়েছে দেশের নানা প্রান্তে। এমনকি বিদেশেও। পুজোর সময়ে প্রতিবছর লক্ষাধিক ভক্ত সমাগম হয় বালুরঘাটের মন্দিরে। পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবার মেলা বসে। সেই ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখেই ওই ক্লাবের শ্যামাপুজোয় প্রতিমা গড়ে উঠছে বোল্লাকালীর আদলে।

পুজো কমিটির সভাপতি রাজু পাল জানিয়েছেন, বালুরঘাটের বোল্লাকালী যে গয়নায় সজ্জিত, সেই একই ডিজাইনের গয়না বানাতে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'কলকাতা থেকে মায়ের সমস্ত গয়না আনা হবে। সেজন্য আগাম অডার্র দেওয়া হয়েছে।' প্রতিমার কাঠামো ইতিমধ্যেই গড়ে ফেলছেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী গণেশ পাল। তিনি বলেন, 'নিজের হাতে বোল্লা মায়ের মূর্তি তৈরি করছি, এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।' এদিকে, শহরে বোল্লা মায়ের দর্শন পাওয়া যাবে, জানতে পেরেই আনন্দে বুদ দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা দীপ্তি মুন্সি।

টুকরো খবর

পালাগান

চোপড়া, ১৬ অক্টোবর : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের চুয়াগাড়ি দক্ষিণপাড়ায় দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী পালাগানের আসর বসেছিল। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সারারাত গানের আসর বসে। বুধবার রাতে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

শোভাযাত্রা

চোপড়া, ১৬ অক্টোবর : দাসপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো সহ মোট পাঁচটি পুজো কমিটির প্রতিমা বিসর্জন হল বুধবার। সেই উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিন শোভাযাত্রায় মানুষের ঢল নামে। কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ।

বাজি কারখানার শ্রমিকরা কর্মহীন

সৌরভ রায়

মজুতের জায়গার অভাব

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ অক্টোবর : বাজি মজুতের জায়গার অভাবে সমস্যা তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গের একমাত্র সরকার স্বীকৃত বাজি কারখানায়। ফাঁসিদেওয়ার লিউসিপাকড়ি সংলগ্ন হাতিরামজোতে রয়েছে কারখানাটি। ১৯৯৮ সালে ১ বিঘা জমিতে তা তৈরি হয়। মজুতের জায়গার অভাবে বেশি বাজি তৈরি করা যাচ্ছে না। আর এর জেরে সমস্যায় পড়ছেন শ্রমিকরা। তাঁদের বক্তব্য, আগে সারাবছর বাজি তৈরি হত। বর্তমানে শুধু পুজোর মরশুমে কাজ হয়। এজন্য জমির সমস্যা মেটানো প্রয়োজন। এপ্রসঙ্গে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেছেন, 'আমাকে কারখানা কর্তৃপক্ষ কিছু জানায়নি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে জেলা শাসককে জানানো হবে।'

অন্য বছর পুজোর আগে হাতিরামজোতের ওই বাজি কারখানায় গেলে দেখা যেত, মাঠে বসে কাজ করছেন বহু শ্রমিক। তবে, এবছর চিত্রটা একেবারে ভিন্ন। দেখা গেল, হাতেগোনা কয়েকজন মহিলা তুবড়ির খোলে আঠা লাগাচ্ছেন।

হাতিরামজোতে বাজি কারখানায় কমেছে শ্রমিকের সংখ্যা।

জিজ্ঞেস করতেই কারখানার শ্রমিক চিকন সিং বললেন, 'আগের মতো পরিস্থিতি নেই। জায়গার অভাবে কাজ কম। শ্রমিকও কম।' আরেক শ্রমিক সলেহা খাতুনের কথায়, 'এখন অনেক নিয়ম। মালিক বলেছেন নিয়ম মেনে চলতে হবে। তাই বেশি বাজি তৈরি করা যাবে না।'

কারখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর, কয়েক বছরে বাজি তৈরি ও মজুতের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন নিয়ম জারি হয়েছে। এসেছে সবুজ বাজি। এসবের জন্য বড় জায়গা প্রয়োজন। কিন্তু, এবিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা না পেলে কিছু করা সম্ভব নয়। কয়েক বছর আগে বাজি কারখানার ক্লাস্টার বা হাব তৈরির কথা বলেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণবঙ্গে সেই কাজ কিছুটা এগোলেও উত্তরবঙ্গে সেভাবে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

তবে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ফাঁসিদেওয়া ব্লকে জেলা প্রশাসনের তরফে এই হাব তৈরির জন্য প্রায় ৫ একর জমিও দেখা হয়েছে। কিন্তু তারপর আর কাজ এগোয়নি।

এদিকে, সারাবছর কাজ না পেয়ে হতাশ হাতিরামজোতের বাজি শ্রমিক শিউলি মণ্ডল, মহম্মদ আবুলরা। শিউলি বললেন, 'সারা বছর তো কাজই থাকে না। পুজোর মরশুমেও সামান্য কাজ হচ্ছে।'

কয়েক বছর আগেও কারখানায় প্রায় ২০ জন শ্রমিক কাজ করতেন। এখন কাজ হারিয়ে তাঁদের অনেকেই অন্য কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন। এমনই এক শ্রমিক হাফিজা খাতুন। তিনি মাঝেমধ্যে গ্রামে চপের দোকান দিচ্ছেন।

অন্যদিকে মহম্মদ আবুলের কথায়, 'কারখানায় জায়গা কম, সেই কারণে বেশি বাজি তৈরি করলে তা মজুত করা সম্ভব নয়। আর মজুত যেহেতু সম্ভব নয়, তাই বেশি বাজিও তৈরি হয় না। ফলে অনেক শ্রমিক কাজ পাচ্ছেন না।'

বাজি কারখানার কর্ণধার জয়ন্ত সিংহ রায় বলেন, 'প্রশাসন জমির সমস্যা মেটালে বেশি কাজ করা সম্ভব। এতে শ্রমিকদেরও লাভ হবে।' এখন কবে জমির সমস্যা মেটে সেদিকেই তাকিয়ে শ্রমিকরা।

বিজয়া সম্মিলনি

বৃহস্পতিবার থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যজুড়ে বিজয়া সম্মিলনি শুরু করছে। প্রতিটি জেলাকে বিজয়া সম্মিলনির মাধ্যমে আরও গভীর জনসংযোগের নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব।

রহস্যমৃত্যু

বুধবার সকালে হুগলির আরামবাগে এক তৃণমূল নেতার রহস্যমৃত্যু হয়েছে। এদিন সকালে বাড়ির শৌচাগার থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লুট লক্ষাধিক টাকা

বুধবার সকালে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকার গয়না ও নগদ লুট করেছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

ভাসল কলকাতা

লক্ষ্মীপুজোর সন্ধ্যায় কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গ প্রবল বৃষ্টিতে ভাসল। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাবেই এই বৃষ্টি।

মঙ্গলকামনায় ...

গৃহস্থের ঘরের পথে। বুধবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ছাত্রীর অর্ধদগ্ধ বিবস্ত্র দেহ

কৃষ্ণনগরে গ্রেপ্তার ‘প্রেমিক’

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : আরজি কর ইস্যুতে তোলপাড় গোটা রাজ্য। এরই মধ্যে বুধবার লক্ষ্মীপুজোর দিন কৃষ্ণনগরের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমপাড়া এলাকা থেকে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর অর্ধনগ্ন, অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার হল। ঘটনাস্থল পুলিশ সুপারের অফিস থেকে কিছুটা দূরেই। ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, ছাত্রীকে ধর্ষণ করার পর প্রমাণ লোপাটের জন্য তাঁকে পোড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। সেই কারণেই শরীরের একাংশ ও মুখের একাংশ পুড়ে গিয়েছে। ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তদন্তে পুলিশ মনে করছে, ওই ছাত্রীর প্রেমিকই এই ঘটনায় যুক্ত। সেই কারণে ওই ছাত্রীর প্রেমিক ও তার বাবা-মাকে পুলিশ আটক করেছে। পরে প্রেমিককেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। যদিও মঙ্গলবার রাতে করা ছাত্রীর ফেসবুক পোস্টে লেখা রয়েছে, ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি নিজেই দায়ী। তোমরা সবাই ভালো থেকো।’ এই পোস্ট ওই ছাত্রী নিজেই করেছে, না কি অন্য কেউ করেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নদিয়ার পুলিশ সুপার কে অমরনাথ বলেন, ‘ধর্ষণ করে খুন করার পাশাপাশি অ্যাসিড মারার অভিযোগও রয়েছে। ময়না তদন্তের পরেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।’

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষ্ণনগরের উত্তর কালীনগর এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্রী কৃষ্ণনগর লেডি কারমাইকেল গার্লস স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়তেন। মঙ্গলবার রাত থেকেই ওই ছাত্রী নিখোঁজ ছিলেন। এদিন সকালে স্থানীয় লোকজন ওই ছাত্রীর দেহ দেখতে পেয়ে কোতোয়ালি থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। স্থানীয়দের দাবি, এই এলাকায় একাধিক পুলিশকর্মী ও আইনজীবী বসবাস করেন। এলাকাটি যথেষ্ট শান্ত বলেই পরিচিত। এরকম একটি জায়গায় কী করে ধর্ষণ এবং মৃতদেহে আগুন ধরানোর ঘটনা ঘটল, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় লোকজন। এলাকার নিরাপত্তা নিয়েও পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁরা সরব হয়েছেন। ছাত্রীর পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, প্রেমিকের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্তাও চলছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘর থেকে বেরোনোর পর রাত বাড়লেও ওই ছাত্রী বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন তাঁর প্রেমিককে ফোন করেন। কিন্তু ওই তরুণ ফোন ধরেনি। পরে সে ওই ছাত্রীর মাকে গালিগালাজ করে। ছাত্রীর মা বলেন, ‘সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ওই তরুণের সঙ্গে আমার মেয়ে পিৎজা খেতে বেরিয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ না ফেরায় তাকে আমি ফোন করি। সে প্রথমে ফোন ধরেনি। পরে আমাকে গালিগালাজ করে। আমার মেয়ের ফোনও বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল। তারপরে ওই নম্বরে ফোন করলেও কেউ ফোন ধরেনি।’ পরিবারের অভিযোগ, প্রেমিক ও তার বন্ধুরা মিলে ওই ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করেছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও খুনের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি, ময়নাতদন্তের সময় ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ভিডিওগ্রাফি ও ফোটোগ্রাফি করতে হবে। সেখানে এইমসের বিশেষজ্ঞদের থাকতে হবে।

পুলিশকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর কার্নিভালে ‘প্রতীকী অনশনকারী’ লেখা ব্যাজ পরে কর্মরত ছিলেন কলকাতা পুরসভার চিকিৎসক তপোব্রত রায়। তাঁকে ময়দান থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। তাঁর গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে বুধবার পুরসভার মূল ভবনে বিক্ষোভ দেখালেন পুরসভার চিকিৎসকদের একাংশ। তাঁদের দাবি, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশকে ক্ষমা চাইতে হবে। তপোব্রতকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তার কারণ পুলিশ জানাতে পারেনি। তাই এই বিষয়ে তাঁর কাছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশকে দুঃখপ্রকাশ করতে হবে। অন্যথা হলে আইনি পদক্ষেপের পথে হাঁটবেন পুরসভার চিকিৎসকদের একাংশ।

কলকাতা পুরসভায় এখনও পুজোর ছুটি চলছে। কিন্তু এদিন স্বাস্থ্যবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা পুরসভায় আসেন। তাঁদের কাছেই এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন চিকিৎসকদের একাংশ। যেহেতু তপোব্রত পুরসভার চিকিৎসক, তাই আইনি সহায়তাও পুরসভাকে বহন করার দাবি করেছেন তাঁর সতীর্থরা।

মঙ্গলবার দুর্গাপুজোর কার্নিভাল রেড রোডে চলছিল। সেখানেই দায়িত্বে ছিলেন কলকাতা পুরসভার ১৬ নম্বর বরোর সেকেন্ড মেডিকেল অফিসার তপোব্রত রায়। তাঁর শার্টে ‘প্রতীকী অনশনকারী’ লেখা ব্যাজ লাগানো ছিল। অভিযোগ, সেই কারণেই ময়দান থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। তারপর তপোব্রতকে ছেড়েও দেওয়া হয়। কিন্তু এই ঘটনায় এক চিকিৎসককে হেনস্তা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাই তাঁর সতীর্থরাও এবার তপোব্রতর পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন।

স্বাস্থ্যসচিবকে চিঠি দিল সিবিআই

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের এখনও কেন আরজি করের পদে বহাল রাখা হয়েছে, তা জানতে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে চিঠি দিল সিবিআই। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি সহ বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এখনও কাদের পদে বহাল রাখা হয়েছে, তা জানতে চাইল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দুজন চিকিৎসকের নামও সেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পরও কেন তাঁদের বহাল রাখা হয়েছে, তার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে।

এছাড়াও আরজি করের বেশ কয়েকজন অধ্যাপক এবং আধিকারিকের নাম চিঠিতে জানানো হয়েছে। বুধবার আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির ঘটনায় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের বেশ কয়েকজন আধিকারিক ও কর্মীকেও সিবিআই দপ্তরে তলব করা হয়।

আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে চিকিৎসকরা যে জড়িত, তা আগেই তদন্তকারীদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। অ্যানাস্থিশিওলজি বিভাগের সহ অধ্যাপক সুজাতা ঘোষ ও ফরেন্সিক মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান দেবাশিস সোমের নাম চিঠিতে উল্লেখ করে সিবিআইয়ের দাবি, এই দুই চিকিৎসকের দুর্নীতিতে সক্রিয় যোগ রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানতে চেয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, সিবিআইয়ের চিঠির পালটা জবাব দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। ওই দুই চিকিৎসকের বহু তথ্য তাঁদের থেকে চেয়ে পাঠানো হয়েছে বলে সিবিআইকে জানানো হয়েছে। এছাড়াও আরজি করের হুমকি সংস্কৃতিতে জড়িত বেশ কয়েকজনের নামও স্বাস্থ্যসচিবকে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করার আবেদন করেছে সিবিআই। সুজাতা ঘোষ ও দেবাশিস সোমের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী সিবিআইও ব্যবস্থা নিতে পারে বলে চিঠিতে ইঙ্গিত দিয়েছে।

আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে সন্দীপ ঘোষ সহ একাধিক আধিকারিকের নাম সামনে আসে। তবে এবার তদন্তকারীদের নজরে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের কর্মী ও আধিকারিক মিলিয়ে ৫ জন। সন্দীপ সহ বাকি ধৃতদের সংশোধনাগারে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। এখন আরজি করের দুর্নীতিতে কীভাবে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের কর্মীরা জড়িত ছিলেন, সেটাই স্পষ্ট করতে চাইছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

ডাক্তারদের চ্যালেঞ্জ কুণালের

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডের আবহে রাজ্যের ৬টি বিধানসভা আসনে ১৩ নভেম্বর উপনির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। উপনির্বাচনে আন্দোলনরত ডাক্তারদের প্রার্থী করার জন্য সিপিএমকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কুণাল লেখেন, ‘তিন-চারজন উসকানিদাতা সিনিয়ার ডাক্তার বা অতিবিপ্লবী নব্য নেতা কোনও জুনিয়ার ডাক্তার সিপিএমের প্রার্থী হয়ে দেখান। ফেসবুকে, সংবাদমাধ্যমে সরকার বিরোধিতার সব বুলি, সরাসরি মানুষের সামনে প্রার্থী হিসাবে লড়াইয়ে আসুন।’ কুণালের চ্যালেঞ্জকে অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক বলে মন্তব্য করেছেন ডাক্তাররা।

বুধবার সিপিএম ও আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুণাল বলেন, ‘নিজেরা শূন্য হওয়ার পর এখন যাঁদের মুখোশের আড়ালে লড়ছেন, ক্ষমতা থাকলে সেই গোঁসাই, বাঁড়ুজ্জে, চিমটাদের প্রার্থী করে লড়াই করুন। সংবাদমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়ায় লড়াই কেন, মানুষের কাছে আরেকবার নিজেদের ওজনটা যাচাই করুন। কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী, হয়ে যাক ভোটের কার্নিভাল।’

কুণালের এই মন্তব্যকে অবশ্য পাত্তা দিতে নারাজ সিনিয়ার ডাক্তাররা। এবিষয়ে ডাক্তার সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, ‘কুণাল তাঁর মন্তব্যে কারও নাম উল্লেখ করেননি। প্রথম দিন থেকেই বলা হয়েছে, অন্যায়ের বিচার চাইতেই এই আন্দোলন। শাসকদলের ভয় হয়েছে, এজন্যই দুর্নীতির সঙ্গে ভোটকে এক করা হচ্ছে। কারণ, দুর্নীতি নিয়ে শাসকদলের বলার কিছু নেই। কুণালকে অনুরোধ, কারও নাম করে বলার সৎ সাহস দেখান।’ জুনিয়ার ডাক্তারদের অন্যতম ডাক্তার আরিফের বক্তব্য, ‘আমাদের লড়াই অরাজনৈতিক। আমরা চাই অভয়ার ন্যায় বিচার। দ্বিতীয় অভয়া যেন না হয় তার জন্য আন্দোলনে নেমেছি।’

বৃহস্পতিবার, ৩০ আশ্বিন ১৪৩১, ১৭ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৪৭ সংখ্যা

ভূস্বর্গে নতুন পথ

কেন্দ্রের শাসনাধীন অবস্থায় জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হলেন ওমর আবদুল্লা। ৯ বছর পর তিনি ফের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে। ৯ বছর আগে তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্য ছিল। সেই জম্মু ও কাশ্মীর এখন দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় অন্যতম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এরকম একটি অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ওমর স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, ১০ বছরের মোদি জমানায় বিরোধীশাসিত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে রাজভবন ও নির্বাচিত সরকারের বিরোধ বারবার খবরের শিরোনাম হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের মতো দিল্লি একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। সেখানেও উপরাজ্যপালের সঙ্গে প্রথমে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আর এখন অতিশীর বিরোধের খবর সামনে এসেছে। ফলে জাঁকজমকের সঙ্গে শপথ নিলেও ওমর আবদুল্লার পক্ষে নিজের ও দলের ইচ্ছানুযায়ী সরকার চালানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকছে। কাজটি যে কঠিন, সেটা ওমর জানেন। তাই তিনি শপথের আগে জানিয়ে দিয়েছেন, হাত বাঁধা অবস্থায় সরকার চালাতে হবে তাঁকে।

ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেসের জোট গোড়াতেই জানিয়ে রেখেছে, ক্ষমতায় এলে তাদের প্রথম কাজ, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধার। কিন্তু দুটি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ভালোভাবে জানে, কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে একমাত্র এই উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব। নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা দুজনই মুখে জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই ইচ্ছাপূরণের দিনক্ষণ তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর।

মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই ওমর চাইবেন না যে, শুরু থেকে কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সরকারের বৈরিতার সম্পর্ক তৈরি হোক। কোনও সুস্থ ও পরিণত গণতন্ত্রে সেটা কাম্যও নয়। জম্মু ও কাশ্মীরে রাজ্যের মর্যাদা ফেরাতে কেন্দ্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা জরুরিও বটে। সরকার গঠনের পর মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো সমস্যাগুলি সমাধানে ওমরদের অগ্রাধিকার রাখতে হবে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ থেকে কাশ্মীরের তরুণ সমাজকে দূরে সরাতে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করাও ওমরের আরেক চ্যালেঞ্জ।

পর্যটননির্ভর অর্থনীতির রাজ্যে ৩৭০ বিলোপের পর পর্যটকের ঢল নেমেছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি। সেই পর্যটনভিত্তিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতেও নতুন দিশা দেখাতে হবে ওমর সরকারকে। সবথেকে বড় কথা, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁকে সর্বদা কেন্দ্রের মন বুঝে চলতে হবে। এই ভূমিকায় ওমর, তাঁর দল ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং জোট শরিক কংগ্রেসের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ নিয়ে ধন্দ থাকছেই।

সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটে ন্যাশনাল কনফারেন্স সর্বাধিক আসন জিতলেও ভোটপ্রাপ্তির নিরিখে প্রথম স্থানে রয়েছে বিজেপি। জম্মুতে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের কারণে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে গেরুয়া শিবির। এই পরিস্থিতিতে বিজেপিকে অবজ্ঞা করা ওমর সরকারের পক্ষে অসম্ভব। দিল্লির উদাহরণে স্পষ্ট, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পুলিশ-প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা খুব একটা থাকে না। জম্মু ও কাশ্মীরেও সেই ক্ষমতা এখনই ওমর সরকারের হাতে তুলে নাও দিতে পারে কেন্দ্র।

কেন্দ্রের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সমীকরণ কেমন দাঁড়াবে, সেটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কংগ্রেস নতুন সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করবে। জোট শরিক হলেও কংগ্রেসের এই বেসুরো অবস্থান ন্যাশনাল কনফারেন্সকে খানিকটা চাপে রাখবে। কংগ্রেস বেশি চাপ দিলে ভূস্বর্গে 'ইন্ডিয়া' জোটে ফাটল অনিবার্য। সরকারে যোগ না দিলেও শপথে হাজির থেকে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব ওমরের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতে মরিয়া। ওমরের শপথগ্রহণে জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন সকালের সূচনা হলেও রাজনৈতিক আবহাওয়া গুমোটই থেকে গেল।

অমৃতধারা

হৃদয়ে একাগ্র হওয়া অথবা মস্তিষ্কে একাগ্র হওয়া উভয়ই হতে পারে- প্রত্যেকেরই নিজস্ব ফল আছে। প্রথমটি চৈত্যসত্তাকে উন্মীলিত করে এবং ভক্তি, প্রেম এবং মায়ের সঙ্গে মিলন, হৃদয়ে তাঁর সান্নিধ্য এবং প্রকৃতিতে তাঁর ক্রিয়াশক্তি এনে দেয়। অপরটিতে হয় আত্মসিদ্ধির দিকে মনের উন্মীলন, মনের উপরে যে চেতনা আছে তার দিকে, দেহের বাইরে চেতনার ঊর্ধ্বারোহণ এবং দেহে উচ্চতর চেতনার অবতরণ। কখনও হৃদয়ে এবং কখনও মাথার উপরে একাগ্র হওয়াতে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু যে কোনও এক স্থানে একাগ্র হওয়ার মানে মনোযোগকে একটি বিশেষ স্থানে স্থির করে রাখা নয়, তোমার চেতনার অবস্থানটি যে কোনও একটি জায়গায় দিয়ে যেতে পার- কিন্তু একাগ্র হবে যেখানে সেই স্থানটিতে নয়- দিব্যের উপর।

-শ্রীঅরবিন্দ

ট্রাম বিদায়ে কাব্য ও রহস্যের শেষ

বেজিং-সাংহাইয়ে ফিরে আসছে ট্রাম। জাপান বা হংকংয়ে আধুনিকীকরণ হচ্ছে। কলকাতার কাছে ওই পথ খোলা ছিল, তবু...।

অতনু বিশ্বাস

"শেষ ট্রাম মুছে গেছে, শেষ শব্দ, কলকাতা এখন/ জীবনের জগতের প্রকৃতির অন্তিম নিশীথ;"
— জীবনানন্দ দাশ (কবিতা : একটি নক্ষত্র আসে)

আবির চৌধুরী

এ আলোচনাটা প্রধানত কলকাতাকে নিয়ে, যদিও তার ব্যাপ্তি এবং অভিঘাত বিস্তৃত তার সীমানা ছাড়িয়ে। কারণ, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সমাজ, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবেশ। এবং স্মৃতি, সাহিত্য, চলচ্চিত্র। আসলে এ আলোচনাটা ট্রাম নিয়ে। কলকাতার ট্রাম। যার শেষ ট্রাম-- শেষ যাত্রীবাহী ট্রাম-- মুছে গেল শেষে।

বোধকরি জীবনানন্দের মতোই ট্রাম নিয়ে বেশ খানিকটা আবিষ্ট আজকের তুরস্কের বিখ্যাত নাট্যকার, ঔপন্যাসিক এবং চিন্তাবিদ মেহমেট মুরাট ইলদানও। তিনি লিখেছেন, যে শহরে ট্রাম নেই তা কম সাহিত্যিক, কম কাব্যিক, কম রহস্যপূর্ণ। কলকাতাও কি তাহলে তার রহস্যকে, তার কবিতার ছন্দকে হারিয়ে ফেলল খানিকটা? ১৯৬৪-তে ট্রামকে বিদায় জানিয়েছিল বম্বে। তার ৬০ বছর পর এবার কলকাতার পালা। দেশের শেষ শহর হিসেবে কলকাতায় যাত্রীবাহী ট্রাম পরিষেবার সমাপ্তি ঘটল যাত্রী-পরিষেবা শুরু হওয়ার দীর্ঘ ১৫১ বছর পর। সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা মনে করেছেন, ট্রাম অকারণ যানজটের সৃষ্টি করে, এবং তাকে সামলানোও বেশ কঠিন। ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত একটা ছোট্ট অংশে অবশ্য ট্রাম চালু থাকবে, কিন্তু তা থাকবে 'হেরিটেজ'-এর চিহ্ন হিসেবে, যাতে ট্রাম-প্রিয়রা কখনো-সখনো টাইম মেশিনে চেপে সওয়ারি হতে পারেন অতীতের।

যাই হোক, দেড় শতক তো বড় কম সময় নয়। সুদীর্ঘ দেড় শতাব্দী ধরে কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে থাকার সুবাদে বাঙালির সংস্কৃতির পরতে পরতে ঢুকে গিয়েছে তার ট্রামকথা। তার সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, জীবনযাপনে। ঠিক তিন বছর আগে, ২০২১-এর সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্ক টাইমস একটা আর্টিকেল ছাপায় যার শিরোনাম ছিল 'কলকাতাজ 'ফেয়ারি টেল' ট্রামস, ওয়ান্স এসেন্সিয়াল, আর নাউ আ নেগলেক্টেড রেলিক'। আপাতভাবে যদিও দেড় কোটি মানুষের একটা শহরে যানজট কমাতে এবং দূষণ রোধে কার্যকরি হতে পারে তার ট্রাম-ব্যবস্থা, কলকাতার ট্রামের বেশির ভাগ যাত্রাতেই প্রয়োজনের চাইতে বেশি রয়েছে নস্টালজিয়া, এমনটাই লেখা হয়েছে সেখানে। তারপর ২০২৩-এ কলকাতা উদযাপন করে শহরে ট্রামকথার ১৫০ বছর। যদিও সে সময়ে ট্রামের মৃত্যুঘণ্টা কিন্তু প্রায় বেজেই গিয়েছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল যদি কলকাতার আকাশরেখার পরিচায়ক হয়, ট্রাম তবে তার মাটির রেখাচিত্রের চিত্ররূপ। হয়তো বা ট্রামের শ্লথতাও কলকাতার জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কোথাও। ওই যে জীবনানন্দ লিখেছেন,

"আমি অত তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে চাই না;/আমার জীবন যা চায় সেখানে হেঁটে হেঁটে পৌঁছুবার সময় আছে,/পৌঁছে অনেকক্ষণ বসে অপেক্ষা করবার অবসর আছে।"

ভারতের প্রথম ঘোড়ায়-টানা ট্রাম কিন্তু ছুটেছিল এ শহরেই। ১৮৭৩ সালে। শিয়ালদা থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত ৩.৯ কিলোমিটার রাস্তায়। শহরের ট্রামযাত্রা অবশ্য বন্ধ হয়ে যায় ১৮৮০-তে। তারপর বিশ শতকের গোড়ায়, ১৯০২ সালে, এশিয়ার প্রথম ইলেক্ট্রিক ট্রাম চালু হয় কলকাতাতেই। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে যায় শহরের পরিবহণ ব্যবস্থা। জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে কলকাতার ট্রামের।

হালের অবক্ষয়ের ছবির সঙ্গেও আমরা কিন্তু দেখেছি যে, ২০২০-তে কলকাতা চালু করেছে ট্রাম লাইব্রেরি। শ্যামবাজার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত সাড়ে চার কিলোমিটার যাত্রায়। যা গিয়েছিল কলকাতার বইপাড়া কলেজ স্ট্রিটের বুক চিরে। এই ট্রাম লাইব্রেরির উদ্যোগ কিন্তু উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল সে সময়।

১৯৭০-এর দশক থেকেই বা তার খানিক আগে থেকেই কিন্তু কলকাতার ট্রামের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। ১৯৬৫-তে যেখানে দৈনিক যাত্রীসংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৫০ হাজার, তা ৭ লক্ষ ৪১ হাজারে নেমে আসে ১৯৭১-এ। কলকাতার সরু রাস্তায় বাস এবং গাড়ির সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে ট্রাম বাড়িয়ে তোলে যানজট। একসময় রমরম করে ট্রাম চলেছে কলকাতায়। টালা থেকে টালিগঞ্জ দীর্ঘ ৭৬ কিলোমিটার ট্রামপথে। হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে ট্রামের পরিধি ছিল সেই শিবপুর পর্যন্ত। ২০১১-র হিসেবে দেখা যাচ্ছে কলকাতার ট্রামপথের দৈর্ঘ্য কমে ৫৬ কিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ২০২২-এ, লকডাউনের পরে, তা হয়ে গেল মাত্র ১১ কিলোমিটার। তাই বাস্তবে কলকাতার ট্রাম আইসিইউ-তে ছিলই; তার অবস্থা খারাপ হচ্ছিল ক্রমেই; আজ তার আনুষ্ঠানিক মৃত্যু ঘোষণা হল মাত্র।

গত কয়েক দশকে ট্রাম-পরিষেবার অধঃপতনের অন্যান্য কারণের মধ্যে অবশ্যই রয়েছে অপ্রতুল দেখভাল, উপযুক্ত বিনিয়োগের অভাব, এবং যাত্রীর সংখ্যায় ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্তি। বাস, গাড়ি, অ্যাপক্যাব, এবং সব মিলিয়ে গতি, এবং আরও গতি, ক্রমেই পিছনে ফেলেছে ট্রামের ঐতিহ্যকে। যদিও একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, পরিবেশ রক্ষায় বাস বা গাড়ির বিকল্প হিসেবে ইলেক্ট্রিক ট্রাম অনেক বেশি কার্যকর।

কলকাতার সংস্কৃতি, এমনকি রাজনৈতিক আবহেও ট্রামের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৫৩-তে ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়া এক পয়সা বাড়ার প্রতিবাদে ঐতিহাসিক প্রতিবাদ আন্দোলন হয়েছিল জ্যোতি বসু, হেমন্ত বসু প্রমুখের নেতৃত্বে। এই রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে তা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, নিশ্চয়ই।

ট্রাম নাকি জীবন এবং সাহিত্যের মধ্যে এক যোগসূত্র, এমন উচ্চারণও চোখে পড়েছে। রবি ঠাকুরের 'স্বপ্ন' কবিতায় কলকাতার রাস্তাকে বর্ণনা করা হয়েছে সাপের মতো, যার উপর ট্রাম ছুটছে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর 'মধুবংশীর গলি' থেকেও শোনা যায় 'সুদূর ট্রামের মর্মর'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নীরা-র মেজাজকে তুলনা করেছেন ট্রামের চলাচলের সঙ্গে।

ট্রাম নাকি জীবন এবং সাহিত্যের মধ্যে এক যোগসূত্র, এমন উচ্চারণও চোখে পড়েছে। শুধু কি সাহিত্য? মিউজিক, চলচ্চিত্র, ফোটোগ্রাফি, সর্বত্র। রবি ঠাকুরের 'স্বপ্ন' কবিতায় কলকাতার রাস্তাকে বর্ণনা করা হয়েছে সাপের মতো, যার উপর ট্রাম ছুটছে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর 'মধুবংশীর গলি' থেকেও শোনা যায় 'সুদূর ট্রামের মর্মর'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নীরা-র মেজাজকে তুলনা করেছেন ট্রামের চলাচলের সঙ্গে। জীবনানন্দ ট্রামকে বলেছিলেন 'ফিলোজফার্স কার'। আর এক অশান্ত সময়কালে সমরেশ মজুমদারের অনিমেষ ট্রামে আগুন দেখে। সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ছবিতে অনেক সময়ই ট্রাম দেখা দিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দ্যোতক হিসেবে। সত্যজিতের ১৯৬৪-র ছবি 'মহানগর'-এর ট্রামের টাইটেল কার্ডে ট্রাম। ট্রাম সেখানে যেন একঘেয়েমি আর ক্লান্তির নির্দেশক। মৃণাল সেনের ছবি 'ইন্টারভিউ'-তেও ট্রাম চিত্রিত হয়েছে বিশেষভাবে।

কলকাতা এবং বম্বে ছাড়া দেশের অন্যান্য শহরেও ট্রাম ছিল একসময়। যেমন, দিল্লি, পুনে, মাদ্রাজ। বিশ শতকের জীবনযাত্রায়, বাস এবং গাড়ির ক্রমবর্ধমান দাপটে, একে একে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এসব শহরের ট্রামকথা। ওদিকে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ট্রাম কিন্তু দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হইহই করে। হচ্ছে তার আধুনিকীকরণ, প্রসারণ। বাড়ছে গতি। অনেক ক্ষেত্রেই ট্রাম হয়ে উঠছে প্রায় লাইট রেলওয়ের সমতুল্য। যেমন, পর্তুগালে এর নাম মেট্রো লেগেইরো, জার্মানিতে স্ট্যাডবান, হল্যান্ডে স্নেল্ট্রাম, আর বেলজিয়ামে প্রিমেট্রোজ। ট্রাম হইহই চলছে আরও বহু ছোট-বড় শহরে। ভিয়েনার ট্রামপথ তো প্রায় পৌনে দুশো কিলোমিটার দীর্ঘ। প্যারিস শহরে আবার নতুন করে ট্রাম এল ১৯৯২-তে, আর লুক্সেমবার্গ শহরে ট্রামের পুনরাগমন হল একেবারে হালে, ২০১৭-তে। ওদিকে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন শহরের ট্রাম নেটওয়ার্ক তো প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার, পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বড়।

কেউ বলতেই পারেন যে, ভারতের শহরগুলোর জনসংখ্যা এত বেশি যে ইউরোপ কিংবা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তার ট্রামকথা তুলনীয় নয় একেবারে। সেখানে যা সহজ ছন্দে কাজ করবে, ভারতে তা ততটাও সহজসাধ্য নয়। কিন্তু বেজিং কিংবা সাংহাইয়ের মতো শহরেও ফিরে আসছে ট্রাম। হংকংয়ে তার আধুনিকীকরণ হচ্ছে। আধুনিকীকরণ হচ্ছে জাপানে। তাই কলকাতার কাছে ট্রাম আধুনিকীকরণের একটা পথ খোলা তো ছিলই। সেটা না করে সে উঠিয়ে দিয়েছে তার দেড় শতকের ইতিহাসের এক সাক্ষীকে। এর পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক জারি থাকবেই। তবে তুরস্কের লেখক মেহমেট মুরাট ইলদান, যিনি 'মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী' শীর্ষক একটি বইয়ের লেখকও, তিনি হয়তো ভাববেন কলকাতা কম সাহিত্যিক, কম কাব্যিক, কম রহস্যাবৃত হয়ে ওঠার পথটাকেই বেছে নিয়েছে।

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক)

আজ

১৭৭৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন মানবতাবাদী, সাধক লালন ফকির।

১৮৮৯

স্বাধীনতা সংগ্রামী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আওয়ামি লিগ ফ্যাসিস্টভাবে ক্ষমতায় ছিল। কাজেই তারা কাকে জাতির পিতা বলল, নতুন বাংলাদেশে তার ধারাবাহিকতা থাকবে না। আওয়ামি লিগের করা সবকিছু জাতীয়, এই ধারণাটি সঠিক নয়।

- নাহিদ ইসলাম

ভাইরাল/১

কনসার্ট থেকে নিক জোনাসের পালানোর ভিডিও ভাইরাল। প্রাগে অনুষ্ঠান শুরু হতেই এক দর্শক নিকের কপালে লেজার আলো ফেলেন। নিরাপত্তার কারণে মঞ্চ থেকে দৌড় দেন প্রিয়াংকার স্বামী। কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে কনসার্ট। পরে অভিযুক্তকে বের করে দিয়ে আবার কনসার্ট শুরু হয়।

ভাইরাল/২

মুম্বইয়ের রাস্তায় এক মহিলা ই-সিগারেট টানছিলেন। হঠাৎ এক সাদা পোশাকের তরুণ পুলিশের পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা চায়। মহিলা ঘটনার ভিডিও করা শুরু করলে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে যায় তরুণটি। সেই ভিডিও ভাইরাল।

জনমন
জনমত

বিসর্জনের ত্রুটিহীন আয়োজন, তবুও ঝুঁকি

একটা সময় ছিল যখন হিলকার্ট রোডে টিমটিমে আলোর মধ্যে দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দিতে যেতে হত। তখন মহানন্দার এমন কঙ্কালসার রূপ ছিল না। জল ছিল প্রচুর। কিন্তু পরিবেশ ছিল ভীষণ নোংরা। নদীর পাড়ে সেই রকম কোনও আলো ছিল না, চারদিক ছিল আবর্জনায় ভরা। হিলকার্ট রোড থেকে মহানন্দার ঘাটে নামার সরু রাস্তায় বিসর্জন যাত্রীদের প্রতিমা নিয়ে নামতে যথেষ্ট কষ্ট হত।

ইদানীং হিলকার্ট রোডের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কর্পোরেশন থেকে ঝলমলে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহানন্দা ঘাট অর্থাৎ লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটের বিরাটরকম উন্নতি হয়েছে। বিসর্জন চলাকালীন ঘাটে নোংরা বা পুজো সামগ্রী ফেলার আলাদা ডাস্টবিন রয়েছে, যা ভরে গেলে তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। পুরসভার তরফে মাইকে সবরকমের সহযোগিতা করা হচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো তাদের নিজস্ব স্টলে বসে নিজেদের কর্তব্য পালন করছে। স্বেচ্ছাসেবকরা মানুষের সেবা করতে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকছেন। লাইভ কভারেজ হচ্ছে- সবমিলিয়ে আয়োজনে ত্রুটি নেই। ধন্যবাদ জানাতেই হবে পুরসভা সহ সব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে।

তবে একটি জিনিস সেই একইরকম আছে- প্রতিমা বিসর্জনের সময় কিছু ছোট ছেলেমেয়ে যেভাবে প্রতিমার গায়ে এঁটে থাকা কাপড় বা অন্য কিছু নেওয়ার উদ্দেশে ঝুঁকি নিয়ে কাঠামোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাতে যে কোনওদিন বিপদ হতে পারে। বিষয়টি দেখার জন্য মেয়র সহ কর্তাব্যক্তিদের অনুরোধ করব। ভবিষ্যতে এই ঘাটটির আরও সংস্কার হবে, নতুনত্বের ছোঁয়া লাগবে বলে আশা করছি। শিলিগুড়ির সার্বিক উন্নয়ন কামনা করি। পরিশেষে বলি এবার পুলিশের ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসনীয় ছিল, বিশেষ করে ট্রাফিক পুলিশ প্রশংসার দাবি রাখে।

অসীম অধিকারী, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মাঠের সঙ্গে বিলুপ্ত হচ্ছে উত্তরের ইতিহাস

ছোট হতে হতে হারিয়ে যাচ্ছে বহু খেলার মাঠ, মেলার মাঠ। নেতা বা জনতার কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।

শৌভিক রায়

নিষিদ্ধ দেশ সাংগ্রিলা থেকে নেমে এসেছে দুর্ধর্ষ সব যোদ্ধারা। পাহাড়, গিরিপথ আর অরণ্যের দেশে সবুজে ঢাকা এইরকম বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর কোথায়! ফালা ফালা করে কেটে রাখা গাছের সীমানা নির্ধারণকারী নির্জন জনপদের এই বিরাট মাঠ তো স্বপ্ন তাদের। তাদের অস্থায়ী বসতি অবশ্য আর একটু দূরে দক্ষিণে। যে নদী মজে না তারই ধারে। আপাতত যুদ্ধ নেই। তাই নিশ্চিন্তে ওই বিরাট মাঠে খেলতে এসেছে তারা।

চিত্রটি অনুমান নির্ভর। তবে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। সেই মাঠ আজও রয়েছে। তবে বিরাট আকারে নয়। অনেকটা সংকুচিত সে। অতীতে মেলার মাঠ নামে পরিচিত হলেও, আজ ফালাকাটায় টাউন ক্লাবের মাঠ বলেই সবাই জানে তাকে।

উত্তরের বিভিন্ন জনপদে আমরা যে মাঠ দেখতে পাই, সেগুলো নিজস্বতায় অনন্য। ফালাকাটার এই মাঠটির কথাই ধরা যাক। সে সময় ফালাকাটা ছিল ভুটানের দখলে। আমোদপ্রমোদের জন্য, ভুটানিরা বেছে নিয়েছিলেন সেই মাঠকে। দ্বিতীয় ইং-ভুটান যুদ্ধের পর যখন ইংরেজরা পাকাপাকিভাবে ফালাকাটার দখল নেয়, তখন এই মাঠে বিভিন্ন ক্রীড়া, এমনকি ঘোড়দৌড় পর্যন্ত হত। আর এসব ঘিরেই বসত মেলা। লোকমুখে তাই এই মাঠের নাম হয়ে গিয়েছিল মেলার মাঠ।

গত শতকেও এই মাঠের আয়তন ছিল বিরাট। উত্তরে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি বাড়িঘর আর তারপরেই রেললাইন। মাঠের পূর্বে থাকা এসএসবি ক্যাম্প তখনও নিজেদের সীমানা বেঁধে দেয়নি। ফলে বিরাট দেখাত মাঠটিকে। একবার এই মাঠেই সারা ভারত এসএসবি স্পোর্টস হয়েছিল। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা জওয়ানদের ক্রীড়াশৈলী দেখতে কয়েকটা দিন সারা ফালাকাটা ভেঙে পড়েছিল। ওই মাঠেই আর একবার বসেছিল আন্তঃবিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর। ক্যাম্প লাগোয়া টাউন ক্লাবের মাঠে আবার প্রতিবছর বেড়া বেঁধে সিজন টিকিট কেটে ফুটবল টুর্নামেন্ট ছিল অন্য আকর্ষণ। যে টুর্নামেন্টে এনবিএসটিসি, রয়্যাল ভুটানের ফুটবল টিমও যোগ দিত। বারাসত, হালিশহর ইত্যাদি থেকেও ফুটবল টিম খেলতে আসত। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের স্পোর্টস, ব্লক স্পোর্টস ইত্যাদির ভেনু ছিল ওই মাঠ। ফলে ফালাকাটায় খাসমহল ময়দান, পোস্ট অফিসের দশমী ঘাটের মাঠ, ধূপগুড়ি মোড়ের মাঠ ইত্যাদি থাকলেও, টাউন ক্লাব মাঠের আভিজাত্য ছিল আলাদা।

শুধু ফালাকাটা নয়। উত্তরের অন্যান্য জায়গাগুলিতেও এরকম মাঠের সংখ্যা প্রচুর। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে। কোচবিহারের প্যালেস গ্রাউন্ডে পতৌদির নবাবের ক্রিকেট খেলার ছবি তো নিঃসন্দেহে উত্তরের অন্যতম সেরা এক চিত্র। দিনহাটা হলের মাঠের খেলাধুলো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একসময় ছিল অন্য শহরের ঈর্ষা। দোমোহনির রেল কলোনির মাঠ দেখেছে একদা বিখ্যাত রেল শহরের ক্রমশ একা হয়ে যাওয়া। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ড একটি মহকুমা শহরের জেলা সদরে বদলে যাওয়ার সাক্ষী। পিছিয়ে নেই জলপাইগুড়ি, মালবাজার, ধূপগুড়ি, বীরপাড়া বা ইসলামপুর ইত্যাদি জনপদগুলির বিভিন্ন মাঠও।

ক্রমাগত ছোট হতে হতে অনেক মাঠের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। হারিয়েও গিয়েছে অনেকে। তাদের নিয়ে কোনও গবেষণাও নেই। বিচ্ছিন্ন হতে হতে তারা চলে যাচ্ছে বিস্মৃতিতে। অথচ তাদের নিয়ে ধারাবাহিক চর্চা উত্তরের ইতিহাস রক্ষায় সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেটা আমরা ভুলতে বসেছি।

(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬৩

পাশাপাশি : ১। নৌকার মাঝি অথবা বোকা লোক ৩। আবুল ফতে জালালউদ্দিন মহম্মদকে আমরা যে নামে চিনি ৪। গান্ধারীর বাবা ৫। কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে ৭। জলে ধুয়ে জামাকাপড় পরিষ্কার করা ১০। বড় সামুদ্রিক প্রাণী ১২। অকস্মাৎ বা হঠাৎ ১৪। স্বপ্নের ঘোরে শিশুদের হাসিকান্না ১৫। লক্ষ্মণ যার নাক কেটে দিয়েছিলেন ১৬। হাঁটুর ওপরের অংশ।

উপর-নীচ : ১। যে ফল গাছে পেকেছে ২। যে কন্দ রান্নায় লাগে ৩। এই জিভ আকারে খুবই ছোট ৬। প্রেয়ার বা প্রার্থনা করা ৮। হাতার ছোট সংস্করণ ৯। বিয়ের সম্বন্ধ চূড়ান্ত করার অনুষ্ঠান ১১। এক ধরনের মিষ্টি ১৩। পৃথক করে রাখা।

সমাধান ■ ৩৯৬২

পাশাপাশি : ২। হুকুমত ৫। মাদক ৬। পদগৌরব ৮। পায়া ৯। ধাম ১১। ছন্দপতন ১৩। কদাপি ১৪। কলবিঙ্ক।

উপর-নীচ : ১। হুমায়ুন ২। হুক ৩। মরদ ৪। বৈভব ৬। পয়া ৭। গৌতম ৮। পাদপ ৯। ধান ১০। পাদপিষ্ট ১১। ছক্কড় ১২। তুণ্ডুল ১৩। কঙ্ক।

বিন্দুবিসর্গ

টুকরো খবর

সংঘে নিষেধাজ্ঞা দাবি

ভারতীয় কূটনীতিকদের কানাডায় নিষিদ্ধ করার ডাক দিলেন নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা জগমিত সিং। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ(আরএসএস)-এর উপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জানিয়েছেন জগমিত। অন্টারিও প্রদেশের প্রাদেশিক পার্লামেন্টের প্রাক্তন এমপি জগমিত সিং বানাবি সাউথের বাসিন্দা। তাঁর নিষেধাজ্ঞার ডাকে উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে অন্টারিওতে।

মৃত্যু পাঁচ সাফাইকর্মীর

গুজরাটের কচ্ছ জেলার একটি অ্যাগ্রোটেক সংস্থার স্লাজ ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল পাঁচ সাফাইকর্মীর। বুধবার ভোররাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতদের বয়স ত্রিশের কোঠায়। কচ্ছ (পূর্ব) জেলার পুলিশ সুপার সাগর বাগমার জানান, সংস্থার অ্যাফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পরিষ্কারের সময় রাত ১টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলেন সিদ্ধার্থ, আজমত, আশিস, আশিসকুমার এবং সঞ্জয়।

ট্যাংকার ফেটে মৃত ৯৪

নাইজিরিয়ার জিগাওয়া রাজ্যে একটি জ্বালানি ভর্তি ট্যাংকার উলটে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটলে অন্তত ৯৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখমও নয় নয় করে অর্ধশতাধিক। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে একটি এক্সপ্রেসওয়েতে। পুলিশের মুখপাত্র লাওয়ান শিসু আদম বুধবার জানান, 'এপর্যন্ত আমরা ৯৪ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছি। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।'

বাতিল ৮ জাতীয় দিবস

৮টি জাতীয় দিবস বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। এগুলির মধ্যে ৫টি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কিত। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাতিলের তালিকায় রয়েছে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস, ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু দিবস, ৪ নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস, ১৬ ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস।

কো-পাইলটকে তালা

মাঝ আকাশে দুই পাইলটের ঝগড়া। সহকারী মহিলা পাইলটকে তালাবন্দি করে দিলেন পাইলট। সম্প্রতি সিডনি থেকে কলম্বোগামী শ্রীলঙ্কার জাতীয় বিমান সংস্থার ওই বিমানচালককে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পাইলটের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর সহকারী চালক শৌচালয়ে গেলে সুযোগ বুঝে কাণ্ডটি ঘটান প্রধান বিমানচালক।

কমলার টোকা বই

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মুখে প্রচারে জোর ধাক্কা কমলা হ্যারিসের। অভিযোগ, তাঁর বই 'স্মার্ট অন ক্রাইম : আ কেরিয়ার প্রসিকিউটর্স প্ল্যান টু মেক আস সেফার' টুকে লেখা। উইকিপিডিয়ার এক প্রবন্ধ থেকে কপি পেস্ট করা হয়েছে বইটিতে। ২০০৯ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। ওই বইয়ের অপর লেখক জোয়ান ওসি হ্যামিলটন।

উট চলেছে মুখটি তুলে... মাড়ওয়ার উৎসবে প্রদর্শনী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর। বুধবার রাজস্থানের যোধপুরে।

চিন-পাকিস্তানকে তির জয়শংকরের

ইসলামাবাদ, ১৬ অক্টোবর : দীর্ঘ ৯ বছর পর পাকিস্তানে কোনও ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীর পদার্পণ করা সত্ত্বেও দুই প্রতিবেশীর সম্পর্কে উষ্ণতা অধরাই থেকে গেল। উলটে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার প্রশ্নে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সামনে পাকিস্তানকে তির্যক নিশানা করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। প্রশ্ন তুললেন চিনের ভূমিকা নিয়েও। মঞ্চে তখন উপস্থিত ছিলেন চিনের প্রিমিয়ার লি কিয়াং। বুধবার ২৩তম সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'যদি আস্থায় ঘাটতি থাকে কিংবা সহযোগিতা অপর্যাপ্ত হয়, বন্ধুত্বে চিড় ধরে এবং সুপ্রতিবেশীসুলভ মানসিকতা হারিয়ে যায় তাহলে নিঃসন্দেহে সেগুলির কারণ খুঁজে বের করে সমাধান জরুরি।'

জয়শংকরের সাফ কথা, 'উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য শান্তি ও স্থায়ীত্বের প্রয়োজন।' সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে তিনটি শয়তান (থ্রি এভিলস) বলে আখ্যা দিয়ে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'সীমান্তগুলি দিয়ে যদি সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের মতো কার্যকলাপ চলতে থাকে, তাহলে তাতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং দুই পড়শি দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে আদানপ্রদানে উৎসাহ দেওয়া কষ্টকর।' তাঁর মতে, একতরফা অ্যাজেন্ডার মধ্যে দিয়ে নয়, দেশগুলির মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সত্যিকারের সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। এসসিও বৈঠকের সভাপতিত্বের জন্য পাকিস্তানকে সাধুবাদ জানান জয়শংকর।

মঙ্গলবারই ইসলামাবাদে পৌঁছোন তিনি। এর আগে শেষবার ভারতের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে প্রয়াত সুষমা স্বরাজ পাকিস্তানে পা রেখেছিলেন। সেটা ২০১৫ সাল। তারপর থেকে দুই দেশের মধ্যে তিক্ততা ক্রমশ বেড়েছে। জয়শংকরের ঝটিকা পাকিস্তান সফর সেই তিক্ততা কতটা কাটাতে পারবে, তা নিয়ে অবশ্য দ্বিমত রয়েছে কূটনৈতিক মহলে। এসসিও-র মূল লক্ষ্যের কথা জানাতে গিয়ে জয়শংকর বলেন, 'বিশ্বায়ন এবং পুনরায় ভারসাম্য তৈরি করা বর্তমান সময়ের বাস্তব দাবি। এসসিও দেশগুলির উচিত এটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তার জন্য আলোচনা, আস্থা, সুপ্রতিবেশীসুলভ মানসিকতা এবং

এসসিও শীর্ষ সম্মেলন

দেখা হল কথা হল না... বুধবার ইসলামাবাদে এস জয়শংকর ও শাহবাজ শরিফ।

এসসিও সনদের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রয়োজন।'

তবে এসসিও মঞ্চে বক্তৃতা দিলেও ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক কোনও বৈঠক এবারও অধরা থেকে গিয়েছে। চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডর নিয়ে নয়াদিল্লির আপত্তির কথা নতুন নয়। ভারতের বরাবরের অভিযোগ, এই করিডরের জন্য ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ইসলামাবাদের আপত্তি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ভারত।

বঙ্গভবনে বিক্ষোভ ডাক্তারদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : আরজি কর ঘটনার জেরে নয়াদিল্লির হ্যালি রোডের বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন দিল্লির ১৩টি রেসিডেন্স ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের জুনিয়ার ডাক্তাররা। মূলত কলকাতার অনশনরত ডাক্তারদের পাশে থাকার বার্তা দিতে এবং ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের কাজের অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই এই বিক্ষোভ বলে জানানো হয় ডাক্তারদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফে। দিল্লির হ্যালি রোডের বঙ্গভবনের সামনে বিক্ষোভরত ডাক্তারদের বক্তব্য, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর আমরা দেশজোড়া কর্মসূচি বন্ধ করেছি। অথচ সুপ্রিম নির্দেশের পরও ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের কাজের সেরকম অগ্রগতি দেখা যায়নি। ডাক্তারদের নিরাপত্তা এখনও সুনিশ্চিত করতে পারেনি সরকার।'

মুম্বইয়ে বহুতলে আগুন, মৃত ৩

মুম্বই, ১৬ অক্টোবর : বুধবার লক্ষ্মীপুজোর সকালে মুম্বইয়ের এক বহুতলে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে মারা গেলেন অন্ততপক্ষে ৩ জন। মৃতদের দু'জন প্রবীণ নাগরিক। ১৪ তলার বহুতলটি আন্ধেরি পশ্চিমের লোখান্ডওয়ালায়। বহুতলটির একেবারে নীচে দোকান। উপরের তলাগুলিতে আবাসিকদের ফ্ল্যাট। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, আগুন লেগেছিল এগারো তলার একটি ফ্ল্যাটে। কারণ জানা যায়নি। তদন্ত শুরু হয়েছে।

দমকলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সকাল ৮টা নাগাদ লোখান্ডওয়ালা কমপ্লেক্সের রিয়া প্যালেস বিল্ডিংয়ে আগুন লাগার খবর তাঁদের কাছে এসেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে দমকলকর্মীরা পৌঁছে যান। এক ঘণ্টারও কম সময়ে আগুন আয়ত্তে আসে। অগ্নিদগ্ধ তিনজনকে প্রথমে কুপার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত তিন জনের নাম, চন্দ্রপ্রকাশ সোনি, কান্তা সোনি ও পেলুবেতা। প্রথম দু'জনের বয়স ৭৪। তৃতীয় ব্যক্তি বছর ৪২-এর। সরকারি সূত্রের খবর, দোকানের বৈদ্যুতিক তারে আগুন লাগে। সেখান থেকেই তা ছড়িয়ে পড়ে।

আঁধারে ইমরান

ইসলামাবাদ, ১৬ অক্টোবর : পাকিস্তানের শাহবাজ শরিফ সরকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিরোধী রাজনীতির প্রধান শক্তি ইমরান খানকে নির্জন ও অন্ধকার কারাকুঠুরিতে রেখেছে। কেটে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। মঙ্গলবার এই অভিযোগ করলেন ইমরানের প্রাক্তন স্ত্রী জেমাইমা গোল্ডস্মিথ। পাকিস্তানে এসসিও শীর্ষ বৈঠক চলছে। এই উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের অনেকেই রয়েছেন এদেশে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরও আছেন। এই পরিস্থিতিতে ইমরানের প্রতি পাক সরকারের আচরণ নিয়ে সরব হয়েছেন জেমাইমা। মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন, ইমরানকে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে ফোনে কথা পর্যন্ত বলতে দেওয়া হচ্ছে না। সাপ্তাহিক ওই সুবিধেটুকুও তিনি পাচ্ছেন না।

দূষণ সুপ্রিম রোষে পঞ্জাব, হরিয়ানা

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : দিল্লির দূষণ নিয়ে পঞ্জাব ও হরিয়ানাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করল সুপ্রিম কোর্ট। নাড়া পোড়ানো বন্ধ করার ব্যাপারে এই দুটি রাজ্যের সরকার কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ করেনি বলেও মন্তব্য করেছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি এএস ওকা বলেছেন, 'দুটি রাজ্যে নাড়া পোড়ানোর ঘটনা বারবার বারণ করা সত্ত্বেও কমেনি। কমিশন অফ এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (সিএকিউএম) যে সমস্ত নির্দেশিকা জারি করেছিল তার একটিও দুটি রাজ্য সরকার মানেনি।' ২৩ অক্টোবর এই মামলায় হরিয়ানার মুখ্যসচিবকে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। দিল্লি এনসিআর অঞ্চলে নাড়া পোড়ানো সিএকিউএমের কোনও নির্দেশ না মানায় একটি মামলার শুনানি ছিল বুধবার। দুটি রাজ্য সরকারের তরফে কোনও নির্দেশ না মানার পরও কেন কেন্দ্রীয় কমিশন কোনও পদক্ষেপ করেনি তারও সমালোচনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত বলেছে, 'আমরা আপনাদের খুব স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছি। আমরা আপনাদের আর এক সপ্তাহ সময় দিচ্ছি। এবারও যদি নির্দেশ মানা না হয় তাহলে আমরা মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করব।'

বাইরে থেকে সমর্থন কংগ্রেসের

উপত্যকায় মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ ওমরের

শ্রীনগর, ১৬ অক্টোবর : সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার পর জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন ওমর আবদুল্লা। বুধবার শ্রীনগরে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। ওমরের পর মন্ত্রী পদের শপথ নিয়েছেন আরও ৫ জন। তাঁরা হলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিধায়ক সাকিনা ইটো, জাভেদ দার, সুরিন্দর চৌধুরী ও জাভিদ রানা। এছাড়া নির্দল বিধায়ক সতীশ শর্মাকেও মন্ত্রীসভার সদস্য করা হয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিন কোনও কংগ্রেস বিধায়ক মন্ত্রীসভায় যোগ দেননি। যদিও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং ওয়েনাডের কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়াংকা গান্ধি। দলীয় সূত্রে খবর, মন্ত্রীসভায় যোগ না দিলেও কংগ্রেসের ৬ জন বিধায়ক বাইরে থেকে ওমর আবদুল্লার সরকারকে সমর্থন করবেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে টানাপোড়েনের কথা খারিজ করে দিয়েছেন ওমর। তিনি বলেন, 'এনসি এবং কংগ্রেসের মধ্যে সবকিছু ঠিক আছে। না হলে খাড়গে, রাহুল এবং কংগ্রেসের সিনিয়ার নেতারা এখানে আসতেন না। তাঁদের উপস্থিতি প্রমাণ করে, জোট শক্তিশালী এবং আমরা জনগণের জন্য কাজ করব।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমি মন্ত্রীসভার ৯টি পদ খালি রেখেছি। কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই কয়েকটি পদ শূন্য রাখা হবে।'

> জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য ওমর আবদুল্লাকে অভিনন্দন। জনগণের সেবার জন্য তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। জম্মু ও কাশ্মীরের অগ্রগতির জন্য তাঁর এবং তাঁর দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে কেন্দ্র।
>
> **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি**

এদিন শের-ই-কাশ্মীর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সপা নেতা অখিলেশ যাদব, এনসিপি-এসপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে, সিপিআই নেতা ডি রাজা, আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং প্রমুখ। পিডিপি নেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এক্স পোস্টে ওমরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি লিখেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য ওমর আবদুল্লাকে অভিনন্দন। জনগণের সেবার জন্য তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। জম্মু ও কাশ্মীরের অগ্রগতির জন্য তাঁর এবং তাঁর দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে কেন্দ্র।' শুভেচ্ছাবার্তায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'আমি ওমর আবদুল্লাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজ তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় কার্যকাল, কিন্তু আজকের সন্ধিক্ষণটি আরও ঐতিহাসিক।'

শপথের পর রাহুল-প্রিয়াংকার সঙ্গে ওমর আবদুল্লা। বুধবার শ্রীনগরে।

বিতর্কের মধ্যেই ইস্তফা মুদা প্রধানের

বেঙ্গালুরু, ১৬ অক্টোবর : জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগে বিদ্ধ কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। এই নিয়ে তদন্তের মধ্যেই বুধবার পদত্যাগ করলেন মাইসুরু আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা মুদার চেয়ারম্যান কে মারিগৌড়া। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। পদত্যাগের নেপথ্যে শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশও রয়েছে বলে জানিয়েছেন মারিগৌড়া। তবে তাঁর পদত্যাগের আড়ালে রাজনৈতিক চাপের সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন তিনি। মারিগৌড়া বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি সেটাই করেছি।' মুদা কেলেঙ্কারিতে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠতেই মারিগৌড়াকে বলি দেওয়া হল কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও মারিগৌড়ার দাবি, পদত্যাগ করার ব্যাপারে আমার ওপর কোনও চাপ ছিল না। আমার শরীরটা বেশ কিছুদিন ধরেই ভালো যাচ্ছে না। তাই আমি নিজে থেকেই সরে গিয়েছি।'

ইউটিউবে অস্ত্র প্রশিক্ষণ খুনিদের

মুম্বই, ১৬ অক্টোবর : সলমন খানের ঘনিষ্ঠ এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকীকে খুনের দায় নিয়েছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বই পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে মিলেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেরায় সিদ্দিকীর আততায়ীরা জানিয়েছে, ইউটিউব দেখে তারা গুলিচালনার প্রশিক্ষণ নিয়েছিল।

সিদ্দিকী খুনের ঘটনায় যুক্ত ৩ আততায়ীর মধ্যে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের নাম গুরমেইল বলজিৎ সিং এবং ধর্মরাজ কশ্যপ। তৃতীয় আততায়ী শিবকুমার গৌতম পলাতক। সূত্রটির দাবি, দুই ধৃতই ইউটিউব দেখে অস্ত্র প্রশিক্ষণের কথা স্বীকার করেছে। তারা জানিয়েছে, ইউটিউব দেখে প্রাথমিক প্রশিক্ষণপর্বে পিস্তলের ম্যাগাজিন ব্যবহার করা হত না। পরবর্তীকালে সরাসরি গুলি চালানোর অভ্যাস করেছিল তারা। সিদ্দিকী ও তাঁর ছেলে জিশানকে খুন করার জন্য বিষ্ণোই গ্যাং ২৫ লক্ষ টাকার সুপারি পেয়েছিল। সিদ্দিকীকে খুনের ছক কষেছিল পুনের বাসিন্দা শুভম লঙ্কার। তাকেও

সিদ্দিকী হত্যা

হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। এছাড়া ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে বুধবার উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচ থেকে হরিশ কুমার নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফলে সিদ্দিকী খুনের ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪।

হরিয়ানায় ফের সাইনি

চণ্ডীগড়, ১৬ অক্টোবর : হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে ফের বসতে চলেছেন নায়েব সিং সাইনি। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়বারের জন্য জাঠভূমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন তিনি। বুধবার পঞ্চকুলায় বিজেপির নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠকে সাইনিকে সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। সাইনি বলেন, 'আমি বলেছিলাম, প্রথমে হরিয়ানায় ২৪ হাজার তরুণের নিয়োগ পরীক্ষার ফল ঘোষিত হবে। তারপর আমি শপথ নেব। আমি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। আগামীকাল ওই নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে। বিজেপি যা বলে, সেটাই করে।' গত মার্চে মনোহরলাল খাট্টারকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করা হয় নায়েব সিং সাইনিকে। মাত্র ২০০ দিনের কিছু বেশি সময় কুর্সিতে থাকলেও তাঁকে সামনে রেখেই বিজেপি এবার জাঠভূমে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে।

একটুর জন্য রক্ষা রাজীবের

দেরাদুন, ১৬ অক্টোবর : বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) রাজীব কুমার। বুধবার খারাপ আবহাওয়ার কারণে উত্তরাখণ্ডের মুনশিয়ারির কাছে একটি গ্রামে তাঁর হেলিকপ্টারটি

জরুরি অবতরণ করে। পিথোরগড়ের জেলা শাসক বিনোদ গিরিশ গোস্বামী জানিয়েছেন, সিইসি-র হেলিকপ্টারটি দুপুর একটা নাগাদ মিলাম গ্ল্যাসিয়ারের দিকে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু কুয়াশা এবং দৃশ্যমানতার অভাবের কারণে তাঁর হেলিকপ্টারটি দুপুর দেড়টা নাগাদ রালাম গ্রামের একটি হেলিপ্যাডে জরুরি অবতরণ করে। সিইসির সঙ্গে ছিলেন উত্তরাখণ্ডের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক বিজয়কুমার জোগান্ডে। সকলেই নিরাপদে রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে।

দু'দিনের বৃষ্টিতে বন্যা মরু সাহারায়

রাবাত, ১৬ অক্টোবর : এ যেন সাহারায় শিহরন। মরুভূমি বললেই সাহারার কথা মনে পড়ে। যেখানে আদিগন্ত বিস্তৃত ধু-ধু বালির পাহাড় ছাড়া কিছু ভাবাই যায় না। সেখানেই কিনা বৃষ্টি আর বন্যা! কষ্টকল্পনা নয়, বাস্তব।

সম্প্রতি দু'দিনের বৃষ্টিতে পুরোপুরি ভোল বদলে গিয়েছে সাহারা মরুভূমির। মরক্কোর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে সম্প্রতি দু'দিনের মুষলধারে বৃষ্টির জেরে সাহারা মরুভূমি এলাকার বেশ কিছু অংশে বন্যা দেখা দিয়েছে। মরুভূমি এলাকায় এ ধরনের আকস্মিক বন্যার ঘটনা বিরল। মরক্কোর আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রাজধানী রাবাত থেকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরের ত্যাগোইউনাইট গ্রামে সেপ্টেম্বর মাসে একদিনে ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

নাসার কৃত্রিম উপগ্রহে তোলা ছবি বলছে, ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে শুকিয়ে যাওয়া জাগোরা ও টাটা এলাকার মধ্যে ইরিকুয়ি নামের হ্রদটি জলে ভরে গিয়েছে।

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন সাহারা মরুভূমি।

মরক্কোর আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিক হুসেন ইয়াবেব বলেন, 'গত ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এত কম সময়ে এত পরিমাণ বৃষ্টি এই এলাকা দেখেনি।'

সেপ্টেম্বরে মরক্কোর বন্যায় মৃত্যু হয় ১৮ জনের। তার আগের বছরে সেখানে ব্যাপক ভূমিকম্পের ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি সেখানকার বাসিন্দারা। সেপ্টেম্বরে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের জেরে মরক্কোয় বাঁধ দিয়ে তৈরি জলাধারগুলির জল উপচে পড়েছে।

উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার ৯০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে রয়েছে সাহারা মরুভূমি। বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে সেখানে আবহাওয়ার গতিবিধি বিপজ্জনকভাবে বদলে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে, ভবিষ্যতে এই এলাকায় ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি ও বন্যা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মহাসচিব সেলেস্তে সাওলো বলেন, 'ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার ফলে জলচক্রের গতি বেড়েছে। এতে আমরা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির মতো সমস্যার মুখে পড়েছি। উষ্ণ বায়ুমণ্ডল বেশি আর্দ্রতা ধারণ করে, যা ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। দ্রুত বাষ্পীভবন ও মাটি শুকিয়ে যাওয়া খরা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে।'

বিমানে বোমাতঙ্ক বৈঠকে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : একের পর এক বিমানে বোমা হামলার হুমকির পর নড়েচড়ে বসল কেন্দ্রীয় সরকার। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকে। সেখানে বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু, ডিজিসিএ, একাধিক নিরাপত্তা সংস্থার আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, বৈঠকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা ছাড়াও ভুয়ো খবর রুখতে সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে কেন্দ্র-রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

এদিন ভুয়ো হুমকির অভিযোগে ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা ১৭ বছরের এক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বই পুলিশ। আরও দুই সন্দেহভাজনকে জেরা করা হচ্ছে। বুধবারও হুমকির জেরে প্রভাবিত হয়েছে অভ্যন্তরীণ উড়ান পরিষেবা। বেঙ্গালুরুগামী আকাশা এয়ার এবং দিল্লিগামী ইন্ডিগোর বিমানে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে গত ৩ দিনে ভারতের ১২টি বিমানে বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকি দেওয়া হল। আকাশা এয়ারের বিমানটিকে দিল্লিতে ফিরিয়ে আনা হয়। তল্লাশি চালিয়ে কোনও বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। একইভাবে ইন্ডিগোর বিমানটি আহমেদাবাদে জরুরি অবতরণ করে। সেটিতেও মেলেনি বিস্ফোরক। এর আগে সোমবার ও মঙ্গলবার যথাক্রমে ৩টি এবং ৭টি বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। যার জেরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে বিমানগুলিকে জরুরি অবতরণ করতে হয়।

জৈব রসায়নের খুঁটিনাটি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। ভবিষ্যতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রথম পরীক্ষা হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। আর মাধ্যমিকে ভৌতবিজ্ঞান নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটু দুশ্চিন্তা থাকেই। এতগুলো টপিক, এত সংজ্ঞা-সূত্র-প্রমাণ-লেখচিত্র-আলো বিষয়ক রেখাচিত্র-তড়িৎ বর্তনী ও সর্বোপরি কয়েকটি অধ্যায় থেকে numericals করতে হয়। তবে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিলে কোনও ভয় নেই ভৌতবিজ্ঞানে। মাধ্যমিকে ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হলে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের প্রতিটি টপিক খুব ভালোভাবে পড়তে হবে। প্রতিটি টপিকের কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকা চাই। আজ মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞানের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'জৈব রসায়ন' বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এই অধ্যায় থেকে মোট 9 নম্বর থাকবে। বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) ও সেগুলোর উত্তর, অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর, সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর এবং দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 'জৈব রসায়ন' অধ্যায়টি যতটা সহজভাবে সম্ভব, পাঠ্যসূচিভুক্ত অংশ অনুযায়ী আলোচনা করছি। তবে শুধুমাত্র মুখস্থ নয়, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরির চেষ্টা করবে। মাধ্যমিকে এই অধ্যায় থেকে পুরো নম্বর পেতে হলে ভৌতবিজ্ঞানের পাঠ্যবইটি খুঁটিয়ে পড়তে হবে। মনে রাখবে পাঠ্যবইয়ের কোনও বিকল্প নেই। কোনও টপিক না বুঝে মুখস্থ করবে না। ভালোমতো টপিকগুলো বুঝে নিয়ে নিয়মিত উত্তর লেখা অভ্যাস করতে হবে।

'জৈব রসায়ন' অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা হল -

1. বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন (MCQ) : প্রশ্নমান - ১

1.1) চারটি কার্বন পরমাণুযুক্ত অ্যালকিন যৌগে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা-
a) 2 b) 4 c) 6 d) 8

1.2) নীচের কোনটি জৈব যৌগ?
a) NH_3 b) CH_3COOH c) NaCl d) CO_2

1.3) একটি জৈব যৌগের সংকেত C_2H_4 , এটি কোন শ্রেণির জৈব যৌগ?
a) অ্যালকেন b) অ্যালকিন c) অ্যালকাইন d) অ্যালকোহল

1.4) সম্পৃক্ত জৈব যৌগ হল -
a) প্রোপেন b) প্রোপিন c) বিউটাইন d) বিউটেন

1.5) অ্যালকোহল শ্রেণির কার্যকরী মূলক কোনটি?
a) - CHO b) - OH c) - COOH d) - O -

1.6) সমগণীয় শ্রেণির পরপর দুটি যৌগের মধ্যে আণবিক ভরের পার্থক্য হল -
a) 10 u b) 12 u c) 14 u d) 16 u

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

1.7) সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে বলে -
a) অ্যালকিন b) অ্যালকাইন c) অ্যালকেন d) অ্যালকোহল

1.8) ইথেন অণুর গঠন
a) চতুস্তলকীয় b) সমতলীয় c) সরলরৈখিক d) কোনওটিই নয়

1.9) LPG গ্যাসের প্রধান উপাদান নীচের কোনটি?
a) মিথেন b) ইথেন c) ইথিলিন d) বিউটেন

1.10) কার্বাইড বাতিতে যে গ্যাসটি জ্বলতে থাকে তা হল-
a) অ্যাসিটিলিন b) মিথেন c) ইথেন d) ইথিলিন

1.11) ডাইমিথাইল ইথারে কোন কার্যকরীমূলক উপস্থিত?
a) - CHO b) - O - c) - COOH d) - OH

1.12) - COOH গ্রুপকে বলা হয়
a) কার্বক্সিল b) কিটো c) হাইড্রক্সিল d) ফরমাইল

1.13) ইথেনে উপস্থিত সমযোজী বন্ধনের সংখ্যা
a) 7 b) 5 c) 9 d) 3

1.14) PVC-এর মনোমার হল -
a) ইথিলিন b) মিথাইল ক্লোরাইড c) টেট্রা ফ্লুরো ইথিলিন d) ভিনাইল ক্লোরাইড

1.15) ধাতব সোডিয়ামের সঙ্গে অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসটি হল -
a) নাইট্রোজেন b) হাইড্রোজেন c) অক্সিজেন d) কার্বন ডাইঅক্সাইড

উ: 1.1- d, 1.2- b, 1.3- b, 1.4- a, 1.5- b, 1.6- c, 1.7- c, 1.8- a, 1.9- d, 1.10- a, 1.11- b, 1.12- a, 1.13- a, 1.14- d, 1.15- b.

2. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নোত্তর (VSAQ) :

প্রশ্নমান-১

2.1) মিথেন অণুতে H-C-H বন্ধন কোণের মান কত?
উ: $109^0 28'$ ।

2.2) প্রথম অজৈব যৌগ থেকে আবিষ্কৃত জৈব যৌগের নাম কী?
উ: ইউরিয়া ।

2.3) কোন অজৈব যৌগ থেকে পরীক্ষাগারে সর্বপ্রথম ইউরিয়া প্রস্তুত করা হয়?
উ: অ্যামোনিয়াম সায়ানেট।

2.4) সরলতম জৈব অ্যাসিডটির নাম ও সংকেত লেখ।
উ: সরলতম জৈব অ্যাসিডটি হল ফরমিক অ্যাসিড ও এর সংকেত হল HCOOH।

2.5) কোন গ্যাস আলেয়া সৃষ্টি করে?
উ: মিথেন।

2.6) একটি জৈব গ্রিনহাউস গ্যাসের নাম লেখো।
উ: মিথেন ।

2.7) CNG-এর মূল উপাদান কী ?
উ: মিথেন।

2.8) রেক্টিফায়েড স্পিরিট কী?
উ: 95.6% ইথাইল অ্যালকোহল ও 4.4% জলের মিশ্রণকে রেক্টিফায়েড স্পিরিট বলে।

2.9) অ্যালকাইনের সমগণীয় শ্রেণির দ্বিতীয় যৌগের নাম লেখো।
উ: প্রোপাইন।

2.10) LPG সিলিন্ডারে দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটির নাম লেখো।
উ: ইথাইল মারকাপটান ।

2.11) প্রোপানোন ও প্রোপান্যালের মধ্যে কী ধরনের সমাবয়বতা দেখা যায়?
উ: কার্যকরী মূলকঘটিত সমাবয়বতা।

2.12) ননস্টিক বাসনপত্র তৈরিতে কোন পলিমারটি ব্যবহৃত হয়?
উ: টেফলন ।

2.13) কোন গ্যাস কৃত্রিম উপায়ে কাঁচা ফল পাকানোর কাজে ব্যবহৃত হয়?
উ: ইথিলিন।

2.14) মিথেনের সঙ্গে কোন মৌলের বিক্রিয়ায় মিথাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়?
উ: ক্লোরিন।

2.15) কোন ধর্মের জন্য কার্বন বহু সংখ্যক জৈব যৌগ গঠন করে?
উ: ক্যাটিনেশন ধর্ম।

(চলবে)

জলনির্গম প্রণালীর আলোচনা

দিলীপ মণ্ডল, *শিক্ষক*
বোনাপাড়া হাইস্কুল
জলপাইগুড়ি সদর

কোনও নদী অববাহিকায় প্রধান নদী, উপনদী এবং শাখানদী একসঙ্গে মিলিত হয়ে জ্যামিতিক আকারে যে নকশা তৈরি করে তাকে নদী নকশা বা জলনির্গম প্রণালী বলে।

এই নদী নকশা সম্পর্কে জানতে হলে বিভিন্ন প্রকার নদীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমাদের জানা দরকার।

i) অনুগামী নদী : ভূপৃষ্ঠের প্রাথমিক ঢাল অনুসারে যে নদী প্রবাহিত হয় তাকে অনুগামী নদী বলে। ক্ষয়চক্রের প্রাথমিক পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছিল বলে একে প্রাথমিক নদী বা initial River বলে। আবার শিলা স্তরের নতির দিকে প্রবাহিত হয় বলে একে নতি নদী বা Dip River বলে।

ii) পরবর্তী নদী : এই প্রকার নদীগুলি প্রাথমিক নদীর পরবর্তীতে উৎপত্তি লাভ করে অর্থাৎ অনুগামী নদী গঠনের পর, তার দুই দিক থেকে উৎপন্ন হয়ে অনুগামী নদীর সঙ্গে প্রায় সমকোণে মিলিত হয়। তাকে পরবর্তী নদী বলে। আয়াম বরাবর প্রবাহিত হয় বলে একে আয়াম নদী বা strike River বলে। কখনো-কখনো এদের আড়াআড়ি বা longitudinal River-ও বলে।

iii) পুনর্ভবা নদী : ক্ষয়চক্রের দ্বিতীয় পর্যায় যেসব নদী অনুগামী নদীর মতোই ভূমির প্রাথমিক ঢাল বরাবর তুলনামূলক একটু নীচু স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে পুনর্ভবা নদী বলে।

iv) বিপরা নদী : যেসব নদী অনুগামী নদীর বিপরীতে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ প্রাথমিক ভূমি ঢালের বিপরীতে প্রবাহিত হয়, তাকে বিপরা নদী বা বি নতি নদী বা ভৃগুতট নদী বলে।

v) পূর্ববর্তী নদী : ভূভাগের উত্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বা সংগতি রেখে যে নদী একই হারে নিম্নক্ষয় করে তার পূর্ব প্রবাহপথ বজায় রাখে, তাকে পূর্ববর্তী নদী বলে। উদা : শতদ্রু, অরুণ, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, তিস্তা।

vi) অধ্যারোপিত নদী : নবীন শিলাস্তরের ঢাল অনুসরণ করে প্রবাহিত নদী ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে, নীচের প্রাচীন শিলাস্তরে এসে পৌঁছালে নদী যদি নিজের প্রবাহপথ অক্ষুণ্ণ রেখে, নীচের প্রাচীন শিলাস্তরের উপর নিজেকে অধিষ্ঠিত বা অধ্যারোপিত করে, তাকে অধ্যারোপিত নদী বলে। উদা : মুড়ি থেকে চান্ডিল পর্যন্ত সুবর্ণরেখা নদী।

নদী নকশার শ্রেণিবিভাগ : নদী নকশা মডেলের প্রবর্তক ডব্লিউএস গ্লক বিভিন্ন প্রকার নদীর নকশার কথা বলেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জলনির্গম প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

● বৃক্ষরূপী জলনির্গম প্রণালী : গ্রিক শব্দ Dendron-এর অর্থ গাছ বা বৃক্ষ। সমসত্ত্ব বা সমধর্মী শিলায় কোন নদী অববাহিকায় প্রধান নদীর সঙ্গে উপনদী, শাখানদীগুলি সূক্ষ্মকোণে মিলিত হয়ে শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট গাছের মতো যে জলনির্গম প্রণালী সৃষ্টি করে, তাকে বৃক্ষরূপী নদী নকশা বলে। বৃক্ষরূপী নদীবিন্যাসের একটি বিশেষ রূপ হল পিনেট বা চুনট জলনির্গম প্রণালী। ইংরেজি পিনেট কথাটির অর্থ পাখির পালকের মতো। পৃথিবীর মধ্যে বৃক্ষরূপী জলনির্গম প্রণালী সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

উচ্চমাধ্যমিক ভূগোল

● জাফরিরূপী জলনির্গম প্রণালী : ইংরেজি 'Trellis' কথাটির অর্থ জাফরি। যখন কোনও নদী অববাহিকায় অনুগামী নদী, পরবর্তী নদী, পুনর্ভবা নদী, বিপরা নদী পরস্পরের সমকোণে অর্থাৎ ৯০ ডিগ্রি কোণে মিলিত হয়, তখন নদী বিন্যাসের সে জ্যামিতিক গঠন দেখতে অনেকটা জাফরির মতো মনে হয় , তাকে জাফরি রূপী জলনির্গম প্রণালী বলে। এর অপর নাম Grape Vine Drainage pattern। বেইলি উইলস-এর নামকরণ করেন। উদা : আরাবল্লী পর্বত ও দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে দেখা যায়।

● অঙ্গুরীয় আকার জলনির্গম প্রণালী : ডোম বা গম্বুজ আকৃতির ভূগঠনে বা পাহাড়ে পর্যায়ক্রমে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর থাকলে, গম্বুজের চারপাশে প্রায় গোল হয়ে প্রবাহিত নদীগুলির মাধ্যমে যে নদী নকশা গড়ে ওঠে, তাকে অঙ্গুরীয়কার জননির্গম প্রণালী বলে। ইংরেজি Annular কথাটির অর্থ 'আংটির মতো'।

● হেরিংবোন জলনির্গম প্রণালী : চ্যুতি ও দারনযুক্ত ভূগঠনে প্রধান নদীর সঙ্গে উপনদীগুলি পরস্পরের অভিমুখে মিলিত না হয়ে একটার পর একটা পরপর মিলিত হলে তা দেখতে অনেকটা হেরিং মাছের কাঁটার মতো মনে হয়। এই ধরনের নদী নকশাকে হেরিংবোন জলনির্গম প্রণালী বলে।

● আঁকশি বা বঁড়শিরূপী বা অসংগত নদী নকশা : ঊর্ধ্ব প্রবাহে মস্তকক্ষয়ের দ্বারা নদী গ্রাসের মাধ্যমে উপনদীগুলি প্রধান নদীর সঙ্গে উত্তল বাক নিয়ে স্থূলকোণে

মিলিত হলে এই ধরনের নদী নকশা গড়ে ওঠে। উদাহরণ : গোদাবরী ইন্দ্রাবতী নদীর সংযোগস্থলে দেখা যায়।

● বিনুনিরূপী নদী নকশা : বদ্বীপ প্রবাহে নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয় এবং পুনরায় প্রধান নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মেয়েদের চুলের বিনুনির ন্যায় যে নদী নকশা গড়ে তোলে, তাকে বিনুনিরূপী জলনির্গম প্রণালী বলে। নদী চরের চারপাশে শাখানদী দ্বারা গড়ে ওঠা নদী নকশাকে অনাস্টোমোজিং বলে। উদাহরণ : সুন্দরবন অঞ্চলে এই ধরনের নদী নকশা দেখা যায়।

*** কোন কোন ভূগঠনে কী কী নদী নকশা গড়ে ওঠে?**

a) একনত বা সমনত ভূগঠন এবং ভাঙযুক্ত ভঙ্গিল ভূগঠনে জাফরিরূপী নদী নকশা গড়ে ওঠে।

b) গম্বুজ ভূগঠনে অঙ্গুরীয় আকার নদী নকশা। উচ্চভূমি যথা ব্যাথোলিথ, ড্রামলিন, ইনসেলবার্জ ইত্যাদিতে কেন্দ্র বিমুখ জলনির্গম প্রণালী দেখা যায়।

c) অবনমিত ভূভাগ যথা প্লায়া হ্রদ, ক্যালডেরা, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ইত্যাদিতে কেন্দ্রমুখী জলনির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে।

d) চ্যুতি ও দারনযুক্ত অঞ্চলে আয়তাকার ও হেরিংবোন নদী নকশা গড়ে ওঠে এবং সমধর্মী সমসত্ত্ব শিলা তথা অনুভূমিক ভূগঠনে সমান্তরাল ও বৃক্ষরূপী জলনির্গম প্রণালী গড়ে ওঠে।

*** নিমজ্জনশীল ও প্রসারণশীল নদীর বৈশিষ্ট্য কী?**

ক্ষয়ের শেষ সীমার ধনাত্মক পরিবর্তনের ফলে ডুবন্ত মোহনা বিশিষ্ট নদীকে নিমজ্জনশীল নদী বলে। এই নদীর দৈর্ঘ্য ক্রমাগত কমতে থাকে।

ক্ষয়ের শেষ সীমার ঋণাত্মক পরিবর্তনের ফলে ক্রমবর্ধমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নদীকে প্রসারণশীল নদী বলে। এই নদীর দৈর্ঘ্য ক্রমবর্ধমান।

পরিবেশ, সম্পদ ও সংরক্ষণ

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

১) জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র কী?
উঃ যে চক্রাকার পথে জীবদেহের গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলগুলি (C, H, O, N, P, S, Ca) পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয়ে পরিবেশে মৌলগুলির সমতা বজায় রাখে তাকে জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্র বলে।

২) জীবদেহে নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তা কী?
উঃ জীবকোষ গঠনের প্রধান উপাদান হল প্রোটিন এবং এই প্রোটিনের প্রধান উপাদান হল নাইট্রোজেন। অর্থাৎ, জীবদেহের কোষ ও বিভিন্ন কোষীয় উপাদানগুলির গঠনের জন্য নাইট্রোজেন প্রয়োজন।

৩) মাটিতে নাইট্রোজেন কী অবস্থায় থাকে?
উঃ মাটিতে নাইট্রোজেন নাইট্রেট ও নাইট্রাইট লবণ হিসেবে থাকে।

৪) মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যাকটিরিয়ার ভূমিকা কী?
উঃ Azotobacter, Clostridium প্রভৃতি স্বাধীনজীবী ব্যাকটিরিয়া, Rhizobium এর ন্যায় মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়া এবং Anabaena, Nostoc প্রভৃতি সায়ানোব্যাকটিরিয়া সরাসরি বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করে মাটির নাইট্রোজেন যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এইসব ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যুর পরে তাদের দেহের নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগগুলি মাটিতে মিশে যায় ও নাইট্রোজেনের আবদ্ধকরণ ঘটে। এইভাবে মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাকটিরিয়া মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫) নাইট্রিফিকেশন কী?
উঃ যে পদ্ধতিতে মাটির অ্যামোনিয়া বিভিন্ন প্রকার নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়ার (যথা, Nitrosomonus, Nitrobacter) দ্বারা প্রথমে নাইট্রাইট ও পরে নাইট্রেটে পরিণত হয় তাকে নাইট্রিফিকেশন বলে।

৬) ডিনাইট্রিফিকেশন কী?
উঃ যে প্রক্রিয়ায় কিছু ডি নাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া (যথা - Pseudomonas, Thiobacillus) মাটির নাইট্রেটকে বিয়োজিত করে নাইট্রোজেনে পরিণত করে এবং তা বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় তাকে ডিনাইট্রিফিকেশন বলে।

৭) পতঙ্গভুক উদ্ভিদের পাতাগুলি বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয় কেন?
উঃ পতঙ্গভুক উদ্ভিদরা যে মাটিতে জন্মায় সেখানে নাইট্রোজেনের ঘাটতি দেখা যায়। নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটানোর জন্য এরা পতঙ্গ ধরে। সেইজন্য এই

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

উদ্ভিদের পাতাগুলি বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয়। এরা প্রোটিনভঙ্গক উৎসেচকের সাহায্যে প্রাণীজ প্রোটিনকে ভেঙে সরলতর করে যা উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত হয়। যেমন- কলসপত্রী, সূর্যশিশির প্রভৃতি।

৮) ডাল জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় কেন?
উঃ ডাল এক ধরনের শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদ। এদের মূলে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটিরিয়া অর্বুদ (Nodule) তৈরি করে মিথোজীবীরূপে বাস করে। এই ব্যাকটিরিয়া বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি মুক্ত নাইট্রোজেনকে শোষণ করে তার কিছুটা আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে সরবরাহ করে ও বাকি নিজ দেহে সঞ্চয় করে রাখে। ব্যাকটিরিয়া তাদের কোষস্থিত উৎসেচকের সহায়তায় গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে বিজারিত করে অ্যামোনিয়ায় পরিণত করে। উদ্ভিদগুলির মৃত্যুর পর ওই নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ (অ্যামোনিয়া) মাটিতে মিশে যায়। ফলে মাটিতে নাইট্রোজেন যৌগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং মাটি উর্বর হয়।

৯) প্রাণীরা নাইট্রোজেন মৌলটি কোথা থেকে পেয়ে থাকে?
উঃ প্রাণীরা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন কিংবা প্রাণীজ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থেকে নাইট্রোজেন মৌলটি পেয়ে থাকে।

১০) Nif-genes কী?
উঃ রাইজোবিয়াম নামক মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়ার দেহস্থ যে সকল জিন নাইট্রোজিনেজ উৎসেচক সংশ্লেষণে ও সক্রিয়করণের মাধ্যমে নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সাহায্য করে তাদের Nif-genes বলে।

১১) নাইট্রোজেনের কোন যৌগ বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী?
উঃ নাইট্রাস অক্সাইড।

১২) সবুজ সার কী?
উঃ শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের (ডালজাতীয় উদ্ভিদ) মূলে ব্যাকটিরিয়া কর্তৃক নাইট্রোজেন আবদ্ধ হয়। শিম্বগোত্রীয় গাছ চাষ করে, ওই গাছগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে ও পচিয়ে সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, একে সবুজ সার বলে।

কার্নিভালের ডিউটিতে চিকিৎসককে হেনস্তা

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : কার্নিভালের ডিউটিতে গিয়ে পুলিশের কাছে হেনস্তার শিকার হলেন পুরনিগমের চুক্তিবদ্ধ চিকিৎসক হীরকব্রত সরকার। অভিযোগ, তাঁকে সাধারণ মানুষের সামনে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছেন পুলিশকর্মীরা। এমনকি তাঁর মোবাইলও ছিনিয়ে নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, দুষ্কৃতী হিসেবে বিবেচিত করে তাঁকে জোরজবরদস্তি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসিয়ে রাখা হয়। শিলিগুড়ি থানায়ও ওই চিকিৎসককে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় বসিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। শেষমেশ তাঁর বাবা এলে ব্যক্তিগত জামিনে ছাড়া পান।

ইতিমধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার সহ দার্জিলিংয়ের সিএমওএইচ-কে জানিয়েছেন ওই চিকিৎসক। তাঁর বক্তব্য, 'আমি বিষয়টি দপ্তরে জানিয়েছি। দপ্তর যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে।' দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে। এনিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলব। আমরা বিষয়টি দেখছি।'

এদিকে, গোটা ঘটনায় ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে পালটা উইনার্স টিমের কর্মীদের গায়ে হাত দেওয়ার অভিযোগে জেনারেল ডায়েরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং।

কাঠগড়ায় পুলিশ

তাঁর বক্তব্য, 'ওই ব্যক্তি অত্যন্ত খারাপ আচরণ করছিলেন। উইনার্স টিমের সদস্যদের ইউনিফর্মেও হাত দেন। চিকিৎসক হিসেবে তিনি নিজেকে পরিচয় দিলে তাঁর কাছে আই কার্ড চাওয়া হয়। তিনি তা দিতে পারেননি। এরপর কার্নিভালের ডিউটি কার্ড চাইলে সেটাও দেখাতে পারেননি। এই কারণে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসকের বাবা এলে পিআর বন্ডে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জেনারেল ডায়েরির ভিত্তিতে পরবর্তী তদন্ত চলবে।'

অন্যদিকে, চিকিৎসক হীরকব্রত সরকার শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনারকে দেওয়া অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, ঘটনার দিন রাত দশটা থেকে এয়ারভিউ মোড়ে কার্নিভালের ডিউটিতে ছিলেন তিনি। যদিও সেই ডিউটিতে যোগ দেওয়ার জন্য ঢুকতে গেলে মহিলা পুলিশকর্মী তাঁকে হেনস্তা করেন।

কী অভিযোগ

- চিকিৎসক রাত দশটা থেকে এয়ারভিউ মোড়ে কার্নিভালের ডিউটিতে ছিলেন
- ডিউটিতে যোগ দেওয়ার জন্য ঢুকতে গেলে মহিলা পুলিশকর্মী তাঁকে হেনস্তা করেন

তাঁর অভিযোগ, 'এক আইপিএস কর্তার গায়ে হাত দেওয়ার অভিযোগ তুলে ওরা আমাকে সাধারণ মানুষের সামনে মারধর শুরু করেন। এমনকি মোবাইল ফোনও কেড়ে নেন।' এইসময় নিজের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলেও পুলিশ সেটা শোনেনি বলে অভিযোগ চিকিৎসকের। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে যাওয়া হয়।

হীরকব্রতর বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি থানায় আমাকে দুই ঘণ্টার ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে ব্যক্তিগত জামিনে ছাড়ে। ঘটনাটি আমার কাছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এবং লজ্জাজনক।'

কমলার অঙ্গসজ্জা। বুধবার শিলিগুড়িতে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

রাতেই ঘরে ঘরে ধনদেবীর বন্দনা

পিছু ধাওয়া পুরোহিতের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : রাত বারোটাতেও পুরোহিত নিয়ে টানাটানি। কোজাগরি পূর্ণিমা শুরু হতেই ঘরে ঘরে ধনদেবীর আরাধনায় মাতলেন গৃহলক্ষ্মীরা। বুধবার রাত আটটার পর তিথি শুরু হতেই উলুধ্বনি, শঙ্খ বাজিয়ে ঘরে ঘরে শুরু হয় পুজো। এ বছর বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত পূর্ণিমা থাকলেও অনেকেই এদিন রাতেই পুজো করেন।

সারাদিন উপোস করে থাকলেও দেবী আরাধনায় উৎসাহে খামতি নেই গৃহলক্ষ্মীদের। নারকেল, তিল, মুরকি, খিচুড়ি, পায়েস সহ আরও অনেক খাবার দেওয়া হল ভোগের থালায়। সকাল থেকেই অনেক বাড়িতে আলপনা থেকে ভোগ রান্নার তোড়জোড় শুরু হয়।

পুজোর জন্য মঙ্গলবার থেকেই সবজি থেকে ফল বাজারে ক্রেতাদের ভিড় দেখা যায়। বুধবার রাত থেকে পুজো যে অনেকেই করবেন তার আন্দাজ পেয়ে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত লক্ষ্মী প্রতিমা বিক্রিও করেছেন মৃৎশিল্পীরা। এদিন কালীবাড়ি রোড, স্টেশন ফিডার রোড, বিধান রোড, ফুলেশ্বরী বাজার, গেটবাজার সহ বিভিন্ন বাজারে ক্রেতাদের ভিড় দেখা গিয়েছে। মিলনপল্লির বাসিন্দা সোহিন্দ্রী সেন বলেন, 'লক্ষ্মীপুজো প্রতি বছরই বাড়িতে ধুমধাম করে হয়। এবার তো সকাল থেকেই আয়োজন শুরু করেছি। ভোগ রান্না থেকে আলপনা সবকিছুই একা হাতে করেছি।' তবে সোহিন্দ্রীর মতো ঘরে ভোগের রান্না কিন্তু প্রধাননগরের রানি দাশগুপ্ত করেননি। বরং তাঁর ভরসা ছিল অনলাইনে ভোগ অর্ডার। সারাদিন উপোস থেকে নিজের বুটিক সামলে তারপর যে ভোগ রান্না করার এনার্জি আর নেই তা জানিয়েছেন তিনি। তবে মূর্তির সামনে স্টিকার নয়, বরং খড়িমাটি দিয়ে আলপনা দিয়েছেন তিনি।

প্রধাননগরে গৃহলক্ষ্মী। ছবি : সূত্রধর

তিথি দু'দিন

- বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত পূর্ণিমা থাকলেও অনেকেই রাতেই পুজো করেন
- পুজোর জন্য মঙ্গলবার থেকেই সবজি থেকে ফলবাজারে ক্রেতাদের ভিড় দেখা যায়
- বিভিন্ন বাজারে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত লক্ষ্মী প্রতিমা বিক্রিও করেছেন মৃৎশিল্পীরা
- পুরোহিত যাতে হাতছাড়া না হন সেজন্য অনেককে তাঁর পিছু নিতে দেখা যায়

এদিন গৃহলক্ষ্মীদের পাশাপাশি পুরোহিতদেরও ছিল চরম ব্যস্ততা। কারও আবদার পূর্ণিমা লাগতেই আমার বাড়িতে প্রথমে পুজো করতে হবে। কেউ আবার সময় বেঁধে দিয়েছেন। তবে পুরোহিত যাতে একবাড়ি থেকে অন্য বাড়ি চলে না যান সেজন্য অনেকে তাঁর পিছু নেন। দেশবন্ধুপাড়ায় পুজো করতে এসে আশিস চক্রবর্তী বলেন, 'ভেবেছিলাম রাতে পুজো কম হবে কিন্তু দেখছি অনেকেই আজকে পুজো করছেন। আজই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বৃহস্পতিবার যে কী করব। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি পুজো করতে যেতে হচ্ছে রাতেও।' তাঁর মতোই অবস্থা শান্তিপাড়ার পুরোহিত হিরন্ময় বাগচীর। তিনি জানান, বুধবার পুজো করার বরাত পেয়েছিলাম দুটো। কিন্তু এক বাড়িতে পুজো করতে এসে আরেক বাড়িতে ডাক পড়ছে। রাত দশটা পর্যন্ত চারটে বাড়িতে পুজো করা হয়ে গিয়েছে। গৃহলক্ষ্মীর আরাধনায় অনেক রাত পর্যন্ত শোনা যায় উলুধ্বনি, শাঁখের শব্দ।

প্রতিমা কিনতে বিধান রোডে গৃহস্থবাড়ির কর্ত্রী। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

ইসলামপুরে অভিযান প্রশাসনের

সবজির দাম বাঁধার উদ্যোগ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৬ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে অগ্নিমূল্য শাকসবজি। বাজারে গিয়ে দাম শুনে ঘাম ঝরছে জনতার। শিলিগুড়ি তো বটেই, ইসলামপুরও তার ব্যতিক্রম নয়।

পুজোর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গ্রাম থেকে শহরের বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালিয়ে দাম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু পুজোর মরশুমে নজর ঘুরতেই ফের শাকসবজির দাম বেড়ে গিয়েছে। দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারি নির্দেশে পুনরায় মাঠে নামলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির কর্মীরা। বুধবার ইসলামপুর পুরসভার খুচরো সবজি বাজারে অভিযান চালান তাঁরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ইসলামপুর থানার পুলিশকর্মীরাও।

উত্তর দিনাজপুর জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির মার্কেট অ্যাসিস্ট্যান্ট আনন্দকুমার ঝা বলছেন, 'অনেক দিন ধরেই বেশি দামে শাকসবজি বিক্রির অভিযোগ আসছিল। তাই এদিন সরকারি নির্দেশে আমরা পুরসভার খুচরো সবজি বাজারে অভিযানে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি, সত্যিই অনেক বেশি দামে সবজি বিক্রি হচ্ছে। এই বিষয়ে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে কীভাবে দাম নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই চেষ্টা করব।'

এদিন সকাল আটটা নাগাদ পুরসভার সবজি বাজারে অভিযান শুরু হয়। প্রথমদিকে নিয়ন্ত্রিত বাজারের কর্মী এবং পুলিশকর্মীদের দেখে বিক্রেতারা সবজির দাম কম বললেও ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে যখন কর্মীরা আলাদা আলাদাভাবে বিক্রেতাদের কাছে দাম শুনতে যান, তখন সেই একই সবজির দাম কেজি প্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়ে যায় বলে দাবি করেন নিয়ন্ত্রিত বাজারের কর্মীরা। তাঁরা এদিন বাজার যাচাই করে দেখেছেন, পাইকারি দামের সঙ্গে খুচরা দামের অনেকটাই তফাত। আদিত্য দাস নামে এক ক্রেতা বলছেন, 'বাজারে শাকসবজিতে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। এভাবে জিনিসের দাম বাড়তে থাকলে বেতনের টাকা দিয়ে সংসার চালানো মুশকিল হয়ে যাবে। দ্রুত শাকসবজির দাম নিয়ন্ত্রণ করতে এইসব জিনিসের দাম কেজি প্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা বেড়ে যায়।

ইসলামপুর খুচরো সবজি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সমীর সমাদ্দার বলছেন, 'পুজোর মরশুমে জোগান কম থাকায় এমনিতেই সবজির দাম বেড়ে যায়। তার উপর প্রতি বস্তায় অনেক সবজি খারাপ বের হয়। তাই বাধ্য হয়েই বিক্রেতারা সবজির দাম বাড়িয়ে দেন। আমাদের কিছু করার নেই।'

বিস্তর ফারাক

- পুজোর মরশুমে প্রশাসনের নজর ঘুরতেই ফের শাকসবজির দাম বেড়ে গিয়েছে
- এদিন বাজার যাচাই করে দেখা গিয়েছে, পাইকারি ও খুচরা দামে অনেকটাই তফাত
- প্রশাসনের দল এদিন প্রথমে দলবদ্ধভাবে ও পরে পৃথকভাবে দাম যাচাই করে দেখেছে

সবজি বাজারে অভিযানে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির প্রতিনিধিরা। ইসলামপুরে।

মোটরবাইক সহ দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : মাটিগাড়ার একটি আবাসন থেকে চুরি যাওয়া মোটরবাইক সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুমন্ত বিশ্বাস। সে ভক্তিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৭ অক্টোবর ওই আবাসনে কাজে এসেছিলেন এক ব্যক্তি। পরে বেরিয়ে দেখেন, তাঁর বাইক উধাও। ১০ তারিখ মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। শুরু হয় তদন্ত। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার রাতে সুমন্ত ওই বাইকটি বিক্রির জন্য মাটিগাড়ার একটি শপিং মলের কাছে নিয়ে আসে। সেখান থেকে পুলিশ সুমন্তকে বাইক সহ গ্রেপ্তার করে। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

স্মারক সম্মান ইতিহাসবিদকে

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : বুধবার ইতিহাসবিদ ইছামুদ্দিন সরকারকে অধ্যাপক শংকরপ্রসাদ বসু স্মৃতি সংবর্তিকা স্মারক সম্মান (২০২৪) দেওয়া হল বুধবার। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্যরা এদিন ইছামুদ্দিনের শিবমন্দিরের বাড়িতে গিয়ে সম্মান জানান। পার্থপ্রতিম মিত্র, সঞ্জয় রায়, শেষাদ্রী বসু সহ অনেকেই হাজির ছিলেন ইতিহাসবিদকে সম্মান জানাতে।

পূর্বাচল ক্লাবের অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : বুধবার শিলিগুড়ির দুধ মোড়ে পূর্বাচল ক্লাবের তরফে বিজয়ার উপলক্ষ্যে স্থানীয় ও বাইরের শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ক্লাবের পুজোমণ্ডপে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

ভুয়ো ডেলিভারি বয় থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : সম্প্রতি ভুয়ো কর্মীর বেশে একাধিক চুরির ঘটনায় রীতিমতো চিন্তায় পুলিশ। ভুয়ো কর্মী সেজে চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে তা মনে করছেন পুলিশকর্তারা। ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'ইউনিফর্ম পরা ভুয়ো কর্মী সেজে কিছু চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। আমরা সাধারণ মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করছি। সিসিটিভি ক্যামেরার ওপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছি। তাছাড়া এই গ্যাংগুলিকেও শনাক্ত করে আমরা গ্রেপ্তার করছি।'

সম্প্রতি মাটিগাড়া এলাকায় একের পর এক গ্যাস সিলিন্ডার চুরির ঘটনায় চাপে পড়ে পুলিশ। পুলিশের কাছে শুধু অভিযোগ আসছিল, গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারি বয়ের পোশাক পরেই একজন এসে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে চলে যাচ্ছে। পরে আর ফিরছে না। শেষমেশ পুলিশ ওই দুষ্কৃতী সহ তাঁর শাগরেদকেও ধরতে সমর্থ হয়।

এরমধ্যেই আবার মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে ফাস্ট সুড চেইনের একটি দোকানে চুরি হয়। সেখানেও ওই দোকানে ব্যবহার হওয়া ইউনিফর্ম পরেই দুষ্কৃতী চুরি করতে এসেছিল। প্রশ্ন উঠছে, এধরনের পোশাক ওই দুষ্কৃতীরা পাচ্ছে কোথা থেকে? পুলিশকর্তাদের কথায়, এধরনের পোশাক যে কোনও জায়গাতেই বানানো যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকেই অনেক বেশি সচেতন হতে হবে বলে মনে করছেন তাঁরা। পুলিশের পরামর্শ, অচেনা কর্মী কিংবা মানুষকে দেখলে তাঁর আইডেন্টিটি কার্ড ভালো করে পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। নইলে যে কোনও সময় এধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন সাধারণ মানুষ। ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের কথায়, 'আমরা এ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে নজরদারি রাখছি।'

বাজারে দীপাবলির কেনাকাটা শুরু

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : উমার বিদায়ের ক্ষতে মলম লাগাচ্ছে শ্যামার আগমনের অপেক্ষা। দুর্গাপুজোর রেশ কাটিয়ে শহরের বাজার এখন ব্যস্ত কালীপুজো ও দীপাবলির প্রস্তুতিতে। নয়াবাজার থেকে বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থান, শেঠশ্রীলাল মার্কেট, হংকং মার্কেটের পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত বাজারের ব্যবসায়ীরা দোকানে সামগ্রী গুছিয়ে নিচ্ছেন। টানা পরিশ্রমের ক্লান্তি দূরে সরিয়ে কেউ নতুন জুতোর সম্ভার নিয়ে হাজির, কেউ আবার জামাকাপড়ের ট্রেন্ডিং কালেশকন সাজিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায়। রয়েছে নানা রঙের টুনিবালব, নজরকাড়া নকশার বাতি, ইলেক্ট্রিক প্রদীপ ইত্যাদি।

দীপাবলির বাজার করতে বিধান মার্কেটে এসেছিলেন রমন আগরওয়াল। সঙ্গে ছিল তাঁর পরিবার। দুর্গাপুজোয় আনন্দে শামিল হলেও তাঁদের পরিবারের কাছে এই উৎসবের আলাদা গুরুত্ব। রমনের কথায়, 'প্রতিবছর দুর্গাপুজোর পর অর্থাৎ কালীপুজোর আগে বাজার করি। এবারও এসেছি।' বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী রাজীব সাহার ব্যাখ্যা, 'দুর্গাপুজোর বাজারের পর আমরা দীপাবলির বেচাকেনার অপেক্ষায় থাকি। দুর্গাপুজোয় বেশ ভালো বিকিকিনি হয়েছে, আশা করছি এবারেও হবে।' রাজীবের মতোই আশাবাদী জুতো ব্যবসায়ী অখিল সাহা।

বাজারে ফের সাজোসাজো রব। ব্যবসায়ী নিলয় সাহার অভিজ্ঞতা, 'দীপাবলির বাজারে বেশিরভাগে ক্রেতা অবাঙালি, যেমন দুর্গাপুজোয় বেশিরভাগ ক্রেতা বাঙালি।' দুর্গাপুজোর আগেই কিছু সামগ্রীর অর্ডার দিয়েছিলেন সৌমেন ঘোষ। সেগুলো এখনও এসে না পৌঁছানোয় দুশ্চিন্তা হচ্ছে তাঁর। বিধান মার্কেটের এই ব্যবসায়ীর কথায়, 'এখনও জিনিস আসেনি, দোকানে তেমন মাল নেই। দোকান সাজাতে না পারলে অসুবিধা হবে।'

প্রতিবছর নিত্যনতুন নকশা বাতি ওঠে বাজারে। সেসবের খোঁজে অনেকেই ঢুঁ মারছেন। নিবেদিতা মার্কেটে এদিন রাকেশ দত্ত বললেন, 'আমাদের বাড়িতে কালীপুজো হয়, তাই দুর্গাপুজোয় যেমন কেনাকাটা হয়, তেমন কালীপুজোতেও হচ্ছে। তাই বাজারে এসেছি।' দীপাবলি উপলক্ষ্যে বাড়িতে আত্মীয় আর ছেলেমেয়েরা আসছে। তাই বিধান মার্কেটে সবার জন্য জামাকাপড় কিনতে এসেছেন অমরেশ শর্মা-সুপ্রিয়া শর্মা। জানালেন, ছেলেমেয়ে চাকরিসূত্রে বাইরে থাকে। দীপাবলিতে সবাই একসঙ্গে হয়। উৎসবের কেনাকাটা করতে এসেছেন তাই।

আলোর উৎসবে

- টানা পরিশ্রমের ক্লান্তি মুছে নতুন জুতোর সম্ভার নিয়ে হাজির বিক্রেতারা
- দোকানে দোকানে জামাকাপড়ের ট্রেন্ডিং কালেশকন সাজিয়ে ক্রেতার অপেক্ষা
- নজর কাড়ছে নানা রঙের টুনিবালব, নজরকাড়া নকশার বাতি, ইলেক্ট্রিক প্রদীপ
- দুর্গাপুজোর মতোই ভালো কেনাবেচার আশায় ব্যবসায়ীরা

শাহি সফরে জল্পনা পদ্মে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : '২৬-এর লক্ষ্যপূরণে প্রস্তুতি '২৪-এ।

বাংলা দখলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে লড়ার আগেই বঙ্গ বিজেপিতে ব্যাপক রদবদল ঘটছে। এখনই রাজ্য সভাপতির পদে পরিবর্তন ঘটছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু বছর ঘোরার আগেই জেলা থেকে মণ্ডল পর্যন্ত, বিভিন্ন সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যে খোলনলচে পালটে দেওয়া হবে, তা স্পষ্ট। 'সদস্যতা অভিযান'কে সামনে রেখে অমিত শা আগামী ২৪ অক্টোবর কলকাতায় এলেও, এর পিছনে ভোটের অঙ্ক রয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। সাংগঠনিক রদবদলের 'পালস' বুঝতেই বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতির বঙ্গ সফর বলে মনে করা হচ্ছে। যে কারণেই প্রতিটি জেলার বাছাই করা পদাধিকারীদের বৈঠকটিতে উপস্থিত থাকতে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্তরের এক নেতার কথায়, 'শুধুমাত্র সদস্য সংগ্রহের গতিপ্রকৃতি দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন, তা হতে পারে না।

সংঘের পরামর্শ

- ২৪ অক্টোবর কলকাতায় আসছেন অমিত শা
- প্রতিটি জেলার বাছাই করা পদাধিকারীদের বৈঠকে থাকার নির্দেশ
- বাংলা দখলের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে রদবদলের পরামর্শও দিয়েছে সংঘ পরিবার
- অমিত শা সেই কারণেই বঙ্গ সফরে আসছেন বলে জল্পনা দলের অন্দরে

এর পিছনে অন্য অঙ্ক রয়েছে বুঝতে হবে।' আরজি কর কাণ্ডের আবহে তপ্ত বাংলা। শাসক বিরোধী জনরোষ সর্বত্রই, যা ভোটের অঙ্কে পুঁজি করতে চায় গেরুয়া শিবির। কিন্তু সাংগঠনিক রদবদল না হলে যে বাংলার জনতার রায়কে ভোটবাক্স পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তা মনে করছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। লোকসভা নির্বাচন পরবর্তীতে আরএসএস থেকে যে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে, তাতেও তা স্পষ্ট। সূত্রের খবর, '১৯-এর ফল ধরে রাখতে না পারার পিছনে সাংগঠনিক দুর্বলতার কথাই বিজেপি নেতৃত্বকে জানিয়েছে আরএসএস। বাংলা দখলের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে রদবদলের পরামর্শও দিয়েছে সংঘ পরিবার। সম্প্রতি আরএসএস নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের। ওই বৈঠকেও বিষয়টি উঠে এসেছে। বৈঠকের জেরেই অমিত শা বঙ্গ সফরে আসছেন বলে দলের একটি সূত্র জানাচ্ছে।

আরজি কর কাণ্ডের জেরে সদস্যতা অভিযান বন্ধ রেখেছিল বিজেপি, যা নতুন করে শুরু হচ্ছে ১ নভেম্বর। চলবে এক মাস ধরে। তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর জেরে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বিজেপির সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও আগ্রহ বাড়বে বলে মনে করছেন বঙ্গ বিজেপির নেতারা। কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের দলের দিকে টেনে আনা যায়, সেই 'টিপস' দিতে শা আসছেন বলে তাঁদের ধারণা। কিন্তু প্রত্যেক জেলা সভাপতি, জেলা কমিটিগুলির সাধারণ সম্পাদক, জনপ্রতিনিধি এবং ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটির অন্তত পাঁচ সদস্যর বৈঠকে উপস্থিত বাধ্যতামূলক হওয়ার পিছনে রয়েছে ভোটেরই অঙ্ক। যদিও বিষয়টি নিয়ে তেমনভাবে কেউ মুখ খুলছেন না। যেমন জলপাইগুড়ির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী বলছেন, 'বৈঠকে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে দল নির্দেশ দিয়েছে। সদস্যতা অভিযান এবং সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে শুনেছি।' একই বক্তব্য শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের।

দলীয় সূত্রে খবর, অমিত শা কলকাতা থেকে ফিরে যাওয়ার পর চলতি মাসের শেষে দিল্লিতে রাজ্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ওই বৈঠকেই সাংগঠনিক খোলনলচে বদলের বার্তা দেওয়া হবে। সদস্যতা অভিযান শেষ হলেই সাংগঠনিক ক্ষেত্রে রদবদল প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। ওই প্রক্রিয়া শেষ করা হবে নতুন বছর শুরু হওয়ার আগেই। 'বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন কমিটিকে অন্তত এক বছর সময় দেওয়া উচিত। ফলে সাংগঠনিক রদবদল ঘটলে, তা চলতি বছরের মধ্যেই করতে হবে', বলছেন উত্তরবঙ্গের এক বিধায়ক।

কাদের ঘাড়ে কোপ পড়ে, এখন সেটাই দেখার।

ও মাঝি রে...

বালুরঘাটের পাগলিগঞ্জ এলাকায় মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

দুই বাড়িতে শোকের ছায়া

বাইক কেনাই কাল হল প্রীতমের

সমীর দাস ও নীহাররঞ্জন ঘোষ

হাসিমারা ও মাদারিহাট, ১৬ অক্টোবর : দিনকয়েক আগেই বাইক কিনেছিলেন। বানিয়েছিলেন ড্রাইভিং লাইসেন্সও। সেই বাইক কেনাই শেষ পর্যন্ত কাল হল কালচিনি ব্লকের সুভাষিণী চা বাগানের বাসিন্দা প্রীতম রাইয়ের (১৯)। ওই তরুণ গোর্খা সম্প্রদায়ের 'দসাই' উৎসবে শামিল হতে তাঁর বন্ধু মাদারিহাটের তরুণ দীজরাজ ছেত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়া দশমীর সকালে নেপালে মামাবাড়ি গিয়েছিলেন। বুধবার ফিরতে গিয়েও ফেরা আর হল না তাঁদের। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান দুজনই। ফেরার পথে ওদলাবাড়ির কাছে মংপং পুলিশ আউটপোস্ট পেরিয়ে একটি সেতুর কাছে ছোট গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বাইকটির। দুজনকেই পুলিশ ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ওদলাবাড়ি যান প্রীতমের বাবা রঞ্জিৎ রাই ও তাঁর মা সহ প্রতিবেশীরা।

তিন বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে প্রীতম সবচেয়ে ছোট। বাকরুদ্ধ প্রীতমের বাবা-মা। সুভাষিণী চা বাগানের হসপিটাল লাইনে শোকের ছায়া। প্রীতমের বাবা রঞ্জিৎ সুভাষিণী চা বাগানের কর্মী। এছাড়াও তিনি তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বাগান কমিটির সভাপতি। এদিন সকালে নেপাল থেকে রওনা দেওয়ার আগে বাড়িতে ফোন করেছিলেন প্রীতম। বাবা-মা তাঁকে বলেছিলেন সাবধানে বাইক চালাতে। তার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুর্ঘটনার খবর পৌঁছায় প্রীতমের বাড়িতে। চলতি বছর প্রীতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। প্রীতমের প্রতিবেশী করমপাল বড়াইকের কথায়, 'দুর্গাপুজোর মেলায় ছেলেটা সকলের সঙ্গে হাসিমুখে ঘুরল। কিন্তু তার কয়েকদিনের মধ্যে এমন পরিণতি হবে ভাবতেই পারছি না।'

দুর্ঘটনায় মৃত অপর তরুণের দাদু জঙ্গিবীর ছেত্রীকে ২০১৮ সালের ৯ জুন সকালে নিজের বাড়ির উঠোনে পিষে মেরেছিল হাতি। ৬ বছর পর নাতি দীজরাজ ছেত্রীর (১৮) মৃত্যু হল বাইক দুর্ঘটনায়। বাবা ধীরাজ ছেত্রী পেশায় মাদারিহাট থানার হোমগার্ড। এই ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা মাদারিহাটে। মাদারিহাট উত্তর ছেকামারির এই তরুণের লক্ষ্য ছিল নেভি অফিসার হওয়ার। সেইজন্য দিল্লিতে স্পেশাল কোচিং ক্লাসও করছিলেন।

পিসি সুনিতা ছেত্রী জানালেন, ৬ নভেম্বর দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়েছিলেন দীজরাজ। বাবা ধীরাজ ছেত্রী ভেঙে পড়েছেন। বললেন, 'বাবাকে ছয় বছর আগে বাড়ির উঠোনেই হাতি পিষে মেরেছিল। সেই শোক কাটতে না কাটতেই গত বছর ৪ মার্চ অসুখ হয়ে মা মারা যান। এখন বড় ছেলেও চলে গেল। ছেলে একেবারে বন্ধুর মতো ছিল।' বুধবার দীজরাজের বাড়িতে শোকার্ত আত্মীয়দের ভিড়। আরেক পিসি সাবিত্রী ছেত্রী সিকিম থেকে রওনা দিয়েছেন। এই পিসির কাছে থেকেই দশম শ্রেণি পর্যন্ত দীজরাজ পড়াশোনা করেছিলেন। দীজরাজের বাবার কথায়, 'বুধবার দুজনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেরি হওয়ায় আর ময়নাতদন্ত হয়নি।'

দুর্ঘটনায় মৃত দীজরাজের বাড়িতে শোকের ছায়া। মাদারিহাটে।

নেপাল থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত ২

ওদলাবাড়ি, ১৬ অক্টোবর : ছোট ট্রাকের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষে দুই বাইক আরোহীর মৃত্যু হল। বুধবার মংপংয়ের কাছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃতরা হলেন প্রীতম রাই ও রাজ ছেত্রী।

এদিন সকালে জাতীয় সড়কের মংপং পুলিশ আউটপোস্ট পেরিয়ে রুংডু সেতুর কাছে একটি ছোট ট্রাকের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ দুই তরুণকে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নেপালি সম্প্রদায়ের দশমী টিকা পর্বের রীতি মেনে এক নিকটাত্মীয়ের আশীর্বাদ নিতে প্রীতম ও রাজ নেপালে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ফেরার পথে তাঁরা দুর্ঘটনার শিকার হন। মৃতদের পরিবারকে অযথা হয়রানির শিকার যাতে না হতে হয় সেজন্য মংপং পুলিশ দেহ দুটি মাল পুলিশের হাতে তুলে দেয়। মাল পুলিশের তরফে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ দুটি জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মংপং পুলিশ সংঘর্ষে জড়িত ছোট ট্রাক ও বাইকটি হেপাজতে নিয়েছে।

এদিকে, বাইক ও ছোট ট্রাকটির সংঘর্ষ নিয়ে দুই ধরনের তথ্য সামনে এসেছে। যে কারণে এই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। মংপং পুলিশ আউটপোস্টের ওসি কৃষ্ণ প্রজা বলেন, 'দ্রুত গতির বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি উলটো দিক থেকে আসা ছোট ট্রাকটির সামনে ধাক্কা মারে।' যদিও সূত্রের খবর, ঘটনাস্থলের ছবিতে ট্রাকটির পেছনে দুই তরুণকে বাইক সহ রক্তাক্ত অবস্থায় সড়কে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। রুংডু সেতুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মেরে দুই তরুণ ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। তাঁদের হেলমেট দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়।

হলং বাংলো সংস্কারের নির্দেশ পূর্তকে

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৬ অক্টোবর : অবশেষে মাদারিহাটের পর্যটন ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য সুখবর। হলং বনবাংলো তৈরির জন্য বন দপ্তর থেকে ব্যয়বরাদ্দের পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দিল পূর্ত দপ্তরকে। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল জেভি ভাস্করের কথায়, 'পূর্ত দপ্তরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খরচের পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

গত ১৮ জুন বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে হলংয়ের বনবাংলোটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। তারপর থেকে বনবাংলোটির পুরোনো রূপ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি ওঠে পর্যটন মহল থেকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের তরফে। পরে বনবাংলোটির পুরোনো রূপ ফিরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এবার সেই কাজের জন্য হিসেবের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল জানান, যেমনভাবে বনবাংলোটি ছিল, ঠিক সেরকমভাবেই ফের সেটিকে করতে বলা হয়েছে। ঘরের সংখ্যা আটটি ছিল, সেটাই থাকবে। হলং বনবাংলোর শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রাখাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

এই খবরে স্বাভাবিকভাবে খুশির হাওয়া স্থানীয় পর্যটন মহলে। মাদারিহাট ট্যাক্সি মালিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'হলং বনবাংলো পুড়ে যাওয়ার জন্য এবার আমরা প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। আমরা ভেবেছিলাম যে আর বোধ হয় এই ঐতিহ্যশালী বনবাংলো তৈরি করবে না বন দপ্তর। তবে এখন শুনতে পাচ্ছি বাংলো তৈরির পরিকল্পনা তৈরির জন্য পূর্ত দপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এটা খুবই ভালো খবর।'

সন্ন্যাসীকে ফোন মুখ্যমন্ত্রীর

সিতাই, ১৬ অক্টোবর : সিতাইয়ে বিজেপি সাংসদের হাতে নিগৃহীত মহারাজের পাশে থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার টেলিফোনে মহারাজের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পাশে থাকার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর দূত হিসেবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ দেখা করেন মহারাজের সঙ্গে। সেখানে উদয়নের ফোনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বেশকিছুক্ষণ কথা বলেন মহারাজের সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মহারাজের জন্য কিছু উপহারও পাঠান। ফোনে মুখ্যমন্ত্রী মহারাজকে বলেন, 'সেদিন আপনার ওপর আক্রমণ হয়েছে, আমি টিভিতে দেখেছিলাম। সেদিনই উদয়নকে বলেছিলাম তুমি যাও আমার সঙ্গে কথা বলিয়ে দাও। তাই উদয়নকে পাঠিয়েছি।' এরপর কোচবিহারে গেলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। কোনও সমস্যা হলে উদয়নকে বলবেন, সাংসদ জগদীশকে বলবেন। ওঁরা সব ধরনের সহযোগিতা করবে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিনিধি হিসেবে আমি ওই আশ্রমে গিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত খোঁজ নিয়েছেন। মহারাজের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। আমরা সবসময়ই আশ্রমের মহারাজের সঙ্গে আছি। সবধরনের সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত।'

উপনির্বাচনের মুখে বিজেপির সাংসদ নগেন রায়ের এমন কীর্তিতে আরও বিপাকে পড়েছে গেরুয়া শিবির। আর সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে এটাকে যে তৃণমূল হাতিয়ার করছে তা বলাই বাহুল্য। বিজেপি অবশ্য সাংসদের এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই বলে হাত তুলে দিয়েছে। সিতাই বিধানসভার কনভেনার দীপক রায় বলেন, 'রবিবার আশ্রমে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা একান্তই নগেন রায়ের ব্যাপার। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগাযোগ নেই। আর উপনির্বাচনে এই ঘটনায় বিজেপির কোনও চাপের প্রশ্নই আসে না।'

গত রবিবার বিকেলে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সিতাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে যান। সেখানেই সাংসদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। আশ্রমের দায়িত্বে থাকা সন্ন্যাসী স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তীর্থ মহারাজকে মানসিক ও শারীরিকভাবে তিনি নিগ্রহ করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পর নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় সাংসদ আশ্রম থেকে বেরিয়ে যান। যদিও সাংসদের দাবি ছিল, ওই সন্ন্যাসী এলাকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে কুকথা বলেছেন। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা আশ্রমের পাশে থাকা সিতাই-শীতলকুচি সড়ক অবরোধ করেন। খবর পেয়ে দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র, সিতাই থানার আইসি দেবদত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনার পরদিন ওই আশ্রমে গিয়ে বিজেপির সাংসদের আক্রমণ করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। যদিও সাংসদ বলেন, 'ভিত্তিহীন অপপ্রচার করা হচ্ছে। ওই সন্ন্যাসীকে মারধর করা হয়নি।'

প্রেমে বাধা মায়ের, থানায় কিশোরী

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৬ অক্টোবর : মেয়ে চেয়েছিল বিশেষ বন্ধুর সঙ্গে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ঘুরতে যেতে। কিন্তু বাড়ি থেকে অনুমতি মেলেনি। বরং মায়ের কাছে সেকথা বলতেই রেগে গিয়েছিলেন। মনে রাগ পুষে রেখেছিল সেই কিশোরী। তাই মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে সোমবার মধ্যরাতে আলিপুরদুয়ার থানায় সেই প্রেমিকের সঙ্গে হাজির সে। নবম শ্রেণির এক কিশোরীর এহেন আচরণে হতবাক পুলিশকর্তারাও।

মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার শহরে বিসর্জনের অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়া নিয়েই যত গণ্ডগোল। থানায় হাজির সেই নাবালিকা অভিযোগ শোনার পর পুলিশকর্তাদের মনে সবার আগে দুশ্চিন্তা তৈরি হয় সেই কিশোরীর নিরাপত্তা নিয়ে। তার বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়া হয় পুলিশের তরফেই। বলা হয়, সেই কিশোরীকে বাড়ি নিয়ে যেতে। সেখানেও নাটক আরেক টুইস্ট। সেই কিশোরীর মা তো মেয়ের উপর সাংঘাতিক ক্ষিপ্ত। এই মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যেতে কিছুতেই রাজি হননি তিনি। শেষপর্যন্ত সিডব্লিউসি'র দ্বারস্থ হয় পুলিশ। সেই নাবালিকাকে হোমে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বলা হয়।

সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'ওই নাবালিকার কাউন্সেলিং করা হয়েছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। তবে এখন তাকে হোমে রাখা হয়েছে।'

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মায়ের সঙ্গে ওই নাবালিকা আলিপুরদুয়ার শহরে বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখতে গিয়েছিল। রাস্তার একপাশে মায়ের সঙ্গে ওই নাবালিকা দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় তার সেই বিশেষ বন্ধু এসে হাজির হয়। সেই কিশোরীর হাত ধরে তাকে নিয়ে যেতে চায়। সন্তানের সামনে বিষয়টি দৃষ্টিকটু মনে করে নাবালিকার মা রেগে যান। এতে তাদের দুজনের মধ্যে সেসময় কথা কাটাকাটি হয়। সাময়িক হট্টগোল হলেও তখন আর বড় কোনও ঝামেলা হয়নি। তবে মায়ের কথা না শুনেই সেই কিশোরী সেই তরুণের সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে।

তবে তার যে রাগ কমেনি, তা বোঝা যায় রাত বাড়তেই। মধ্যরাতে ওই মেয়েটি সেই তরুণকে সঙ্গে নিয়ে আলিপুরদুয়ার থানায় হাজির হয়। নিজের মায়ের বিরুদ্ধে মৌখিকভাবে অভিযোগ করে। পুলিশকর্তারা জিজ্ঞাসাবাদ করে কী ঘটেছে তা জানার চেষ্টা করেন। তারপর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

ওই নাবালিকার মায়ের কথায়, 'মেয়ে এখনও স্কুলে পড়াশোনা করে। এদিকে প্রেমিকের সঙ্গে ফোনে ব্যস্ত থাকছে। কাউকে কিছু না বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছে। বাধা দিলেই জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়। বাড়ির পরিবেশে বদলে যায়। এখন শুনি থানাতে অভিযোগ জানাতে এসেছে।' এদিন তো মেয়ের কাণ্ড দেখে থানা চত্বরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন মা। মেয়েটির সেই বন্ধুও বাড়িতে ফোন করে অশান্তি করে বলে অভিযোগ মেয়েটির পরিজনদের। আর মায়ের দাবি, এসব অশান্তি এড়াতেই তাঁরা আর মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান না। পরে পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ ওই নাবালিকাকে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেয়।

রোগী পরিষেবা

প্রথম পাতার পর

তবে আর একজন জুনিয়ার চিকিৎসক এখনও হাইব্রিড সিসিইউ-তেই রয়েছেন। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অনশনে রয়েছেন আরেক জুনিয়ার ডাক্তার সন্দীপ মণ্ডল।

শুধু বহির্বিভাগে রোগী পরিষেবা স্বাভাবিকই নয়, এদিন অস্ত্রোপচারও হয়েছে মেডিকেলে। সাত বছর বয়সি এক শিশুর হাতে অস্ত্রোপচার করেছেন ডাঃ পার্থসারথি সরকার। তিনি বলেছেন, 'ওই শিশুর এলবো ফ্যাকচার হয়েছিল। জরুরি ভিত্তিতে তার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।'

এদিকে, মঙ্গলবারের ঝামেলার পর মেডিকেলে নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীকেই যদি মার খেতে হয়, তাহলে তাঁরা আর কী নিরাপত্তা দেবেন সেই চর্চা শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শঙ্কিত বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীরাও। তাঁদেরই একজন বললেন, 'ওইদিন সুপারের ঘরের সামনে ঝামেলা হওয়ার পর পুলিশ এসেছিল। তারপর আর পুলিশকে দেখিনি। এভাবে আমাদের ওপর চড়াও হলে কিছু করার থাকছে না।' বাস্তবেই এদিন অবস্থান মঞ্চ ছাড়া মেডিকেল কলেজে আর কোথাও পুলিশকে নজরে পড়েনি।

মেডিকেল কলেজের অর্থোপেডিক বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ও এদিন প্রতীকী অনশনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'হাসপাতালে সুরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত যে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট, রাজ্য সরকার তার কোনওটিতেই কর্ণপাত করেনি। আসলে পুলিশ কিংবা সিআইএসএফ যতই দেওয়া হোক, যতদিন না পর্যন্ত দুর্নীতির বাতাবরণ দূর হচ্ছে, দুর্বৃত্তদের ঘোরাফেরা স্তব্ধ করা যাচ্ছে, ততদিন আমরা কেউই আসলে নিরাপদ নই।'

চলন্ত বাসে

প্রথম পাতার পর

নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট ওনার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক প্রণব মানি বলছেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে, এখন এই পরিস্থিতিতে এমন একটি ঘটনা ঘটে থাকলে নিন্দার কোনও ভাষা আমার নেই।'

যেখানে দু'দিন আগেই পুজোর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে নারী সুরক্ষার থিম ফুটে উঠেছিল, সেখানে এই ঘটনা সমাজের অবক্ষয়কেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ।

বহরমপুরে শুটআউট

বহরমপুর, ১৬ অক্টোবর : পুজোর দিন সাতসকালে খুন। প্রতিদিনের মত লক্ষ্মীপুজোর সকালে কয়েকজন মিলে বেরিয়েছিলেন হাঁটতে। হঠাৎই শব্দ শুনে পিছন ফিরতেই বাকিরা দেখলেন রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছেন বন্ধু। বুধবার সকালে মর্মান্তিক খুনের ঘটনাটি বহরমপুরের নাথপাড়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তির নাম প্রদীপ দত্ত। বয়স ৫২ বছর। তাঁর বাড়ি গোয়ালজানের নিয়াল্লিশপাড়া এলাকায়। বহরমপুর থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে তবে কেউ এখনও গ্রেপ্তার হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তৃণমূল কর্মী, পেশায় ব্যবসায়ী প্রদীপ দত্ত। তিনি দ্রুত হাঁটতে শুরু করলে তাঁর বন্ধুরা কিছুটা পিছিয়ে পড়েন। সকলে যখন নাথপাড়া এলাকার কাছাকাছি ছিলেন সেই সময় দুজন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী হেলমেট পরা অবস্থায় মোটর সাইকেলে এসে খুব কাছ থেকে ওই তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে পালিয়ে যায়। বাজি ফাটার আওয়াজ শুনে বন্ধুরা ঘুরে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন তিনি। ওই অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় গীতারাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির একটি হার্ডওয়্যারের দোকান রয়েছে। এছাড়াও তিনি প্রোমোটারির ব্যবসা করতেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, বছর চারেক আগেও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রদীপবাবু। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর (পশ্চিম) ব্লকের সহ সভাপতি পদে ছিলেন। এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক বিবাদ বা ব্যবসায়িক রেষারেষি আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সাংসদকে হুমকি

কিশনগঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : কিশনগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেসের সাংসদ ডঃ জাবেদ আজাদকে প্রাণে মারার হুমকি এল এক্স হ্যান্ডেলে 'হিন্দু রাষ্ট্র' নামক একটি আইডি থেকে। মঙ্গলবার ঘটনার বিরোধিতায় সাংসদের আপ্ত সচিব আমিরুল জাইস নয়াদিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

সাংসদ জানিয়েছেন, ১২ অক্টোবর তাঁকে খুনের হুমকি দিয়ে একটি ইউজার হিন্দুরাষ্ট্র টি৯৯১ থেকে এই টুইট করা হয়। সেই বার্তায় জাবেদকে একটি জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে উল্লেখ করা হয়। সূত্র জানিয়েছে, সাংসদ এই অভিযোগের বিস্তারিত তদন্তের জন্য নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শা'কে অনুরোধ করেছেন। অপরদিকে, কংগ্রেসের সদস্যরা সাংসদের অটুট নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন।

ঘোষণা

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : ১৯ অক্টোবর থেকে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী শুরু হবে। জেলার ১৬টি সাংগঠনিক ব্লক কমিটি নিজ নিজ ব্লকে বিজয়া সম্মিলনী পালন করবে। ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত ব্লক স্তরীয় বিজয়া সম্মিলনী চলবে।

৩ শতাংশ ডিএ

প্রথম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য সরকারের ওপর আস্থা রাখছে শাসকদল প্রভাবিত সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। সংগঠনটির আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক বলেন, 'আমরা সকলে জানি, কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে কীভাবে বঞ্চিত করে চলেছে। তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী কথনও বলেননি, ডিএ দেবেন না। সময় হলে তিনি ডিএ ঘোষণা করবেন।'

রদবদলের

প্রথম পাতার পর

বর্তমান পুরনিগমের মেয়র পারিষদের মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছেন, যাঁরা নিজেদের দপ্তরের কাজটুকু এখনও পর্যন্ত ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেননি। মেয়র পারিষদ হিসেবে তাঁদের কতটা দায়িত্ব রয়েছে, তা নিয়েও অনেকে ওয়াকিবহাল নয়। এই পরিস্থিতিতে নতুনদের মধ্যে রঞ্জন শীলশর্মা, কুন্তল রায়, অভয়া বসু, লক্ষ্মী পাল, সঞ্জয় পাঠকদের মধ্যে থেকে কাউকে মেয়র পারিষদ কিংবা বরো চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে।

২০২২ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর মেয়র গৌতম দেব তাঁর মেয়র পারিষদ ও বরো চেয়ারপার্সনদের নাম ঘোষণা করেন। সেই সময় নতুন ও পুরোনো মিশিয়ে পারিষদ গঠন করা হলেও প্রথম থেকেই কয়েকজন সদস্য ভালো পারফরমেন্স দেখাতে ব্যর্থ হন। পানীয় জল নিয়ে দীর্ঘদিন অভিযোগ থাকায় সেই বিভাগের পারফরমেন্সে সাধারণ মানুষ খুশি না হলেও পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের কাজকর্ম নিয়ে তেমন কোনও অভিযোগ নেই। ওই দুটি বিভাগ কর বিভাগের মেয়র পারিষদের পারফরমেন্স মোটামুটি। সূত্রের খবর, যে কয়েকটি দপ্তর নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, সেগুলি আপাতত অন্য কাউকে দিয়ে দেখা হতে পারে। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে মেয়রের সিদ্ধান্তের উপর। গৌতমকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

জেলার খেলা

শিলিগুড়ি খো খো দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : ভদ্রেশ্বরে ১৮ অক্টোবর শুরু হতে চলা রাজ্য খো খো সংস্থার পানু দত্ত মজুমদার, হরিশচন্দ্র মজুমদার, হেনা দত্ত মজুমদার ও অমলেশ পাল ট্রফি রাজ্য সাব-জুনিয়ার খো খো লিগের জন্য শিলিগুড়ি দল বৃহস্পতিবার রওনা হবে। শিলিগুড়ি মহকুমা খো খো সংস্থার সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার ঘোষিত ছেলেদের দলে রয়েছে শংকর সনি (অধিনায়ক), সৌরভ রায়, সায়ন দাস, রাহুল সিংহ, দেবকুমার রায়, বিট্টু রায়, কিশোর রায়, বিশাল বসাক, আয়ুষ সরকার, বিট্টু দাস, অর্জুন মুর্মু, সায়ন বাগ, এসকে রফিকুল, ঈশান মাইতি ও দেবজিৎ সাঁতরা। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে অনুকূল সরকার ও দিলীপ রায়। মেয়েদের দলে সুযোগ পেয়েছে পূর্বা রায় (অধিনায়ক), অনিন্দিতা রায়, অনিন্দিতা বর্মন, ধর্মিষ্ঠা রায়, সংগীতা বর্মন, ললিতা রায়, অর্পিতা দাস, সুজাতা রায়, পুষ্পা রায়, দীপ্তি রায়, রিয়া সিংহ, মনীষা বেরা, বনশ্রী মাহাতো, বিপাশা মহাপাত্র ও অঙ্কিতা দাস। কোচ ছাড়াও দলের মূল দায়িত্বে রয়েছেন পলাশ পাল ও সঞ্জিত মোহন্ত।

ক্রমে নিভে আসছে আশার আলো

প্রথম পাতার পর

দেশের সর্বোচ্চ তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। আপাতত দু'মাসের রেজাল্ট কী?

আরজি কর কাণ্ডের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধর্ষণ ও খুনে মূল অভিযুক্ত (সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়) বলে পুলিশের গ্রেপ্তারের পরে সিলমোহর দিয়েছে সিবিআই। আদালতে সিবিআইয়ের পেশ করা চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসাবে একমাত্র সঞ্জয়ের নাম। এখানেই সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। একা সঞ্জয়ের পক্ষে কি এই ঘটনা ঘটানো সম্ভব? সাদা চোখে মেলানো যাচ্ছে না। দিনরাত প্রাণপাত করে তদন্ত চালালেও ঘটনায় প্রথম থেকে যেসব অসংগতি পাওয়া গিয়েছিল, তাতে আর কারও 'ইনভলভমেন্ট' খুঁজে পেল না সিবিআই।

ভাবতে অবাক লাগে, আদালতে শুনানির সময় সিবিআইয়ের আইনজীবী আসল বিষয় তুলে ধরতে ভুলে যান। কিংবা সঠিক তথ্য পেশ করার সময় পান না। জানি না, সিবিআই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেবে কি না। দিলেও তাতে আর কারও নাম থাকবে কি না। কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার, শুরুতে সিবিআইয়ের যে তৎপরতা দেখা যাচ্ছিল, রোজই তদন্তের কোনও না কোনও 'ডেভেলপমেন্ট' দেখা যাচ্ছিল, এখন যেন তাতে ভাটা পড়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, রাজ্য সরকারও গোটা দায় ঠেলে দিয়েছে সিবিআইয়ের ঘাড়ে। এতে পরিষ্কার, রাজ্য সরকার পুরোপুরি হাত ধুয়ে ফেলেছে। এখানে বলা দরকার, যতই বলা হোক না কেন, নারকীয় ঘটনাটিতে রাজনীতির ছোঁয়া লাগেনি, বাস্তব তা নয়। বরং তদন্তের গতিপ্রকৃতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে আশার আলো নিভে যাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও মধ্যে ও যে বললাম, ঘুরে-ফিরে সেই সেটিং তত্ত্ব সামনে আসছে।

সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা অতসব বুঝি না। সঠিক বিচার না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তবুও ভয় হয়, আরও অনেক তদন্তের মতো আরজি কর তদন্তও 'ঠান্ডা ঘরে' চলে যাবে না তো?

বিরাট-ওয়েভ গ্যালারিতে

বেঙ্গালুরু, ১৬ অক্টোবর : ভারতে পা রাখলেই বৃষ্টি!

নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে প্রকৃতির 'খেল' অনেকটা সেরকমই। গত সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। ভারতের গ্রেটার নয়ডায় অনুষ্ঠিত যে ম্যাচে একটা বল পর্যন্ত খেলা সম্ভব হয়নি।

ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম দিনে ফের বৃষ্টির দাপট। আস্ত একটা দিন নষ্ট। দুই দল মাঠে হাজির। কিন্তু টস পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। ইন্ডোরে দুই-একজনের হালকা অনুশীলন ছাড়া অপেক্ষায় সার। বৃষ্টি এবং

বৃষ্টিতে পণ্ড প্রথম দিন

পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় মাঝ দুপুরেই দিনের খেলা বাতিলের সিদ্ধান্ত। বিফল মনরথ নিয়ে টিম হোটেলে ফিরে যাওয়া।

আগামীকালও বৃষ্টির পূর্বাভাস। নিশ্চিতভাবে ভারতের জন্য চিন্তার কারণ। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দৌড়ে ভারত এই মুহূর্তে এক নম্বরে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ার থেকে কয়েক কদম এগিয়ে। কিন্তু চলতি নিউজিল্যান্ড এবং পরবর্তী অজি সফর মিলিয়ে আটটি টেস্টে অনেক কিছু উলটে যেতে পারে।

ফাইনালের টিকিট হাতছাড়ার মতো অঘটন আটকাতে নিউজিল্যান্ডকে ঘরের মাঠে বড় ব্যবধানে হারানো পাখির চোখ গৌতম গম্ভীর, রোহিত শর্মাদের। কিন্তু প্রথম টেস্টের প্রথম দিন নষ্ট, বৃষ্টি চোখরাঙানিতে ফের অশনিসংকেত।

বাংলাদেশ সিরিজে কানপুর টেস্টেও প্রথম তিনদিনে মাত্র ৩৫ ওভার খেলা হয়েছিল। তারপরও জেতে ভারত। কিন্তু শ্রীলঙ্কার কাছে হোয়াইটওয়াশ হলেও নিউজিল্যান্ড আর বাংলাদেশ এক নয়। কিউয়িরা অনেক বেশি শক্তিশালী এবং অভিজ্ঞ। এহেন দলের বিরুদ্ধে টেস্টের একটা গোটা দিন নষ্ট চাপ বাড়াচ্ছে ভারতীয় শিবিরে।

বৃষ্টিতে ঘেঁটে ঘ সমর্থকদের উৎসাহ। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বুধবার গার্ডেন সিটিতে ভিড় জমিয়েছিলেন বেশ কিছু অত্যুৎসাহী ক্রিকেটপ্রেমী। আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করা, আর চিন্নাস্বামীর জলচ্ছবির সঙ্গে প্রাপ্তি বলতে কিছুক্ষণের জন্য বিরাট-দর্শন।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে খেলার সুবাদে বেঙ্গালুরু বিরাটের দ্বিতীয় ঘর। চিন্নাস্বামীর বিরাট-আবেগ উসকে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা নিয়ে মাঠে হাজির কোহলি। যশস্বী জয়সওয়াল, ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে ইন্ডোরে হালকা অনুশীলন করেন বিরাট।

বৃষ্টিভেজা চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে বিরাট কোহলি।

প্র্যাকটিস সেরে ফেরার পথেই যশস্বীকে নিয়ে মাঠে চক্কর। সারাদিনের হতাশা, বিরক্তির মাঝেও ওইটুকু সময়ে বিরাট-দর্শনের স্বাদ চেটেপুটে নিলেন দর্শকরা। প্রায় ফাঁকা গ্যালারিতেও 'বিরাট, বিরাট' শব্দব্রহ্ম প্রতিধ্বনিত হল প্রায় শূন্য চিন্নাস্বামীর আনাচে-কানাচে। সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাতও নাড়তে দেখা গেল কিং কোহলিকে।

আগামীকাল পনেরো মিনিট আগে খেলা শুরুর কথা। অর্থাৎ, সকাল ৯-৩০-এর বদলে ৯-১৫-তে। তার আগে টস। বৃহস্পতিবারও দুপুরের দিকে বৃষ্টির পূর্বাভাস। সবমিলিয়ে হতাশার প্রথমদিনে চিন্নাস্বামী থেকে আশঙ্কা নিয়ে ফিরতে হল গম্ভীর-রোহিতদের।

এদিকে, ঋষভ পন্থের মনজুড়ে ২০২১ সালের অজি সফরে ব্রিসবেনের গাব্বার ঐতিহাসিক জয়ের স্মৃতি। ঋষভের ৮৯-এর ম্যাচ জেতানো ইনিংসের সামনে ধুলিসাৎ হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটীয় দুর্গ গাব্বা। যে প্রসঙ্গ টেনে ঋষভ বলেছেন, 'মাঠে নেমে সবসময় সেরাটা দেওয়ার তাগিদ থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ম্যাচ সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকে। গাব্বা টেস্ট তেমনই স্মৃতি। ওইসময় এর গুরুত্ব সেভাবে বুঝতে পারিনি। রোহিতভাই বলেছিল, 'তুই বুঝতে পারছিস না, কী করেছিস।' ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপের জোগার। ম্যাচটা তো শুধু জিততে চেয়েছিলাম। তখন রোহিতভাই ফের বলেছেন, 'এখন নয়, পরে বুঝবি।' এখনও যখন লোকে গাব্বা টেস্ট নিয়ে কথা বলে বুঝতে পারি, ওই জয়ের মাহাত্ম্যটা।'

নেতৃত্ব হারাতে পারেন হরমন

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : জঘন্য পারফরমেন্সের জেরে মহিলাদের চলতি টি২০ বিশ্বকাপে গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে ভারত। ওমেন ইন ব্লু ছিটকে যাওয়ার পরই প্রশ্ন উঠেছে হরমনপ্রীত কাউরের অধিনায়কত্ব নিয়ে। একাধিক রিপোর্টের মতে, নেতৃত্ব হারাতে পারেন হরমনপ্রীত। সূত্রের দাবি, খুব শীঘ্রই মহিলা দলের কোচ অমল মুজুমদারের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এই নিয়ে আলোচনায় বসবে।

বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র দাবি করেছে, 'ভারতীয় মহিলা দলের জন্য নতুন অধিনায়ক প্রয়োজন কিনা তা বোর্ড খতিয়ে দেখবে। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য যা দরকার ছিল, বোর্ড সবই দিয়েছিল। তারপরও আশাপ্রদ ফল হয়নি। ফলে ভারতীয় বোর্ড মনে করছে, নেতৃত্বে নতুন মুখ প্রয়োজন।'

টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের জঘন্য পারফরমেন্স চাপ বাড়াচ্ছে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মিতালি রাজ মনে করেন, এটাই অধিনায়ক পরিবর্তনের আদর্শ সময়। তিনি বলেছেন, 'যদি অধিনায়ক পরিবর্তন করার চিন্তভাবনা থাকে, তাহলে এটাই আদর্শ সময়। কারণ, এরপর আরও দেরি করলে পরবর্তী টি২০ বিশ্বকাপ এসে যাবে। আর যদি এখন পরিবর্তন না করা হয়, তাহলে পরে পরিবর্তন করার কোনও দরকার নেই।' পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে স্মৃতি মান্ধানা এগিয়ে রয়েছেন। তবে মিতালির পছন্দ জেমিমা রডরিগেজ। তিনি বলেছেন, 'সহ অধিনায়ক মান্ধানা পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচকদের পছন্দ হতে পারে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, জেমিমা অধিনায়ক হিসেবে উপযুক্ত। ওর বয়স কম হলেও জেমিমার পারফরমেন্স আমাকে মুগ্ধ করেছে। টি২০ ফরম্যাটে দীর্ঘদিন ভারতে সার্ভিসও দিতে পারবে।'

ডালাসে ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগে পাকিস্তানের তিন প্রাক্তন তারকা ওয়াসিম আক্রাম, মঈন খান ও জাহির আব্বাসের সঙ্গে শচীন তেন্ডুলকার।

ডাকেটের শতরানেও চাপে ইংল্যান্ড

মুলতান, ১৬ অক্টোবর : ঘরের মাঠে তাদের শেষ টেস্ট জয় ১৩৪৭ দিন আগে। ইল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম ম্যাচের প্রথম ইনিংসে সাড়ে পাঁচশো রান করার পরও লজ্জার হার হজম করতে হয়েছে পাকিস্তানকে। শান মাসুদ ব্রিগেড কি ব্যর্থতার চাকা ঘোরাতে পারবে? উত্তরের সময়ের গর্ভে। তবে বুধবার দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডকে কিছুটা হলেও চাপে ফেলল পাকিস্তান। মাসুদদের ৩৬৬ রানের জবাবে দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের স্কোর ২৩৯/৬। ক্রিজে জ্যামি স্মিথ (১২) ও ব্রাইডন কার্স (২)।

২৫৯/৫ স্কোর নিয়ে দিন শুরু করার পর মনে হয়েছিল, পাকিস্তানের 'ল্যাজ' দ্রুত ছেঁটে ফেলবে ইংল্যান্ড। কিন্তু ইংরেজ বোলারদের হতাশা বাড়ান আমির জামাল (৩৭), নৌমান আলি (৩২)। মহম্মদ রিজওয়ান (৪১), সলমন আলি আঘারা (৩১) গতকালের স্কোরকে খুব বেশি বাড়াতে না পারলেও জামাল, নৌমানের লড়াইয়ের সুবাদে পাকিস্তানের রান সাড়ে তিনশো পেরিয়ে যায়।

রানতাড়ায় নেমে ইংল্যান্ডের শুরুটা ভালো হয়েছিল। বেন ডাকেট (১১৪) ও জ্যাক ক্রলির (২৭) ৭৩ রানের ওপেনিং জুটি বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। ক্রলিকে ফিরিয়ে নৌমান প্রথম ধাক্কা দিলেও ডাকেটকে নড়ানো যায়নি। টেস্ট কেরিয়ারের চতুর্থ শতরানের সঙ্গে দ্রুততম হিসেবে ২ হাজার রানের গণ্ডি টপকে যান ডাকেট। তিনি পাশে পেয়ে যান ওলি পোপ (২৯) ও জো রুটকে (৩৪)। তৃতীয় উইকেটে ডাকেট-রুটের ৮৬ রানের জুটিতে মসৃণগতিতে এগোচ্ছিল ইংল্যান্ডের ইনিংস। চলতি টেস্টে দলে আসা অফস্পিনার সাজিদ খান (৮৬/৪) রুটকে ফেরাতেই ম্যাচে ফেরে পাকিস্তান। সাজিদের সামনে গত ম্যাচে ত্রিশতরান করা হ্যারি ব্রুকও (৯) সুবিধা করতে পারেননি। যার ফলে ১ রানের মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ইংল্যান্ড। চোট সারিয়ে দলে ফেরা ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসও (১২) ব্যর্থ হয়েছেন।

শতরানের পর ইংল্যান্ডের বেন ডাকেট। বুধবার মুলতানে।

আইসিসি-র হল অফ ফেমে ডিভিলিয়ার্স

দুবাই, ১৬ অক্টোবর : আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতে দুইজনের বন্ধুত্বের কথা কারোর অজানা নয়। ব্যাট হাতে ভক্তদের উপহার দিয়েছেন মনে রাখার মতো একাধিক মুহূর্ত। তাই বুধবার এবি ডিভিলিয়ার্স আইসিসি-র হল অফ ফেমে জায়গা পাওয়ার পর খোলা চিঠিতে প্রাক্তন প্রোটিয়া তারকার প্রশংসায় মেতেছেন বিরাট কোহলি।

খোলা চিঠিতে প্রোটিয়া তারকার প্রশংসায় কোহলি

ক্রিকেটের মিস্টার '৩৬০ ডিগ্রি' ডিভিলিয়ার্সের সঙ্গে এবারের হল অফ ফেমে জায়গা হয়েছে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুক ও ভারতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন তারকা নীতু ডেভিডের। ডিভিলিয়ার্সের মুকুটে নতুন পালক যোগ হতেই বন্ধু ও প্রাক্তন আইপিএল সতীর্থকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন বিরাট। এবি-কে 'অবিসংবাদিত পয়লা নম্বর' আখ্যা দিয়ে কোহলি বলেছেন, 'এই সম্মান তোমার প্রাপ্য ছিল এবি। ক্রিকেটে একজন খেলোয়াড় কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তার কেরিয়ারে, হল অফ ফেমে সেটার বিচার হয়। তুমি সত্যিই অনন্য। ক্রিকেটবিশ্বে তোমার প্রতিভা, দক্ষতা নিয়ে বরাবর আলোচনা হয়ে এসেছে। আমি মনে করি, অবশ্যই হওয়া উচিত। আমার দেখা সবচেয়ে প্রতিভাবান তুমি। অবসংবাদিত পয়লা নম্বর। ক্রিকেট মাঠে তোমার আত্মবিশ্বাস আমাকে অবাক করত। তোমাকে দেখে উদ্বুদ্ধ হতাম। তুমি মাঠে যে সব কাণ্ডকারখানা করতে তারজন্য ভরপুর আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। যা তোমাকে আরও বেশি স্পেশাল করে তুলেছে।'

খোলা চিঠিতে স্মৃতির সরণিতে হেঁটেছেন কোহলি। বিরাটের কথায়, 'আইপিএলের একটা ম্যাচের কথা মনে পড়ছে। আমরা ২০১৬ সালে ইডেন গার্ডেন্সে সুনীল নারায়ণ, মরনি মরকেল, আন্দ্রে রাসেল, সাকিব আল হাসান সমৃদ্ধ কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলছিলাম। স্কোরবোর্ডে ৭০ রান ওঠার পর তুমি ক্রিজে এসেছিলে। তখন নারায়ণ বোলিং করছিল। তুমি ওর গোটা দুয়েক বল মিস করার পর টাইমআউটে বলেছিলে, আমরা হয়তো নারায়ণের বল বুঝতে পারছি না। আমি তোমাকে বলেছিলাম, পরের ওভারে স্ট্রাইক আমাকে দিও। কিন্তু টাইমআউটের পর নারায়ণের ওভারে স্লগ সুইপে ৯৪ মিটার ছয় মেরেছিলে। যা আমি কোনওদিন ভুলব না। তখন আমি শুধু ভেবেছিলাম, টাইমআউটে এমন কী হল যা তোমাকে এতটা আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল।'

খেলায় আজ

১৯৫৬ : ১৩ বছরের ববি ফিশার ১৯৫৩ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোনাল্ড বেয়ার্নিকে হারান।

ইনস্টা সেরা

বুধবার চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বৃষ্টির জন্য প্রথমদিনের খেলা পণ্ড হয়। তবে বিরাট কোহলির এই ছবি আলোড়ন ফেলেছে। অনেকেই হুডি পরা বিরাটকে 'কোয়ি মিল গ্যায়া' সিনেমার 'জাদু'র সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন, 'কল হামে ধুপ চাহিয়ে।'

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ২০১১ বিশ্বকাপে কোন ব্যাটার ফাইনাল বাদে প্রতি ম্যাচে নিজের ইনিংস চার মেরে শুরু করেছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. যুযবেন্দ্র চাহাল
২. নেভিল ডি'সুজা

সঠিক উত্তরদাতারা

অরিজিৎ মণ্ডল, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, নির্মল সরকার, নীলেশ সরকার, সবুজ উপাধ্যায়, বীণাপানি সরকার হালদার, অমৃত হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, সুজন মোহন্ত, অসীম হালদার, সৌভিক সাহা, কৌশভ দে।

ওপেনিংয়ে লোকেশেই ভরসা রাখছেন কুম্বলে

বেঙ্গালুরু, ১৬ অক্টোবর : রোহিত শর্মা না থাকলে লোকেশ রাহুল ওপেন করুক। অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম টেস্টে রোহিতের অনুপস্থিতির সম্ভাবনা প্রসঙ্গে এমনই প্রস্তাব দিয়েছেন অনিল কুম্বলে।

ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবে বাংলা রনজি ট্রফি দলের অভিমন্যু ঈশ্বরণের নাম উঠছে। কারও মতে, শুভমান গিলকে দিয়েও ওপেন করানো যেতে পারে। কারণ টেস্ট কেরিয়ারে ইতিমধ্যে সেই দায়িত্ব সামলেছেন শুভমান। আইপিএলেও ওপেন করেন।

যদিও অনিল কুম্বলের পছন্দ আলাদা। যুক্তি, যে কোনও পরিস্থিতি, পরিবেশ, পজিশনে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে লোকেশের। অস্ট্রেলিয়ায় দলের প্রয়োজনে ওপেনিংয়ের দায়িত্ব ঠিক সামলে নেবে। পাশাপাশি যুক্তি, তিন নম্বরে শুভমান মানিয়ে নিয়েছে। ওকে নড়ানো উচিত হবে না।

ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচের ভেস্তে যাওয়া প্রথম দিনের খেলার মাঝে কুম্বলে বলেছেন, 'শুভমান অত্যন্ত প্রতিভাবান ও দক্ষ। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আগে যে দক্ষতার স্বাক্ষরও রেখেছে। গত সফরে ব্রিসবেনে দারুণ একটা হাফ সেঞ্চুরি ইনিংস খেলেছিল। আমার মতে, তিন নম্বর পজিশন থেকে শুভমানকে সরানো অনুচিত। প্রথম টেস্টে রোহিত থাকছে না শুনছি। শুভমানকে দিয়ে ওপেন করানোর ভাবনা থাকতে পারে। তবে আমার পরামর্শ লোকেশই সঠিক ব্যক্তি। টিমের দাবি অনুযায়ী যে কোনও দায়িত্বে মানিয়ে নেওয়া অভ্যাসে

> প্রথম টেস্টে রোহিত থাকছে না শুনছি। শুভমানকে দিয়ে ওপেন করানোর ভাবনা থাকতে পারে। তবে আমার পরামর্শ লোকেশই সঠিক ব্যক্তি। টিমের দাবি অনুযায়ী যে কোনও দায়িত্বে মানিয়ে নেওয়া অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে লোকেশ।
>
> **অনিল কুম্বলে**

পরিণত করে ফেলেছে। তাই লোকেশ যখন রয়েছে, রোহিতের অবর্তমানে ওপেনিংয়ের দায়িত্ব ওকে দেওয়া উচিত।'

২০২১ সালের ইংল্যান্ড সফরে লোকেশ ওপেন করেন। পরে মিডল অর্ডারে। পারথের প্রথম টেস্টে রোহিত না খেললে লোকেশ ওপেন করলে মিডল অর্ডারে সরফরাজ খানকে খেলানোর সম্ভাবনা তৈরি হবে। কুম্বলে আরও বলেছেন, 'উইকেটকিপিং হোক বা যে কোনও পজিশনে ব্যাটিং-রাহুল দ্রাবিড় আগে করে দেখিয়েছে। এখন দেখাচ্ছে লোকেশ।'

তিন নম্বরে শুভমানের দায়িত্বটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, মনে করিয়ে দিচ্ছেন ভারতীয় হিসেবে সর্বাধিক টেস্ট উইকেটের মালিক। কুম্বলে বলেছেন, 'গত ২৫ বছরে তিন নম্বর পজিশনে দলকে ভরসা জুগিয়েছে দুজন-দ্রাবিড় ও চেতেশ্বর পূজারা। গুরুত্বপূর্ণ পজিশন। ব্যাটিং ভারসাম্য থাকতে হবে। কারণ, দ্বিতীয় নতুন বল যেমন খেলতে হতে পারে, তেমনই ইনিংস তৈরি, ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ভূমিকাও থাকে। তাই অস্ট্রেলিয়া সফরে শুভমানের ভালো খেলাটা জরুরি। আশাবাদী, পরিস্থিতি বুঝে নিজেকে বদলে নিতে পারবে।'

অধিনায়ক রোহিতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রাক্তন হেডকোচ। কুম্বলে বলেছেন, 'ট্যাকটিক্যালি দুর্দান্ত রোহিত। হাতে থাকা রসদকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জানে। বিশ্বমানের দুজন স্পিনার এবং জসপ্রীত বুমরাহকে পাওয়াও একজন অধিনায়কের কাছে ভাগ্যের।'

দিল্লির হেডকোচ সম্ভবত বাদানি, বোলিংয়ের দায়িত্বে মুনাফ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : রিকি পন্টিংয়ের জুতোয় পা রাখতে চলেছেন হেমাঙ্গ বাদানি। দিল্লি ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্দরমহল সূত্রে এমনই খবর শোনা যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে হাইপ্রোফাইল পন্টিংকে হেডকোচ করেও সাফল্য আসেনি। আইপিএল ট্রফি অধরাই থেকে গিয়েছে।

ভাগ্যের চাকা বদলাতে নতুনভাবে শুরুর ভাবনা। শুধু আইপিএল নয়, বাড়তি সময়ের জন্য কোচ রাখতে আগ্রহী পার্থ জিন্দালরা। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার হেমাঙ্গ বাদানির সঙ্গে এব্যাপারে কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত। সরকারিভাবে দ্রুত হেডকোচ হিসেবে বাদানির নাম ঘোষণা করা হবে।

অতীতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে ফিল্ডিং কোচের দায়িত্ব সামলেছেন ভারতের হয়ে ৪টি টেস্ট ও ৪০টি ওডিআই ম্যাচ খেলা বাদানি। নতুন খেলোয়াড় তুলে আনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছেন। কিন্তু মেগা লিগে হেডকোচের গুরুভার সামলাননি তামিলনাড়ুর প্রাক্তন ব্যাটার। সেই বাদানিতে আস্থা

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সহকারী মামব্রে

রেখে স্বপ্নপূরণের কথা ভাবছে দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজি। পাশাপাশি মুনাফ প্যাটেল দিল্লির বোলিং কোচ হতে চলেছেন বলেও খবর।

দলের মেন্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, কর্ণধার পার্থ জিন্দালরা খেলোয়াড় ধরে রাখা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছেন। প্রাথমিকভাবে বর্তমান দলের তিনজনকে ধরে রাখা নিশ্চিত। প্রথম পছন্দ প্রত্যাশামাফিক ঋষভ পন্থ (১৮ কোটি টাকা)। পরের দুই পছন্দ যথাক্রমে অক্ষর প্যাটেল (১৪ কোটি) ও কুলদীপ যাদব (১১ কোটি)। এছাড়াও ভাবনায় রয়েছেন গত লিগে সফল ট্রিস্টান স্টাবসের মতো বিদেশি খেলোয়াড়ও।

এদিকে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচিং স্টাফে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন পরস মামব্রে। রাহুল দ্রাবিড় জমানায় ভারতীয় দলে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের দায়িত্ব সামলেছেন পরস। এবার মাহেলা জয়বর্ধনের সঙ্গে এবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ডাগআউটে দেখা যাবে মুম্বই রনজি দলের প্রাক্তন পেসারকে। বর্তমান বোলিং কোচ লাসিথ মালিঙ্গার সঙ্গে কাজ করবেন পরস। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ফ্র্যাঞ্চাইজি জানিয়েছে, 'অতীতে ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মামব্রে। আইপিএল ও চ্যাম্পিয়ন্স টি২০ লিগ জয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিলেন। এবার জয়বর্ধনের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন।'

এদিকে, আইপিএলের রিটেনারশিপ, নিলাম প্রক্রিয়ার নীলনকশা তৈরির মাঝে আইনি সমস্যায় গুজরাট টাইটান্সের হেডকোচ আশিস নেহেরা। গোয়াতে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে নেহেরার বিরুদ্ধে। দক্ষিণ গোয়ায় 'নো ডেভেলপমেন্ট জোন'-এ নির্মাণের কাজ করতে গিয়েই বিপত্তি। অভিযোগ, উপকূল অঞ্চলের নির্মাণ সংক্রান্ত নিয়ম ভেঙেছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফে অবিলম্বে কাজ বন্ধের পাশাপাশি কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছে নেহেরাকে।

সমাজ বদলাবেই

আপনি হবেন

মশাল-বাহক?

চলে আসুন

উত্তরবঙ্গ সংবাদে

উত্তরবঙ্গের সর্বত্র রিপোর্টার নিচ্ছি আমরা।

সিনিয়ার থেকে অনভিজ্ঞ, আবেদন করতে পারেন সবাই।

এলাকার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, ক্রীড়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। বাংলায় সাবলীলভাবে লেখার দক্ষতা এবং মানসিকতায় হতে হবে ইতিবাচক।

আপনাকেই কেন বেছে নেব আমরা, তার সমর্থনে কয়েক লাইন লিখুন। সঙ্গে জুড়ে দিন আপনার জীবনপঞ্জি।

সাবজেক্ট লাইনে লিখুন : Reporter for ...

যে ব্লক বা যে শহরের জন্য আবেদন করছেন।

আবেদনপত্র ই-মেল করুন

২০ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে

ubs.torchbearer@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

হ্যাটট্রিকে রোনাল্ডোকে স্পর্শ মেসির

হাফডজন গোলে জয় আর্জেন্টিনার

বুয়েনস আয়ার্স, ১৬ অক্টোবর : বয়স বাড়ছে। সদ্য চোট সারিয়ে ফিরেছেন। তবে তাঁর পায়ের জাদু দেখে তা বোঝার উপায় নেই। ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে আর্জেন্টিনার জার্সিতে প্রত্যাবর্তন করলেন লিওনেল মেসি। হ্যাটট্রিক করলেন। আরও দুইটি গোলের নেপথ্যে অবদানও রাখলেন। সেই সুবাদেই বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে ঘরের মাঠে বলিভিয়াকে হাফডজন গোলে হারাল আর্জেন্টিনা।

> আমি খেলাটা উপভোগ করছি। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও সময়সীমা ঠিক করে রাখিনি। মানুষের এত ভালোবাসা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি। কারণ আমি জানি এই ম্যাচগুলোর যে কোনওটাই আমার শেষ ম্যাচ হতে পারে।
>
> **লিওনেল মেসি**

১৯ মিনিটে লিওনেল স্কালোনির দলের হয়ে গোলের খাতা খোলেন মেসি। লওটারো মার্টিনেজের পাস ধরে বল জালে জড়ান লিও। নিজের দ্বিতীয় গোলের জন্য অবশ্য এলএম টেনকে অপেক্ষা করতে হয় ৮৪ মিনিট পর্যন্ত। এদিকে প্রথমার্ধের শেষের দিকে পরপর দুইটি গোল পেয়ে যায় আর্জেন্টিনা। ৪৩ মিনিটে মেসির পাস থেকেই গোল করেন লওটারো। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে আরেকটি গোল হুলিয়ান আলভারেজের। এক্ষেত্রেও অবদান সেই লিওর। ৬৯ মিনিটে আর্জেন্টিনাকে চতুর্থ গোলটি এনে দেন থিয়াগো আলমাডা। ৮৪ মিনিটে একক দক্ষতায় প্রতিপক্ষের রক্ষণকে ফাঁকি দিয়ে গোল করে যান মেসি। মিনিট দুয়েকের ব্যবধানে তিনি হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন। দেশের জার্সিতে সর্বাধিক ১০টি হ্যাটট্রিক করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পাশে বসে পড়লেন মেসি। স্বমহিমায় ফেরার দিনেও আরও একবার মেসির দিকে ধেয়ে এল সেই চেনা প্রশ্ন। '২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে কি খেলবেন?' মেসিও অবশ্য স্বভাবসিদ্ধ মেজাজেই উত্তর দেন। বলেছেন, 'আমি খেলাটা উপভোগ করছি। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও সময়সীমা ঠিক করে রাখিনি। মানুষের এত ভালোবাসা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি। কারণ আমি জানি এই ম্যাচগুলোর যে কোনওটাই আমার শেষ ম্যাচ হতে পারে।'

হ্যাটট্রিকের সেলিব্রেশন লিওনেল মেসির।

> মেসিকে খেলতে দেখা অন্যরকমের অনুভূতি। তাই আমাদের একটাই চাওয়া, ও যতদিন পারে খেলুক।
>
> **লিওনেল স্কালোনি**

আর্জেন্টাইন কোচ স্কালোনিও চান, যতদিন সম্ভব খেলে যান মেসি। এদিন ম্যাচের পর বলেছেন, 'মেসিকে খেলতে দেখা অন্যরকমের অনুভূতি। তাই আমাদের একটাই চাওয়া, ও যতদিন পারে খেলুক।' ম্যাচের সময় ডাগআউটে বসে সহকারী পাবলো আইমারকেও একই কথা বলছিলেন বলে জানান স্কালোনি।

অন্যদিকে স্বস্তি ফিরল ব্রাজিল শিবিরেও। সাম্প্রতিক সময়ে প্যারাগুয়ে, ভেনেজুয়েলার মতো দলের কাছে আটকে যেতে হয়েছে। তবে ভারতীয় সময়ে বুধবার ভোরে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে পেরুকে ৪-০ গোলে হারাল ডোরিভাল জুনিয়ারের দল। ম্যাচে জোড়া গোল করেন রাফিনহা। দুটি গোলই পেনাল্টি থেকে। সাম্বা ব্রিগেডের হয়ে বাকি দুইটি গোল আন্দ্রেয়ার পেরেইরা ও লুইজ হেনরিকের।

একনজরে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের ফলাফল

কলম্বিয়া ৪-০ চিলি
প্যারাগুয়ে ২-১ ভেনেজুয়েলা
উরুগুয়ে ০-০ ইকুয়েডর
আর্জেন্টিনা ৬-০ বলিভিয়া
ব্রাজিল ৪-০ পেরু

ব্যর্থ ক্রিশ্চিয়ানো, ড্র পর্তুগালের

স্প্যানিশ ঝড়ে উড়ল সার্বিয়া

করডোবা ও গ্লাসগো, ১৬ অক্টোবর : সার্বিয়াকে ৩-০ গোলে দুরমুশ করে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করল স্পেন। হতশ্রী পারফরমেন্সে পর্তুগাল ০-০ গোলে ড্র করল স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, ৬ গোলের থ্রিলারে ক্রোয়েশিয়া-পোল্যান্ড ম্যাচ ৩-৩ ব্যবধানে ড্র হল।

লামিনে ইয়ামাল, নিকো উইলিয়ামস, রড্রির মতো প্রথম দলের ফুটবলারদের ছাড়াও দাপট দেখিয়ে ম্যাচ জিততে অসুবিধা হল না স্পেনের। ম্যাচ জিতে অধিনায়ক আলভারো মোরাতা বলেছেন, 'আবারও একটি বড় প্রতিযোগিতার নক আউট পর্ব নিশ্চিত করলাম আমরা। বাইরে থেকে খুব সহজ মনে হলেও আসলে তা মোটেই নয়। তার ওপর প্রথম দলের কয়েকজন ফুটবলার না থাকায় কাজটা আরও কঠিন ছিল। তবে ইতিবাচক দিক হল নতুন প্রজন্মের এগিয়ে আসা।'

স্পেন খেলা শুরুর ৫ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল পেয়ে যায়। ডান প্রান্ত থেকে মাপা ক্রস তুলেছিলেন টটেনহাম হটস্পারের রাইট ব্যাক পেড্রো পোরো। সেই ক্রস থেকে ডিফেন্ডার আইমেরিক লাপোর্তে হেডে এগিয়ে দেন স্পেনকে। ৬৪ মিনিটে গোল পান মোরাতা। বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে তিনি বল জালে জড়ান। ৭৭ মিনিটে সার্বিয়ার স্ট্রাহিঞ্জা পাভলোভিচ বক্সের সামনে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন। অ্যালেক্স বেইনা সেই ফ্রি-কিক থেকে স্পেনের তৃতীয় গোল করেন। তার আগে প্রথমার্ধে পেনাল্টি মিস করেন মোরাতা। পরে নেমে পেদ্রিও গোল পেয়ে যাচ্ছিলেন। ৭৯ মিনিটে তাঁর শট বারে লেগে ফিরে আসে। ঘরের মাঠে এদিন সার্বিয়ার গোল লক্ষ্য করে মোট ৩০টি শট মারেন স্প্যানিশরা। সেখানে সার্বিয়ার শট মাত্র ৩টি।

স্পেনকে এগিয়ে দেওয়ার পর উল্লাস অধিনায়ক আলভারো মোরাতার। সার্বিয়ার বিরুদ্ধে নেশনস লিগে।

গোলের সুযোগ নষ্ট করে হতাশ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ফলাফল একনজরে

স্পেন ৩-০ সার্বিয়া
স্কটল্যান্ড ০-০ পর্তুগাল
পোল্যান্ড ৩-৩ ক্রোয়েশিয়া
কোসোভো ৩-০ সাইপ্রাস
সুইৎজারল্যান্ড ২-২ ডেনমার্ক
বেলারুশ ১-১ লুক্সেমবার্গ
নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ৫-০ বুলগেরিয়া
লিথুয়ানিয়া ১-২ রোমানিয়া

লিওনেল মেসির হ্যাটট্রিকের দিনে হতাশ করলেন আর এক মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পুরো ৯০ মিনিট খেলেও তিনি গোল করতে পারলেন না। গোটা ম্যাচে তাঁর দল স্কটল্যান্ড গোল লক্ষ্য করে ১৪টি শট নিলেও মাত্র ৩টি শট ছিল গোলের মধ্যে। খুব বেশি পরিস্কার গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি পর্তুগিজরা। ৪৭ মিনিটে বক্সের মধ্যে অরক্ষিত অবস্থায় বল পেয়েছিলেন রোনাল্ডো। তাঁর হেড গোলের অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যায়। ম্যাচের শেষে রেফারির প্রতি বিরক্ত রোনাল্ডো মাথা গরম করে মাঠ ছাড়েন। কোচ রবের্তো মার্টিনেজও স্বীকার করলেন আক্রমণভাগে তাঁর দল 'ম্যাজিক' দেখাতে পারেনি। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'অফ দ্য বল আমরা ভালো খেলেছি। পজেশন আমাদের দখলে থাকলেও ওরা বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ পেয়েছিল। ফাইনাল থার্ডে আমরা কাজের কাজ করতে পারিনি।'

অন্যদিকে, পোল্যান্ড ৫ মিনিটে এগিয়ে যায় পিওটোর জিলিনস্কির গোলে। তারপর ১৯-২৬ মিনিটের মধ্যে বোর্না সোসা, পিটার সুসিচ ও মার্টিম বাতুরিনা জালে বল রেখে ক্রোয়েশিয়াকে এগিয়ে দেন ৩-১ গোলে। ৪৫ মিনিটে পোল্যান্ডের দ্বিতীয় গোল করেন নিকোলা জালেওয়াস্কি। ৬৮ মিনিটে সমতা ফেরান সেবাস্টিয়ান সেজমানস্কি।

জার্মান কোচের হাতেই থ্রি লায়ন্সের শাপমুক্তির স্বপ্ন

টুচেলেই আস্থা ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ১৬ অক্টোবর : ইউরো কাপে ব্যর্থতার পরই সরে দাঁড়ান গ্যারেথ সাউথগেট। তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে ভাসছিল একাধিক নাম। তার মধ্যে যেমন স্বদেশি কোচদের নাম ছিল, তেমন ভাসছিল পেপ গুয়ার্দিওলা, মৌররিসিও পচেত্তিনোদের নামও। অবশেষে জার্মান কোচ টমাস টুচেলের ওপরই আস্থা রাখল ইংল্যান্ডের দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। তাঁর হাত ধরেই এবার দীর্ঘদিনের শাপমুক্তির স্বপ্ন দেখছে থ্রি লায়ন্সরা।

> ইংল্যান্ড ফুটবলের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগ অনুভব করি। কিছু বিশেষ মুহূর্তও রয়েছে এদেশে। ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে সম্মানের।
>
> **টমাস টুচেল**

২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ইংল্যান্ড ফুটবল দলের দায়িত্ব নেবেন টুচেল। বুধবারই সরকারিভাবে এফএ-র তরফে সাউথগেটের উত্তরসূরি হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। অতীতে পিএসজি, চেলসি, বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের মতো ক্লাবের দায়িত্ব সামলেছেন। সর্বশেষ বায়ার্ন মিউনিখের কোচের পদে ছিলেন। এদিকে, ইংল্যান্ড ফুটবল সংস্থা এমনই একজন কোচের খোঁজে ছিলেন যাঁর ইংল্যান্ডের ফুটবল সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। একই সঙ্গে সফলও। পছন্দের তালিকাতেও ছিল টুচেলের নাম। জার্মান কোচ হ্যারি কেনদের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী শুনে আর সময় নষ্ট করেনি এফএ। ৮ অক্টোবর দুই পক্ষের চুক্তি হয়ে গিয়েছে বলে খবর।

ইংল্যান্ডের দায়িত্ব নেওয়ার পর খোশমেজাজে নতুন কোচ টমাস টুচেল। বুধবার লন্ডনে।

ইংল্যান্ড জাতীয় দলের দায়িত্ব পেয়ে সম্মানিত টুচেল বলেছেন, 'ইংল্যান্ড ফুটবলের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগ অনুভব করি। কিছু বিশেষ মুহূর্তও রয়েছে এদেশে। ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে সম্মানের। ইংল্যান্ডের প্রতিভাবান ফুটবলারদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি উত্তেজিত। ইংল্যান্ডকে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জেতানো আমার লক্ষ্য।' ৫১ বছরের জার্মান কোচের সঙ্গে ১৮ মাসের জন্য চুক্তি করেছে এফএ। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ পর্যন্ত ইংল্যান্ড সিনিয়ার দলের দায়িত্ব সামলাবেন টুচেল। এদিকে, সাউথগেট সরে যাওয়ার পর থেকে ইংল্যান্ডের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসাবে কাজ করছেন লি কার্সলে। আগামী মাসে নেশনস লিগে গ্রুপের শেষ দুইটি ম্যাচেও তিনিই ডাগআউটে থাকবেন। টুচেল কাজ শুরু করবেন জানুয়ারিতে। জার্মান কোচের সহকারী হিসাবে থাকছেন ইংলিশ কোচ অ্যান্টনি ব্যারি। অতীতে চেলসিতেও টুচেলের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি।

আলবার্তোকে নিয়ে আশাবাদী মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : বুধবার প্রবল বৃষ্টিতে মাঝপথেই বন্ধ মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন। এদিন বিকেল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সাড়ে চারটে নাগাদ অনুশীলনে নামে মোহনবাগান। আশিক কুরুনিয়ান এদিন উপস্থিত ছিলেন না। শুরুতে কিছুক্ষণ স্ট্রেচিং করানোর পর পাসিং ফুটবলের দিকে নজর দেন কোচ হোসে মোলিনা। তবে বেশিক্ষণ অনুশীলন করতে পারেননি বাগান ফুটবলাররা। তারপরেই প্রবল বৃষ্টির কারণে মাঠ থেকে উঠে যান তাঁরা। তারপর প্রায় পৌনে ছয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছাড়েন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিংসরা।

বৃষ্টিতে পণ্ড বাগান অনুশীলন

হোসে মোলিনা

বুধবার মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে দেখা গেল আলবার্তো রডরিগেজকে। এই বিদেশি ডিফেন্ডারকে নিয়ে আশাবাদী কোচ হোসে মোলিনাও। যুবভারতী ছাড়ার আগে তিনি বলে গেলেন, 'আশা করছি আলবার্তো ডার্বিতে খেলতে পারবে।' আলবার্তো ফেরায় রক্ষণ নিয়ে মোলিনার চিন্তা অনেকটাই দূর হয়েছে। ডার্বিতে দুই বিদেশি ডিফেন্ডারকেই নামিয়ে দিতে পারেন তিনি। তবে কুরুনিয়ানকে নিয়ে চিন্তা রয়েই গিয়েছে। তিনি কবে মাঠে ফিরবেন, তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি মোলিনা। এদিনের যতক্ষণ অনুশীলন হয়েছে ততক্ষণ বেশ ফুরফুরে মেজাজেই দেখা গিয়েছে দিমিদের। নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করতে দেখা গিয়েছে তাদের। সব মিলিয়ে বাঙালির মহারণের আগে চাপমুক্ত বাগান শিবির।

অনুশীলনে ফিট লাগছে না দিয়ামান্তাকোসকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : ডান পায়ে ছোট্ট করে একটা স্টিকিং টেপ লাগানো। নড়াচড়াও খুব দ্রুত নয়। ডার্বির মাত্র দুইদিন আগের অনুশীলনে এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে।

এদিন সকাল থেকেই দফায় দফায় হালকা ও মাঝারি বৃষ্টির পর বিকেল হতেই আকাশ ঘুটঘুটে কালো। প্রবল বৃষ্টির দাপটের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুতের চোখরাঙানি উপেক্ষা করেও অবশ্য মিনিট চল্লিশেক দলকে নিয়ে ঘষামাজা করলেন বিনো জর্জ। তাঁর নতুন 'বস' এখনও এসে পৌঁছাননি। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অস্কার ব্রুজোঁর ভিসা পাওয়ার খবর নেই। যদিও ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী বৃহস্পতিবারের মধ্যে তাঁর ভিসা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। সেক্ষেত্রে খুব দেরি হলেও শুক্রবার রওনা দিয়ে শনিবার কলকাতায় এসে পৌঁছাবেন লাল-হলুদের নয়া কোচ। হিজাজি মাহের অবশ্য জাতীয় দলের হয়ে খেলে এদিন রাতেই শহরে ঢুকে পড়ছেন। কোচের অনুপস্থিতিতে অবশ্য বিনো নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলস ভঙ্গিতে। কার্লোস কোয়াদ্রাত বিদায় নিলেও তাঁর সহকারী দিমাস ডেলগাদো ও বাকি কোচিং স্টাফরা সকলেই আছেন। তাঁরাও বিনোর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খাটছেন মেগা ম্যাচের আগে। পুজোর আগে শেষ ম্যাচে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে ০-২ গোলে হেরে গেলেও ইস্টবেঙ্গলের দল হিসাবে খেলায় উন্নতি চোখে পড়েছে অনেকটাই। তাই ডার্বি থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে চায় লাল-হলুদ বাহিনী।

ব্রুজোঁ এখনও ভিসা পাননি

তবে এতকিছুর মধ্যে খানিকটা চিন্তার ভাঁজ থাকছে দিয়ামান্তাকোসকে নিয়ে। এদিন অনুশীলনের সময় দেখা গেল, দলের সঙ্গে প্রস্তুতিতে পুরোদস্তুর থাকলেও গতবারের সর্বোচ্চ গোলদাতা চেষ্টা করছেন কম দৌড়োদৌড়ি করতে। বল ধরলেও ঘুরতে সময় লাগছে তাঁর। বল তাঁর কাছে এলে আগে বাঁ পায়ে নিয়ে তবেই শট মারছেন বা পাস দিচ্ছেন দিয়ামান্তাকোস। ডার্বিতে শুরু করলেও কতক্ষণ খেলতে পারবেন, তা নিয়ে উপস্থিত সমর্থকদের মধ্যেও বেশ সংশয় দেখা গেল। তাঁর পরিবর্ত ক্লেইটন সিলভা চেষ্টা করছেন কিন্তু তাঁর সেই ধার যে নেই, সেটা স্পষ্ট। ফলে গোল করার জন্য মাঝমাঠে সাউল ক্রেসপো-মাদিহ তালাল ছাড়া ভারতীয়দের দিকেই হয়তো তাকিয়ে থাকতে হতে পারে বিনোকে। আরও দুঃসংবাদ, নাওরেম মহেশ সিংয়ের কুঁচকির চোট এতটাই খারাপ যে তিনি অনুশীলনেই এলেন না। ডার্বিতে তাঁর খেলার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। আর এই দুইদিনে দিয়ামান্তাকোসের ফিটনেসে আরও খানিকটা উন্নতি হোক, লাল-হলুদ সমর্থকরা এখন সম্ভবত ফুটবল-দেবতার কাছে এই প্রার্থনাই করছেন।

ডার্বির অনুশীলনে লালচুংনুঙ্গা ও সাউল ক্রেসপো।

প্রস্তুতির মাঠ নিয়ে জটিলতা মহমেডানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে নামার আগে অনুশীলনের মাঠ নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

২০ তারিখ কেরালা ম্যাচ। ইতিমধ্যেই সেই ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সাদা-কালো ব্রিগেড। এরই মাঝে অসুস্থতার কারণে অনুশীলনে অনুপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভকে। তবে এখন তিনি সুস্থ বলে জানা গিয়েছে। সাদা-কালো শিবিরে চিন্তা এখন অনুশীলনের মাঠ নিয়ে।

এবার মরশুমের শুরু থেকেই যুবভারতী সংলগ্ন মাঠে প্রস্তুতি সারছে মহমেডানের সিনিয়ার দল। তবে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে বড় ম্যাচের আগে সাদা-কালোর মাঠ পাওয়া নিয়ে কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছে। বিকেলে দুইটি প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড ব্যবহার করছে সবুজ-মেরুন ও লাল-হলুদ। একই মাঠে দুই বেলা দুইটি দল অনুশীলন করলে মাঠের অবস্থা আরও বেহাল হয়ে পড়বে। যে কারণে মাঠ দেওয়া হয়নি মহমেডানকে। মঙ্গলবার বন্ধ ছিল সাদা-কালোর অনুশীলন। হোটেলের জিমেই সময় কাটান ফুটবলাররা। তবে বুধবার সকালে নিউটাউনের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে মহমেডান প্রস্তুতি সেরেছে বলে খবর। ম্যানেজমেন্ট অবশ্য আগামী দিনগুলিতে যুবভারতী পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

এদিকে, সাদা-কালো শিবিরে এই মুহূর্তে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে দলের নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার অমরজিৎ সিং কিয়ামের চোট নিয়ে। যদিও টিম ম্যানেজমেন্টের দাবি তাঁর চোট গুরুতর নয়। পাশাপাশি কয়েকদিনের অনুশীলনে ফিট হয়ে গিয়েছেন চেরনিশভের দলের ফরাসি ডিফেন্ডার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের। কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে মাঠে নামতে পারেন তিনি।

আইএসএলে দ্বিতীয় দফার ডার্বি ১১ জানুয়ারি

ইস্ট-মোহনের বিরুদ্ধে মহমেডানের হোম যুবভারতীই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ অক্টোবর : মাঝে আর মাত্র দুই দিন। ভারতীয় ফুটবলের সেরা ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই পারদ চড়তে শুরু করেছে। এরইমধ্যে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের তরফ থেকে ঘোষণা করা হল পরবর্তী ডার্বি সহ বাকি মরশুমের ক্রীড়াসূচিও।

১১ জানুয়ারি এই মরশুমে দ্বিতীয়বার দ্বৈরথে নামতে চলেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল এফসি। ১৯ অক্টোবর যেমন ইস্টবেঙ্গলের তেমনি জানুয়ারিতে মোহনবাগানের হোম ম্যাচ। দুই মিনি ডার্বি হবে ফেব্রুয়ারি মাসে। ১ ফেব্রুয়ারি হবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম মোহনবাগান ও ১৬ ফেব্রুয়ারি মহমেডান-ইস্টবেঙ্গল। এই তিন ম্যাচই হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। এই পর্বে সুখবর থাকছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড সমর্থকদের জন্যও। এতদিন গুয়াহাটিতে খেলা নর্থইস্ট প্রথমবার শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামকে হোম গ্রাউন্ড করে মাঠে নামবে। ৭ ফেব্রুয়ারি এই মাঠে মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়নরা। ১২ মার্চ লিগ পর্যায়ের সব খেলা শেষ হয়ে যাবে। নকআউট পর্যায়ের সূচি এখনও দেওয়া হয়নি। প্রথম দফার মতো এই পর্যায়েও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা ও একইদিনে দুইটি ম্যাচ থাকলে বিকেল পাঁচটায় একটি ম্যাচ দেওয়া হয়েছে।

কলকাতার তিন প্রধানের শেষ পর্যায়ের সূচি

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট	ইস্টবেঙ্গল এফসি	মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
হায়দরাবাদ এফসি ২ জানুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০	মুম্বই সিটি এফসি ৬ জানুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০	নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ৩ জানুয়ারি, অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০
ইস্টবেঙ্গল এফসি ১১ জানুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০	মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ১১ জানুয়ারি, অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০	বেঙ্গালুরু এফসি ১১ জানুয়ারি, অ্যাওয়ে, বিকেল ৫টা
জামশেদপুর এফসি ১৭ জানুয়ারি, অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০	এফসি গোয়া ১৯ জানুয়ারি, অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০	চেন্নাইয়ান এফসি ১৫ জানুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০
চেন্নাইয়ান এফসি ২১ জানুয়ারি, অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০	কেরালা ব্লাস্টার্স ২৪ জানুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০	মুম্বই সিটি এফসি ২৬ জানুয়ারি, অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০
বেঙ্গালুরু এফসি ২৭ জানুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০	মুম্বই সিটি এফসি ৩১ জানুয়ারি, অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০	মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ১ ফেব্রুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১ ফেব্রুয়ারি, অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০	চেন্নাইয়ান এফসি ৮ ফেব্রুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০	হায়দরাবাদ এফসি ৮ ফেব্রুয়ারি, অ্যাওয়ে, বিকেল ৫টা
পাঞ্জাব এফসি ৫ ফেব্রুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০	মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৬ ফেব্রুয়ারি, অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০	ইস্টবেঙ্গল এফসি ১৬ ফেব্রুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০
কেরালা ব্লাস্টার্স ১৫ ফেব্রুয়ারি, অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০	পাঞ্জাব এফসি ২২ ফেব্রুয়ারি, অ্যাওয়ে, বিকেল ৫টা	জামশেদপুর এফসি ২০ ফেব্রুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০
ওড়িশা এফসি ২৩ ফেব্রুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০	হায়দরাবাদ এফসি ২৬ ফেব্রুয়ারি, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০	ওড়িশা এফসি ২৮ ফেব্রুয়ারি, অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০
মুম্বই সিটি এফসি ১ মার্চ, অ্যাওয়ে, বিকেল ৫টা	বেঙ্গালুরু এফসি ২ মার্চ, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০	এফসি গোয়া ৪ মার্চ, অ্যাওয়ে, সন্ধ্যা ৭.৩০
এফসি গোয়া ৮ মার্চ, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০	নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ৮ মার্চ, অ্যাওয়ে, বিকেল ৫টা	পাঞ্জাব এফসি ১০ মার্চ, হোম, সন্ধ্যা ৭.৩০

বার্তা ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের

ভারতকে বাদ দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অসম্ভব

লন্ডন, ১৬ অক্টোবর : ভারতের দাবি মেনে হাইব্রিড মডেলেই কার্যত সিলমোহর দিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী আগামী বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাকিস্তানের লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হওয়ার কথা।

ভারত যদিও সাফ জানিয়েছে, পাকিস্তানে দল পাঠাবে না। ভারতীয় দল নিরপেক্ষ কোনও দেশে ম্যাচগুলি খেলবে। ভারতের যে দাবিকে পরোক্ষে সমর্থন ইসিবি-র। যুক্তি, ভারত ছাড়া আইসিসি টুর্নামেন্ট অসম্ভব। তাই ভারতের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া রাস্তাও খোলা নেই।

আর ইসিবি-র যে বক্তব্যের নেপথ্যে সম্প্রচার স্বত্ব। পাকিস্তানের প্রতি কার্যত বার্তা দিয়ে জানিয়েছে, সম্প্রচার সংস্থাগুলির বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগের পিছনে ভারতীয় দল। ভারত না খেললে বিরাট ক্ষতির মুখে পড়বে তারা। যা কখনই অনভিপ্রেত নয়। ভারত যদি পাকিস্তানে খেলতে রাজি না হয়, বিকল্প একাধিক রাস্তা খোলা থাকছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা আলাউদ্দিন গাযি - কে 31.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 47J 43574 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একটি নতুন জীবন প্রদান করেছেন একজন কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে। একজন কোটিপতি হওয়া সকলের জীবনের লক্ষ্য যা শুধুমাত্র ডিয়ার লটারির মাধ্যমে পূরণ হওয়া সম্ভব। এই সুযোগটির জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমাদের জীবনের মাণকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।